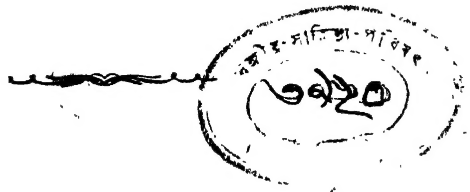
# ৮০ দিনে ভুপ্রদক্ষিণ



শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ প্রণীত।




প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী।
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩২০




প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

# ভূমিকা

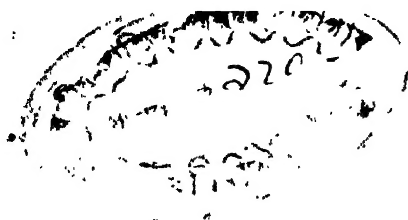
বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল্‌স্ ভার্ণির ( Jules Verne ) গ্রন্থাবলী অনেকের নিকট পরিচিত হইলেও সকলের নিকট নহে।

ইংরাজ লেখকগণ জুল্‌স্ ভার্ণির গ্রন্থাবলী মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর "Around the world in Eighty days" নামক গ্রন্থাবলম্বনে ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ লিখিত হইল।

কাঁথি মহকুমার বন্যা উপলক্ষে আমার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থান হইতে সহসা এখানে বদলি হইয়া দিবা-রাত্রি বন্যার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় মনোযোগ পূর্ব্বক প্রুফ সংশোধন করিবার অবসর ঘটে নাই। নিবেদন ইতি।

ভগবানপুর,<br>মেদিনীপুর।<br>২৭ মাঘ, ১৩২০

নিবেদক<br>শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।



# ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### পরিচয়



ষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে গৃহে ভুবনবিখ্যাত বাগ্মী সেরিডানের জীবলীলা শেষ হইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে সেই গৃহেই সংস্কার-সমিতির অন্যতম সদস্য ফিলিয়াস্ ফগ বাস করিতেন।

ফগের বিপুল অর্থ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কি উপায়ে যে অর্থাগম হইত তাহা কেহ বলিতে পারে না। তিনি কোনও চাকুরি করিতেন না, কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না, মহাজনী তেজারতী প্রভৃতি কিছুই তাঁহার ছিল না। সংস্কার-সমিতির সদস্য ভিন্ন তিনি আর কিছুই ছিলেন না। অথচ তাঁহার অর্থেরও অভাব ছিল না।

ফিলিয়াস্ ফগ মিতভাষী, মিতব্যয়ী ও সংযমী ছিলেন। তিনি যে কৃপণ ছিলেন, এ কথাও কেহ বলিতে পারে না। আবশ্যক বুঝিলেই তিনি হৃষ্টচিত্তে দান করিতেন। বিলাস কাহাকে বলে তাহা ফিলিয়াস্ ফগ

জানিতেন না। তিনি সাধারণ বেশ-ভূষাতেই তুষ্ট থাকিতেন। আপন বলিতে পৃথিবীতে যে তাঁহার আর কেহ কোথাও ছিল, এ পরিচয়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক কর্ম্ম ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সম্পন্ন হইত—তাহার এক মিনিট এ দিক্ ও দিক্ হইবার উপায় ছিল না।

ভূগোল সম্বন্ধে ফিলিয়াসের যেরূপ জ্ঞান ছিল তাহা দেখিলেই মনে হইত, তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কবে কোন্ পর্য্যটক কোথায় কিরূপে গিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, ফিলিয়াস্ তাহা পর্য্যন্ত জানিতেন। অথচ লণ্ডন নগরের বাহিরে যাইতে কেহ তাঁহাকে কখনো দেখে নাই। যাহারা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন, তাঁহারা দেখিতেন, আপন গৃহ হইতে সংস্কার-সমিতির মিলন-মন্দিরে (ক্লাবে) এবং তথা হইতে পুনরায় আপন গৃহে ভিন্ন ফিলিয়াস্ আর কোথাও যাইতেন না। সকল সকল দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিত যে তাঁহার মাথার ঠিক ছিল না।

বাজী রাখিয়া তাসক্রীড়া ভিন্ন ফিলিয়াসের আর কোনো ব্যসন ছিল না। সমিতির কক্ষে বসিয়া তিনি কেবল সংবাদপত্র পাঠ করিতেন এবং বন্ধুদিগের সহিত তাস খেলিতেন। ক্রীড়ায় সর্ব্বদা তাঁহারই জয় হইত। বাজীর টাকা ফিলিয়াস্ দানেই ব্যয় করিতেন—নিজে লইতেন না। তিনি যে অর্থের লোভে তাস খেলিতেন তাহা নহে। দক্ষতার সহিত হুইষ্ট খেলিতে যে কৌশল আবশ্যক হইত, শুধু তাহারই পরীক্ষার জন্য তিনি তাস খেলিতেন। সে যেন তাঁহার নিকট একটা যুদ্ধ বলিয়া মনে হইত। সে সমরে রক্তপাত ছিল না—ক্লান্তি ছিল না—তেমন বেশী পরিশ্রমও ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফিলিয়াসের পুত্র-কলত্র কিছুই ছিল না। সেভিল্-রোর একটী নির্জ্জন গৃহে তিনি একাকী বাস করিতেন। কেহ যে সেখানে

তাঁহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। তিনি সংস্কার-সমিতির মিলন-মন্দিরে একাকীই আহার করিতেন। তাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া খাইতে কেহ কখনো কাহাকেও দেখে নাই।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে দশ ঘণ্টাকাল তিনি বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার কতকটা নিদ্রায় এবং অবশিষ্ট বেশ-ভূষায় কাটিয়া যাইত। যখন তিনি আহারে বসিতেন, তখন ক্লাবের দাসগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী ভিন্ন তিনি কখনো আহার করিতেন না। উৎকৃষ্ট চানামাটার পরিচ্ছন্ন পাত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য এবং সুন্দর ও অদ্ভুত আধারে বরফমিশ্রিত উৎকৃষ্ট শেরা ভিন্ন আর কিছুই ফিলিয়াস্ ফগের খানার টেবিলে স্থান পাইত না।

ফিলিয়াসের গৃহটি আড়ম্বরশূন্য অথচ বড় আরামদায়ক ছিল। তাঁহার একটি মাত্র ভৃত্য ছিল; প্রভুর মেজাজ বুঝিয়া তাহাকেও ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল কার্য্য করিতে হইত। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন ভৃত্য জেমস্ ক্ষৌরকার্য্যের জন্য যে গরম জল দিয়াছিল, তাহা ৮৬ ডিগ্রী না হইয়া ৮৪ ডিগ্রী ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার চাকুরি গেল।

ফিলিয়াস্ একখানি আরাম-চৌকিতে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার ঘড়ির দিকে চাহিয়া আছেন। ঘড়িটি বেশ ভাল; ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, বারের নাম, মাস এবং বৎসর পর্য্যন্ত উহাতে পাওয়া যাইত। ঠন্ করিয়া সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। প্রতিদিন ঠিক এই সময়েই তিনি ক্লাবে যাইতেন।

পুরাতন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"নূতন চাকর এসেছে।"

অবিলম্বে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক একজন ফরাসী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ফিলিয়াস্ ফগ কহিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি একজন ফরাসী। তোমার নামই না জন?"

"না, জন্ নয়। আমাকে জিয়েন্ ব'লবেন। আমি পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নই ব'লে লোকে আমাকে পাসে পার্ত্তুত্ বলে। আমার বিশ্বাস, আমি অসৎ নই। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক রকম কাজ করেছি। কিছু দিন পথে পথে গান গেয়ে বেড়াতেম; এক সার্কাসের দলে ঘোড়-সওয়ারও কিছুদিন ছিলাম। আমি সেখানে সুদক্ষ লিওটার্ডের মত ট্রাপিজে বাজী দেখাতেম আর সুনিপুণ ব্লণ্ডিনের মত অনায়াসে দড়ীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেম। তার পর কিছুদিন এক কুস্তির আখড়ার সর্দ্দার হই। শেষে এক দিন মনে করলেম, দেশের একটা কাজে লাগাই উচিত। তাই প্যারিসের ফায়ারম্যান হয়েছিলেম। আজও আমার পিঠে অনেক অগ্নি-ক্ষতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমি পাঁচ বৎসর ফ্রান্স ছেড়েছি। ঘর-সংসারের সুখ-সুবিধার আশায় ইংলণ্ডে একজনের চাকুরি গ্রহণ করে-ছিলেম। কিন্তু তাঁর কাছে কাজ করা আমার পোষালো না। এখন তাই বেকার ব'সে আছি। শুনলেম, আপনার একজন চাকর চাই। আপনিও শুন্লেম্—সংযমী এবং ঠিক নিয়মিত সময়েই সকল কাজ করেন। আপনার কাছে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো ভরসায় এসেছি। দেখি, যদি আমার পাসে পার্ত্তুত্ অপবাদটা এতদিনে মুছে যায়।"

মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, "আমিও পাসে পার্ত্তুতই চাই। তোমার সাধুতার কথা আমি শুনেছি। তোমার প্রশংসাপত্রও আমি দেখেছি। এ চাকুরির সর্ত্তগুলো সব জান ত?"

"আজ্ঞা হাঁ, জানি।"

"বেশ। এখন ক'টা বেজেছে?"

জিয়েন তাহার পকেট হইতে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি বাহির করিয়া কহিল, "এগারটা বাইশ মিনিট।"

"তোমার ঘড়ি ত ঠিক নয়—বড় ধীর।"

"ক্ষমা ক'র্‌বেন—অসম্ভব!"

"তোমার ঘড়ি ৪ মিনিট কম আছে। তা যাক্, ভুলটা সংশোধন করিলেই হ'লো। আজ ১৮৭২ সালের ২রা অক্টোবর। বেলা ১১টা বেজে ২৯ মিনিটের সময় তুমি আমার কাজে ভর্ত্তি হ'লে।"

কথা বলিতে বলিতেই ফিলিয়াস্ ফগ আরাম-চৌকি ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক একটা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ টুপীটা লইয়া মাথায় দিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিয়েন এতক্ষণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে দেখিল, ফিলিয়াসের বয়স চল্লিশের অধিক হইবে না। তাঁহার মুখখানি সুন্দর, দেহ সুদৃঢ় ও দীর্ঘ, কেশদাম নিবিড় না হইলেও বিরল নহে। তাঁহার ভ্রূযুগ সুস্পষ্ট, দশনপংক্তি মনোরম। আকৃতি দেখিলেই মনে হয়, ইনি শুধু কথার লোক নহেন—কাজের লোক। স্থির, ধীর, গম্ভীর—চক্ষুর্দ্বয় অচঞ্চল ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

যাহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা জানিত, ফিলিয়াস্ কখনো বৃথা কোন কাজ করিতেন না। যেখানে এক পা ফেলিলেই চলে, সেখানে কেহ তাঁহাকে দুই পদ অগ্রসর হইতে দেখে নাই। যে পথে গেলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া যায়, ফিলিয়াস্ সর্ব্বদা সেই সহজ পথই অবলম্বন করিতেন। অকারণে একটা অঙ্গ-সঞ্চালন—এমন কি, একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। শোকে বা হর্ষে অবিচলিত, বিপদে অচঞ্চল, সর্ব্বদা শান্ত, সর্ব্বকার্য্যে ধীর, স্থির ও দৃঢ় ফিলিয়াস্ ফগ একটি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। ব্যস্ত-হইয়া একান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে কোথাও যাইতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। অথচ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে কখনো তাঁহার বিলম্বও ঘটে নাই। তিনি একাকী থাকিতেন; এমন কি, সমাজ-সীমার বাহিরে বাস করিতেন

বলিলেই হয়। তিনি জানিতেন, জীবনে সংঘর্ষের অবধি নাই। সংঘর্ষেই শক্তির ক্ষয়। তিনি তাই কাহারও সহিত সংঘর্ষে আসিতেন না।

জিয়েন পাসে পার্ত্তুত্ লোকটিও ছিল বেশ। মুখখানি স্নেহ-কোমল, উজ্জ্বল নীল নয়নদ্বয়, স্থূল দেহে সুদৃঢ় মাংসপেশী, সবল শরীর। লক্ষ্যহীন যৌবনকাল নানা স্থানে অতিবাহিত করিয়া সে ক্লান্ত হইয়াছিল। তাই দুই দণ্ডের আরামের জন্য দুই দিন শান্তিতে কাটাইবার মানসে সে ফিলিয়াস্ ফগের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জিয়েন তাহার নবীন প্রভুকে তুষ্ট করিতে পারিবে কি না, কে বলিতে পারে?

জিয়েন তাহার ঘর-কন্না দেখিয়া লইতে লাগিল। সে দেখিল, যেথানে যেটি থাকা উচিত, এ গৃহে ঠিক তাহাই আছে। গৃহের কোন স্থানে বিলাসিতার চিহ্নমাত্রও নাই, অথচ কোন অভাবও নাই। জিয়েন মনে মনে বড় প্রীত হইল। সে দেখিল, প্রভুর সজ্জাকক্ষে পরিচ্ছদাদির অভাব নাই। সেগুলি সুচারুরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কোট, প্রতি ওয়েষ্টকোট, প্রত্যেক প্যাণ্টালুন, এমন কি, জুতার পর্য্যন্ত এক একটা নম্বর আছে। একখানি খাতায় তাহাদের তালিকা। কবে কোন্‌টি ব্যবহার করা হইল, কতদিন বাহিরে থাকিল, কবে উহা পুনরায় সজ্জাকক্ষে রক্ষিত হইল, তাহা পর্য্যন্ত [illegible] খাতায় লেখা রহিয়াছে! দেখিতে দেখিতে সে ভৃত্যদিগের থাকিবার কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে কক্ষটিও বেশ বাসোপযোগী। [illegible] এক প্রান্তে টেলিফোন এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আছে। আগুন জ্বালিবার চিমনীর আলিশায় একটি বৈদ্যুতিক ঘড়ি টক্ টক্ করিয়া চলিতেছে। প্রভুর শয়নকক্ষের ঘড়ি ও এই ঘড়িতে ঠিক একই সময় রাখিতেছে। ঘড়ির শিরোদেশে একখণ্ড কাগজে ভৃত্যের দৈনিক করণীয় কার্য্যগুলির তালিকা রহিয়াছে। জিয়েন সেই তালিকা পাঠ করিতে লাগিল—আটটা বাজিয়া ২৩ মিনিটের সময়

চা ও টোষ্ট, নয়টা ৩৭ মিনিটে ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য গরম জল, ১০টা বাজিতে ২০ মিনিটের সময় স্নানাদি কার্য্যের আয়োজন ইত্যাদি। কোন্ সময়ে কি করিতে হইবে, এই তালিকায় সে সকল কথাই লেখা ছিল। জিয়েন হৃষ্টচিত্তে তালিকা পাঠে মনোনিবেশ করিল।

---



# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ভীষণ চুরি



লিয়াস্ ফগ বেলা ঠিক সাড়ে এগারটার সময় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তাহার পর ঠিক ৫৭৫ বার দক্ষিণ পদ এবং তৎপশ্চাৎ ৫৭৫ বার বামপদ ক্ষেপণ করিয়া সংস্কার-সমিতির মন্দিরে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভোজনকক্ষে তাঁহার প্রাতরাশ সজ্জিত ছিল। মিঃ ফগ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই চিরপরিচিত খানার টেবিলে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

১২টা ৪৭ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া তিনি সমিতির বৈঠক-খানায় আসিবামাত্রই ভৃত্য তাঁহার হস্তে এক খণ্ড "টাইমস্" পত্রিকা প্রদান করিল। ফিলিয়াস্ চিরাভ্যস্ত ক্ষিপ্রহস্তে উহা খুলিয়া ভাঁজ করিয়া লইলেন এবং পাতা কাটিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। "টাইমস্" এবং তৎপরে "ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রিকা পড়িতে পড়িতেই নৈশভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। ভোজন সমাপ্ত করিয়া ফিলিয়াস্ ফগ এক খণ্ড "মর্ণিং ক্রণিকেল" হস্তে সমিতির সেলুনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবে কক্ষটী পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইঁহারা সকলেই অতিমাত্রায় তাসক্রীড়ারত ছিলেন। আন্দ্রু ষ্টুয়ার্ট, মহাজন জন সলিভান ও স্যামুয়েল ফলেণ্টিন্, মদ্যপ্রস্তুতকারী টমাস্ ফ্ল্যানাগেন, ইংলণ্ডের প্রধান ব্যাঙ্কের অন্যতম

অধ্যক্ষ গথিয়ার রাল্‌ফ, ইঁহারা সকলেই ধনকুবের ছিলেন। ইঁহাদের সহিতই ফিলিয়াস্ ফগের হুইষ্ট যুদ্ধ চলিত।

. চিমনির মধ্যে অবস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দ্দিকে বসিয়া ইঁহারা নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। টমাস্ ফ্ল্যানাগেন কহিলেন, "মিঃ রাল্‌ফ, এই যে ডাকাতিটা হয়েছে, এর কিছু খবর হ'ল কি ?"

ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "আর খবর হবে! ব্যাঙ্কের টাকাগুলো গেল আর কি !"

রাল্‌ফ কহিলেন, "আমার ত ভরসা হয় যে, চোর ধরা পড়বে। আমেরিকা, ইউরোপ, এসিয়া সকল দেশেই আমাদের গোয়েন্দা দারোগা আছে। প্রত্যেক বড় বড় বন্দরেই তারা সন্ধান নিচ্ছে। এদের ফাঁকি দিয়ে পালানো বড় সহজ নয়।"

ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "তা হ'লে দেখছি, চোরের চেহারা কেমন, তা আপনারা জানেন।"

কথাটা শুনিয়া রাল্‌ফ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "টাকাটা যে নিয়েছে, সে ত চোর নয়।"

"সে কি! সাড়ে আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যে সরে' পড়্‌তে পারে, সেও চোর নয় !"

"না, চোর নয়।"

সলিভান বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "না না, সে কেন চোর হ'তে যাবে ? সে একজন খাঁটি কলির চেলা—বিশেষ কার্য্যপটু লোক !"

তখন পত্র-পত্রিকার পর্ব্বতপ্রমাণ প্রাচীরের অন্তরাল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ফিলিয়াস্ ফগ কহিলেন, "মর্ণিং ক্রণিকেলে প'ড়ছিলেম যিনি নোটগুলো নিয়েছেন, তিনি না কি একজন ভদ্রলোক।"

আলোচনা চলিতে লাগিল।

তিন দিন পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে সার্দ্ধ অষ্টলক্ষ মুদ্রার নোট অপহৃত হইয়াছিল। এত অনায়াসে বুঝি আর কখনো টাকা চুরি হয় নাই। ব্যাঙ্কের অন্যতম অধ্যক্ষ মিঃ রাল্‌ফ সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, "এ চুরিতে খাজাঞ্চী বেচারার কোন দোষ নাই। সে কি ক'রবে? সে তখন মনোযোগ দিয়ে ব্যাঙ্কের একটা পাওনা ২॥৵০ আনা খাতায় জমা ক'রছিল। একটা লোক চারিদিকেই ত আর চোখ রা'খতে পারে না।"

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে যে সকল লোক কাজ-কর্ম্ম করিতে আসিতেন, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের সাধুতা সম্বন্ধে কখনো সন্দেহ করেন নাই। কেহ নোট দেখিতেছেন, কেহ সোনা পরীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা জহরত হস্তে লইয়াছেন। পরীক্ষান্তে সকলেই আবার সেই নোট বা স্বর্ণ বা মূল্যবান্ প্রস্তরাদি প্রত্যর্পণ করিতেছেন। এইরূপেই কার্য্য চলিত। কিন্তু সে দিন যিনি নোট লইয়াছিলেন, তিনি আর উহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। বেলা পাঁচটার সময় যখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হইল, তখন হিসাব নিকাশ করিয়া জানা গেল, ব্যাঙ্কের সার্দ্ধ অষ্টলক্ষ মুদ্রা অপহৃত হইয়াছে!

অমনি চারিদিকে সুনিপুণ গোয়েন্দা পুলিশ ছুটিল। কেহ লিভারপুল, কেহ গ্ল্যাস্‌গো, কেহ বা অন্যান্য বন্দরে দস্যুর সন্ধানে গমন করিল। সুদূর সুয়েজ, ব্রিন্দিসি, নিউইয়র্ক প্রভৃতি পর্য্যন্ত বাদ গেল না। ব্যাঙ্কের কর্ত্তা প্রকাশ করিলেন, চোর ধরিতে পারিলে ৩০ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ত মিলিবেই, তদ্ভিন্ন অপহৃত অর্থের যে পরিমাণ উদ্ধার হইবে, তাহার উপর শতকরা ১০ মুদ্রা হিসাবে কমিশন পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে।

"মর্ণিং ক্রণিকেল" পাঠে জানা গেল যে, ঘটনার দিন ভদ্রবেশধারী,

আচারে ব্যবহারে সুমার্জ্জিত একটি লোককে ব্যাঙ্কের নোট পরীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ ও আকৃতির বর্ণনা গোয়েন্দা-দিগকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই, ব্যাঙ্কের কর্ত্তাগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, চোর অবশ্যই ধরা পড়িবে। সংবাদপত্রসমূহে এই বিষয় লইয়া তখন নানারূপ আন্দোলন চলিতেছিল।

মিঃ রাল্‌ফ ভাবিয়াছিলেন, পুরস্কারের লোভে গোয়েন্দাগণ নিশ্চয়ই প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই দস্যু ধৃত হইবে। আর্ল ষ্টুয়ার্টের যুক্তি-তর্ক অন্যরূপ ছিল। হুইষ্ট খেলিতে খেলিতে তাই তাঁহা-দিগের মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেই লাগিল। ষ্টুয়ার্ট কহিলেন—"চোর যে একজন চতুরচূড়ামণি, তা' বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আমার ত বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই পালাবে।"

রাল্‌ফ কহিলেন, "পালাবে ত—কিন্তু কোথায় যাবে বলুন দেখি?"

"হুঁ! কোথায় আবার যাবে, স্থানের কি অভাব আছে!"

"আচ্ছা, বলুনই না, কোথায় যাবে।"

"তা আমি জানি না। তবে পৃথিবীটা ত আর এতটুকু নয়! পালাবার স্থানের আবার ভাবনা।"

ফিলিয়াস্ ফগ ফ্ল্যানাগানের হস্তে তাস দিয়া কহিলেন, "কাটুন," তাহার পর মিঃ ষ্টুয়ার্টের কথার উত্তরে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "এককালে পৃথিবীটা বড়ই ছিল—এখন আর সে দিন নাই।"

কেহ সে কথা তখন ততটা গ্রাহ্য করিলেন না। এক বাজী শেষ হইলে পর ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "এক কালে বড় ছিল মানে কি? পৃথিবী কি এখন ছোট হ'য়ে গেছে না কি?"

রাল্‌ফ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তাই। একবার পৃথিবীটা ঘুরে' আসতে এখন যে সময় লাগে, আগে তার দশগুণ বেশী লা'গত। তবেই ত

পৃথিবী ছোট হয়েই গেল। এই জন্যই এখন চোরের সন্ধান সকালে সকালে হবে। সে পালাবে কেমন ক'রে?"

ফগ কহিলেন, "মিঃ ষ্টুয়ার্ট! খেলুন, এবার আপনার পালা।"

ষ্টুয়ার্টের তখন খেলার দিকে মন ছিল না। তিনি কহিলেন, "মিঃ রাল্‌ফ, এখন তিন মাসে পৃথ্বী ভ্রমণ সম্ভব ব'লেই কি পৃথিবীটা এতই ছোট হয়েছে যে, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আছেন?"

বাধা দিয়া ফগ বলিলেন, "তিন মাসে নয়—৮০ দিনে!" জন্ সলিভান কহিলেন "এ কথা ঠিক। রোটাস্ থেকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথ খুলেছে। এখন ৮০ দিনেই পৃথিবী পর্য্যটন করা যায়। এই দেখুন না, "মর্ণিং ক্রণিকেলে" লিখেছে—

মন্‌ট সেনিস্ এবং ব্রিন্দিসি দিয়া রেল ও ষ্টীমারে

| | | |
|---|---|---|
| লণ্ডন হইতে সুয়েজ বন্দর | ... ... | ৭ দিন |
| ষ্টীমারে সুয়েজ হইতে বোম্বাই | ... | ১৩ দিন |
| রেলে বোম্বাই হইতে কলিকাতা | ... | ৩ দিন |
| ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে হংকং | .. ... | ১৩ দিন |
| ষ্টীমারে হংকং হইতে ইয়োকোহামা | ... ... | ৬ দিন |
| ষ্টীমারে ইয়োকোহামা হইতে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো | ... | ২২ দিন |
| রেলে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো হইতে নিউইয়র্ক | .. | ৭ দিন |
| রেল ও ষ্টিমারে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন | ... | ৯ দিন |
| | মোট | ৮০ দিন |

দিনের হিসাব করিতে করিতে খেলার কথা বিস্মৃত হইয়া মিঃ ষ্টুয়ার্ট একখানি ভুল তাস খেলিয়া বলিলেন, "হাঁ ৮০ দিনই বটে! কিন্তু ঝড়-তুফান, জাহাজডুবি, রেল-সংঘর্ষ, মুখোড় বাতাস এ সব ত আর ও হিসাবে ধরা নাই।"

খেলিতে খেলিতে মিঃ ফগ কহিলেন, "সে সব ধ'রে বৈ কি।"

"সে সব ধ'রেই! মনে করুন, যদি আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানেরা পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, কি ট্রেণ থামিয়ে লুট-পাট করে, কি চলন্ত ট্রেণে লাফিয়ে উঠে যাত্রীদের আক্রমণ করে, তা' হলেও—

ধীরভাবে মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তা হ'লেও বৈ কি! এই দেখুন, দুখানা রং আমার হাতে। এ বাজী আমার।"

মিঃ ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "কি জানেন মিঃ ফগ, কাগজপত্রের হিসাবে হয় ত আপনার কথাই ঠিক হতে পারে। কিন্তু হাতে কলমে করতে গেলে—"

"মিঃ ষ্টুয়ার্ট হাতে কলমেও ঐ হিসাব ঠিক।"

"আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি একবার করে দেখান।"

"সে ত আপনার উপরেই নির্ভর করে। চলুন না, দু'জনে এক সঙ্গেই যাই।"

"ধর্ম্ম রক্ষা করুন! এমন একটা অদ্ভুত পর্য্যটন বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। আপনি যদি ক'রতে পারেন, আমি ৬০ হাজার টাকা দিব।"

"আপনার বড় ভুল হচ্ছে মিঃ ষ্টুয়ার্ট, এ পর্য্যটন খুবই সম্ভব।"

"বেশ ত। আপনিই তবে করুন না কেন?"

"৮০ দিনে পৃথিবীটা ঘুরে আসা—কেমন এই ত?"

"হাঁ।"

"বেশ, আমিই যাব।"

"কবে?"

"এই দণ্ডেই—তবে আগে বলে রাখি সমস্ত খরচ আপনার।"

ফগের দৃঢ়তা দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট একটু বিরক্ত হইতেছিলেন। বলিলেন,—"এ সব বাজে কথা! আসুন, খেলা যাক।"

আপনিই তবে আরম্ভ করুন—সেবারে আপনি ভুল তাস দিয়েছিলেন।”

আন্দ্রু ষ্টুয়ার্ট খেলিবার জন্য তাস কুড়াইয়া লইয়াই পুনরায় উহা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, “দেখুন মিঃ ফগ, আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন, আমি সত্যই ৬০ হাজার টাকা বাজী ধ'রবো।”

কথা শুনিয়া ফলেন্টিন্ কহিলেন, “ষ্টুয়ার্ট ভায়া, আর হাসিয়ো না। এ যে ঠাট্টা তা কি বুঝ্‌তে পারছো না?”

সুদৃঢ়কণ্ঠে ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, “আমি যখন বলেছি—বাজী ধরবো, তখন কিছুতেই সে কথা মিথ্যা হবে না।”

ফগ কহিলেন, “বেশ ভাল। আমিও পশ্চাৎপদ নই। বারিংএর গদীতে আমার তিন লক্ষ টাকা জমা আছে। আমিও তবে সেই টাকাই বাজী ধরচি।” সলিভান্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “তিন লক্ষ টাকা বাজী! একটু সামান্য কিছু গোলযোগ ঘটলেই ত আপনার সমস্ত টাকা যাবে। পথে কত বিঘ্ন আছে। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু তেমন সামান্য কিছু একটা—”

প্রত্যুত্তরে মিঃ ফগ কেবল কহিলেন, “অদৃষ্টপূর্ব্ব এমন কিছুই ঘ'টতে পারে না।”

“এই যে ৮০ দিনের হিসাব, এর চেয়ে কমে কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ সম্ভব নয়।”

“বেশ ত। ঠিক মত ধরতে পারলে কমেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।”

“আপনাকে বহুবার ট্রেণ থেকে ষ্টীমারে, ষ্টীমার থেকে ট্রেণে উঠা-নামা ক'রতে হবে। একটু দেরি হলে ত চলবে না।”

“আমার দেরিই হবে না!”

"আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা কর্‌ছেন।"

"ঠাট্টা! একজন খাঁটী ইংরাজ বাজী ধরে' কখনো ঠাট্টা করে না। আপনাদের যাঁর-তাঁর সঙ্গে আমি তিন লাখ টাকা বাজী ধ'র্‌তে প্রস্তুত আছি যে, আমি ৮০ দিনে কিংবা তার চেয়েও কমে পৃথিবী পরিভ্রমণ কর্‌বো। ৮০ দিনে অর্থাৎ ১৯২০ ঘণ্টায় কিংবা ১১৫২০০ মিনিটে! আপনারা স্বীকার আছেন?"

সকলে পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "হাঁ স্বীকার।"

"বেশ, ডোভার মেল ৮.৪৫ মিনিটে ছাড়ে আমি তাতেই যাত্রা করবো।"

ষ্টুয়ার্ট কহিলেন,—"কি, আজই সন্ধ্যায়?"

"হাঁ আজই, সন্ধ্যায়। আজ ২রা অক্টোবর, বুধবার। ২১ ডিসেম্বর শনিবার পৌনে ন'টার সময় আমি লণ্ডনের এই কক্ষে এসে উপস্থিত হব। যদি না পারি, তবে বারিংএর গদীতে আমার যে তিন লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে, সে সমস্তই আপনাদের হবে। এই নিন, সে টাকার চেক রাখুন।"

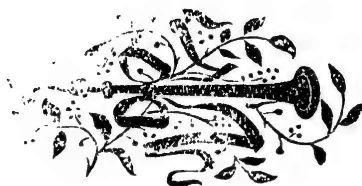
তন্মুহূর্ত্তেই বাজীর সর্ত্তগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল। উভয় পক্ষেই সেই পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

ফিলিয়াস্ ফগ তখনো ধীর, স্থির, অচঞ্চল। তিনি জানিতেন, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ছয় লক্ষ মুদ্রা। এই অদ্ভুত ভ্রমণ-ব্যাপারেই তাঁহার অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক ব্যয় হইয়া যাইবে; তাই তিনি তিন লক্ষ মুদ্রা বাজী ধরিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সে চাঞ্চল্য অর্থের জন্য নহে। এমন অবস্থায়, এমন বিষয়ে বাজী ধরিলে আপনা হইতেই যেন বক্ষ কম্পিত হয়।

মিঃ ফগ তখনও তাসই খেলিতেছিলেন! দেখিতে দেখিতে সাতটা

বাজিল। সকলে বলিলেন, "আর না, এখন খেলা বন্ধ হোক্। মিঃ ফগকে পৃথিবী পর্য্যটনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে।"

খেলিতে খেলিতে ফগ কহিলেন, "আমি ত প্রস্তুতই আছি।"



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## যাত্রা



সাতটা বাজিয়া ২৫ মিনিটের সময় ফিলিয়াস্ ফগ তাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হুইষ্টের বাজী জিতিয়া যে তিন শত মুদ্রা পাইয়াছিলেন, তাহা ওয়েষ্টকোটের পকেটে রাখিয়া তিনি বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইলেন এবং ৮টা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বেই গৃহে পৌছিলেন।

প্রভুকে অসময়ে প্রত্যাগত দেখিয়া জিয়েন বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহার ত দ্বিপ্রহর রজনীর পূর্ব্বে গৃহে ফিরিবার কথা নহে!

ফিলিয়াস্ ফগ আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনে ডাকিলেন, "জিয়েন—।" এখন ত সময় নহে—অসময়ের আহ্বানে জিয়েন কোন উত্তর দিল না। মিঃ ফগ পুনরায় পূর্ব্ববৎ ডাকিয়া কহিলেন, "জিয়েন, এই দ্বিতীয়বার আমি তোমাকে ডাকছি, মনে রেখ।"

জিয়েন নিকটে আসিয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া কহিল, "এখনও ত দুপুর রাত হয়নি।"

"তা' আমি জানি। সে জন্য আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ডোভার ও ক্যালের দিকে যেতে হবে।"

ফরাসী ভৃত্যের বদনমণ্ডল যেন সহসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রভুর

আদেশের মর্ম্ম সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল,—"আপনি কি বাহিরে যাচ্ছেন ?"

"হাঁ। আমরা একবার পৃথ্বী-পর্য্যটনে যাচ্ছি।" কথাটা শুনিবামাত্রই জিয়েনের নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিল,—

"পৃথ্বী-পর্য্যটনে !"

"হাঁ, ৮০ দিনে ; চল, আর সময় নাই।"

"জিনিষ-পত্র ?"

"বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। একটা কার্পেটের ব্যাগ নিলেই চল্‌বে। দুটো কামিজ আর তিন জোড়া মোজা ব্যাগের মধ্যে নাও। তোমার নিজের জন্যও তাই নিও। যা' কিছু আবশ্যক হবে, পথে যেতে যেতে কিনে নিলেই চলবে। আমার ম্যাকিণ্টস আর বড় কোটটা নিও। আমাদের বড়-বেশী হাঁটতে হবে না। তবুও জোড়া দুই মজবুত বুট যেন সঙ্গে থাকে। এ কি ! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে ! স্ফূর্ত্তি কর !"

জিয়েন অবাক্ ! সে তাড়াতাড়ি আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া হতাশের মত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। আপন মনে বলিতে লাগিল, 'আমার অদৃষ্টে দেখছি বেশ হ'ল। দু'দিন একটু শান্তিতে থাকব ভেবেছিলেম, তা ত খুবই ঘট্‌লো।'

সময় নাই। ৮০ দিনে পৃথ্বী-পরিভ্রমণ ! জিয়েন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল। শত সহস্র চিন্তা তাহাকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। ৮০ দিনে পৃথিবী-পর্য্যটন ! তবে কি আমি উন্মাদের চাকুরি লইলাম? না—না—এটা কথনো সম্ভব নয়। ও সবই তামাসা মাত্র ! পাঁচ বৎসর দেশ ছেড়েছি, পাঁচ বৎসর পর আবার স্বদেশের মুখ দেখতে

পাব। সে হিসাবে ডোবার এবং ক্যালে পর্য্যন্ত যাওয়াটা একরকম ভালই। প্যারিস নগরটা দেখতে প্রভু নিশ্চয়ই একবার যাবেন। প্যারিসে গেলেই দু'দিন কি আর সেখানে থাকবেন না, নিশ্চয়ই থাকবেন। তা'ই বা বলি কেমন করে? যিনি কখনো ঘরের বাহির হন নি, তিনি যখন পৃথ্বী ভ্রমণে যাচ্ছেন—এইটেই ত ভাবনার কথা!

৮টার মধ্যেই জিয়েন জিনিষ-পত্র ব্যাগে তুলিয়া প্রস্তুত হইল এবং একান্ত অস্থিরচিত্তে নিজের কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রভুর সম্মুখীন হইল। মিঃ ফগ ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ব্রাডস কৃত একখানা "কণ্টিনেণ্টাল গাইড" হস্তে লইয়া বসিয়াছিলেন। জিয়েনের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া তন্মধ্যে কতকগুলি নোট রাখিয়া বলিলেন, "কোন জিনিষ ত ভুলে গেলে না?"

"না।"

"আমার ম্যাকিণ্টস আর বড় কোটটা?"

"সঙ্গে নিয়েছি।"

"ব্যাগটা নাও। এটা বেশ সাবধানে রেখো। এর মধ্যে কিন্তু তিন লক্ষ টাকা থাকলো।"

তিন লক্ষ মুদ্রা! কত ভার! ব্যাগটা জিয়েনের নিকট অকস্মাৎ অত্যন্ত ভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে বুঝি আর উহা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ব্যাগটা বুঝি এবার নিশ্চয়ই হস্তচ্যুত হইল!

উভয়ে তখন সোপানাবতরণ করিয়া নীচে নামিলেন। গৃহের দ্বারে দুইটি তালা পড়িল। ফিলিয়াস্ ফগ একখানি গাড়ী ডাকিয়া ভৃত্যের সহিত আরোহণ করিলেন। গাড়ী চ্যারিংক্রশ্ ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল।

৮টা ২০ মিনিটের সময় ফিলিয়াস্ ফগ যখন ষ্টেশনমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন জীর্ণচীরপরিহিতা এক অনাথিনী তাহার শিশু-

পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভিক্ষার জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা পকেটেই ছিল। সেই ২০টা গিনি ভিখারিণীকে দান করিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে বড় খুসী হলেম। আজকের মত এই নাও।"

জিয়েন মুগ্ধের ন্যায় এই নীরব দান অবলোকন করিল। তাহার নয়ন-প্রান্তে বারি-বিন্দু দেখা দিল। ফিলিয়াস্‌কে সে তন্মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়মধ্যে উচ্চ আসনে স্থাপিত করিল।

ফিলিয়াস্ যখন ভৃত্যকে প্যারিসের দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিতে আদেশ দিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ফগ কহিলেন, "এই দেখুন, আমি ত এখনই যাত্রা করছি। আমার ছাড়-পত্রে কন্‌সালের স্বাক্ষর দেখলেই আপনাদের আর সন্দেহের কারণ থাকবে না।"

গথিয়ার রাল্‌ফ বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, "সে কি কথা! সে কি কথা! আমরা ত সকলেই জানি যে আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট—ছাড়-পত্রের আবশ্যক কি?"

প্রত্যুত্তরে ফগ কহিলেন, "বেশ, আরো ভাল।" মিঃ ষ্টুয়ার্ট বন্ধুকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন "কবে যে ফিরে আস্‌তে হ'বে, সেটা যেন ভুল না হয়।"

"৮০ দিনের মধ্যেই -১৮৭২ সালের ২১শে ডিসেম্বর—রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট। তবে এখন বিদায় হই।" ফিলিয়াস্ ফগ ভৃত্যের সহিত ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ঠিক ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় বংশীধ্বনি করিয়া ডোভার মেইল ছাড়িল।

রজনী ভীষণ অন্ধকার। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। ফগ নীরবে এক প্রান্তে বসিয়া আরামে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জিয়েন দৃঢ়মুষ্টিতে

সেই ব্যাগটি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে একবার অকস্মাৎ করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মিঃ ফগ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ?"

"হায় হায় ! তাড়াতাড়িতে ভুলে—"

"কি ?"

"আমার কক্ষের গ্যাসের বাতিটা নিবিয়ে দিতে ভুলে এসেছি।"

কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ফগ কহিলেন, "তা' বেশ। আমরা যতদিন না ফিরি, বাতিটা ততদিন জ্বলতেই থাকবে। খরচ কিন্তু তোমার !"



# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ফিক্স গোয়েন্দা



লিয়াস্ ফগ যে দিন লণ্ডন পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন, বিলাতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। এই অদ্ভুত বাজীর কথা যখন সংস্কার-সমিতির মন্দির হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন সমগ্র ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

যে শুনিল, সে-ই নানা ভাবে নানা যুক্তি-তর্ক দিয়া এই দুঃসাহসিক পর্য্যটন-ব্যাপারের পরিণাম আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল, ফিলিয়াস্ ফগ নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই মনে মনে বুঝিল, এ অসম্ভব ব্যাপার কখনও সম্ভব হইবে না—ফিলিয়াসের পরাজয় সুনিশ্চিত। কেহ কেহ বলিল, "এটা একটা পাগলামী ভিন্ন আর কিছুই নহে।" "টাইমস্," "ষ্টাণ্ডার্ড," "মর্ণিং ক্রনিকেল" প্রভৃতি সুবিখ্যাত ২০ খানি পত্র-পত্রিকা সমস্বরে কহিল, 'কখনো হবে না—কখনো হবে না - ফিলিয়াসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" একমাত্র "ডেইলি টেলিগ্রাম" পত্র কতকাংশে ফিলিয়াসের পক্ষাবলম্বন করিল। সাধারণে কহিল 'ফিলিয়াস্ ফগ একটা উন্মাদ মাত্র।" এমন একটা অসম্ভব ব্যাপারে

বাজী ধরিয়া লিপ্ত হইবার জন্য কেহ কেহ বা সংস্কার-সমিতির সদস্য-দিগকে পর্য্যন্ত নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কথা যিনি প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কও বিকৃত হইয়াছে।"

সচিত্র লণ্ডন নিউজ পত্রে যখন ফিলিয়াস্ ফগের চিত্র প্রকাশিত হইল, তখন কোন কোন দুঃসাহসিক লোক—বিশেষতঃ কতকগুলি রমণী ফগের কার্য্যের সমর্থন করিল। কেহ কেহ এমনও বলিল, পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘট্‌ছে—তা এটা আর হবে না ?"

৭ই অক্টোবর তারিখে রয়াল ভৌগোলিক সমিতির পত্রে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। লেখক এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সমালোচনা করিয়া দেখাইলেন, ইহার সাফল্য একান্ত অসম্ভব। তিনি কহিলেন, ইহার পদে পদে বাধা—সে বাধা দুরতিক্রম্য। জাহাজ ও ট্রেণ যদি সর্ব্বদা ঠিক সময়মত যাতায়াত করে তবেই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। ইউরোপে হয় ত এরূপ ঘটিতে পারে, কিন্তু আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইহা অসম্ভব। ট্রেণ ও ষ্টিমারের কল খারাপ হইয়া যাইতে পারে, রেল-লাইন হইতে গাড়ী নামিয়া পড়িতে পারে। রেল-সংঘর্ষ ঘটাও অসম্ভব নহে। ঝড়-তুফান, ভাসমান তুষারস্তূপ প্রভৃতি সমস্তই ফিলিয়াস্ ফগের বিষম অন্তরায়। খুব দ্রুতগামী ভাল জাহাজেরও অনেক সময় পথিমধ্যে ২।৩ দিন বিলম্ব হইয়া যায়। শীতকাল—ঝড়ের সময়। একদিন বিলম্ব হইলেই ত ফিলিয়াস্ ফগের সব মিটিল ! কোন কারণে একখানা ষ্টিমার ধরিতে না পারিলেই অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল—পরবর্ত্তী ষ্টিমার যে কবে ছাড়িবে, কে জানে ?

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবামাত্রই উহা ইংলণ্ডের সকল পত্র-পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়া দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই এই ব্যাপার লইয়া বহু উচ্চ পণে যে বাজী ধরা আরম্ভ হইয়াছিল, সে পণের

মূল্য পর্য্যন্ত অবিলম্বে কমিতে লাগিল। সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই ফগের দল একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এমন সময় লণ্ডন পুলিসের বড় কর্ত্তা তার-যোগে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইলেন—

"ব্যাঙ্কের নোট-চোর ফিলিয়াস্ ফগের সন্ধান পাইয়াছি। তাহাকে বোম্বাই নগরে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা চাই। ফিক্স গোয়েন্দা। সুয়েজ বন্দর।"

এই সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যিনি এতদিন সাধু ও সজ্জন বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি ভণ্ড দস্যু বলিয়া ঘৃণার্হ হইলেন! সংস্কার-সমিতির সদস্যদিগের আলোক-চিত্রের মধ্যে ফিলিয়াসের যে চিত্র ছিল, লোকে উৎসুক হইয়া সেই চিত্রের সহিত দস্যুর মূর্ত্তি মিলাইয়া লইতে লাগিল। এ কি! এ যে ঠিক সেই চক্ষু! সেই নাসিকা! সেই ভ্রূযুগ! সেই উন্নত কপোল! সব সেই, সব সেই! ফিলিয়াস্ ফগ তবে নিশ্চয়ই দস্যু! সর্ব্বনাশ! লোকটা কি ধূর্ত্ত! কেহ কেহ বলিল, "ফিলিয়াস্ ফগ যে সৎলোক নহে, তাহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। দস্যু না হইলে কি কেহ অমন একাকী থাকে – ত্রিসংসারে কাহারও সহিত মেলা-মেশা করে না!" কেহ কেহ বা বলিল,—"দেখেছ কাণ্ড! যেই ব্যাঙ্কের টাকাটা হাতে পড়েছে, অমনি দেশভ্রমণের নাম ক'রে একটা মিথ্যা হুজুগ তুলে দিয়ে সরেছে—পুলিশে যেন আর তার কোন খোঁজ-খবর না পায়! উঃ! ফিলিয়াস্ ফগ কি ভয়ানক লোক!"

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## অসম্ভব সংঘটন



দৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ফিলিয়াস্ ফগের অদৃষ্টও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, ফিক্স গোয়েন্দার অদৃষ্টও তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হয় নাই। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ?

পি এণ্ড ও কোম্পানীর যতগুলি জাহাজ ছিল, তাহার মধ্যে মঙ্গোলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী। আজ ২৯শে অক্টোবর—বুধবার। সুয়েজ বন্দরে মঙ্গোলিয়া জাহাজের আসিবার দিন। জাহাজের প্রতীক্ষায় জাহাজ-ঘাটে লোকারণ্য হইয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা—"ওই আসিল, ওই আসিল।"

জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া দুইটি ভদ্রলোক সেই জনতা ঠেলিয়া জেটীর ধারে পাদচারণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সুয়েজের ইংরাজ কন্সাল। তাঁহার সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় ও শীর্ণ। তাঁহার নয়নদ্বয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যঞ্জক, উজ্জ্বল ও চঞ্চল। কিসের যেন একটা চিন্তা তাঁহাকে এতই অধীর করিয়াছিল যে, তিনি ক্ষণমাত্রও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। ইনিই

গোয়েন্দা পুলিশ ফিক্স—ব্যাঙ্কের নোট-চোর ধরিবার জন্য সুয়েজ বন্দরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আগতপ্রায় জাহাজের অপেক্ষায় জেটীতে যে সমস্ত লোক অপেক্ষা করিতেছিল, মিঃ ফিক্স বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছিলেন। ইনিই কি সেই চোর! না ইনি নহেন। উনি বুঝি—না উনিও ত নহেন! ফিক্স বিশেষ ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্যাঙ্ককর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভ তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনিও অন্যের ন্যায় ব্যাকুল আগ্রহে মঙ্গোলিয়া জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গীকে কহিলেন,—"আপনি তবে বল্‌তে চান, মঙ্গোলিয়ার কখনো দেরি হয় না?"

"না, কখনো দেরি হয় না। মঙ্গোলিয়া কাল সৈয়দ বন্দর ছেড়েছে। অত বড় একখানা জাহাজের কাছে সুয়েজের এই খালটা আর কতটুকু পথ? ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে জাহাজ পৌছিলে সরকার বাহাদুর প্রত্যেকবার ৩৭৫৲ টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি ত জানি, মঙ্গোলিয়াই সর্ব্বদা সে পুরস্কার পায়।"

"মঙ্গোলিয়া কি বরাবর ব্রিন্দিসি থেকে আসে?"

"হাঁ! ভারতবর্ষের ডাক ব্রিন্দিসিতেই জাহাজে উঠে। শনিবার বিকাল পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছে—এই এলো ব'লে। আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, মনে করুন, ব্যাঙ্ক-দস্যু যদি জাহাজে থাকেই, আপনি দস্যুর চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছেন, তা থেকেই কি তাকে চিনে নিতে পারবেন? আমার ত সন্দেহ হয়।"

"চেহারা কি! আমার মন তাকে চিনিয়ে দিবে। চোখে না দেখে যেমন কখন কখনও গায়ের গন্ধে মানুষ চেনা যায়, এও ঠিক তেমনি।

এ বয়সে আমি হাজার হাজার চোর দেখলেম। যদি সে এই জাহাজে থাকে, তা হ'লে আমাকে আর ফাঁকি দিতে হবে না!"

"উঃ! এ একটা মস্ত চুরি! ভগবান্ করুন, আপনি যেন দস্যুকে ধরতে পারেন।"

"মস্ত বলে' মস্ত! এমন চুরি ক'টা হয়? ভাবুন দেখি, নগদ সাড়ে আট লক্ষ টাকা! এ কি কম কথা! যদি ধরতে পারি তা হ'লে পুরস্কারও পাব অনেক। এমন সুযোগ জীবনে ক'বার ঘটে? আজকাল যে কেমন হয়েছে, এমন জাঁহাবাজ চোর আর বড় দেখতে পাওয়া যায় না। এখন কেবল ছেঁচ্‌ড়া চোরের দিন হয়েছে—দু'টাকা, চারটাকা পেলেই তারা খুসি।"

"আপনার কথাগুলো বড় উত্তেজনাপূর্ণ। আপনি যদি ধরতে পারেন, তা হ'লে ত ভালই হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে—কাজটা বড় সহজ হবে না। আপনি যাঁর চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন, হয় ত হ'তে পারে, তিনি আদৌ চোর নন। সে চেহারা হয় ত একজন নির্দ্দোষী সাধু ভদ্রলোকের।"

"কি জানেন, বড় বড় চোরেরা বাহিরে ঠিক সাধু-সজ্জনের মতই থাকে। দস্যুর মত চেহারা যার, সে কি আর সাহস ক'রে চুরি করতে পারে? চেহারা দেখেই যে লোকে আগে তাকেই সন্দেহ করবে। ভণ্ড সাধুতার জীর্ণ আবরণ উন্মোচন করাই ত আমাদের কাজ। কাজটা খুব কঠিন বটে, কিন্তু ওতেই ত বাহাদুরী!"

এ দিকে জেটীর উপর লোকসমাগম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নানা দেশের নাবিক, মহাজন, ভারবাহী মুটে-মজুর প্রভৃতি সমবেত হইতে লাগিল।

দিনটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। লবণাম্বুস্পর্শশীতল মন্দ মন্দ

পবন ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিক্ হইতে বহিতেছিল। দূরে নগরমধ্যবর্ত্তী গম্বুজগুলির চূড়া তপনকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। ধীবরদিগের সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র তরণী লোহিত-সাগরমধ্যে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রাচীন প্রথায় গঠিত দুই একখানি অর্ণবপোতও যে সেই বিন্দুগুলির সন্নিকটে না ছিল, তাহা নহে।

জেটীর ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল।

ফিক্স নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না—এ জাহাজ আর আজ আস্‌বে না দেখছি।"

কন্‌সাল কহিলেন, "আর বেশী বিলম্ব নাই।"

"সুয়েজে কতক্ষণ নোঙ্গর করবে?"

"ঘণ্টা চারেক। এই খানেই জাহাজে কয়লা তোলে। সুয়েজ থেকে এডেন বন্দর ১৩১০ মাইল—বুঝতেই পারছেন, কত কয়লা প্রয়োজন।"

"সুয়েজ থেকেই বুঝি বরাবর বোম্বাই যায়?"

"হাঁ, একদমে বোম্বাই—পথে আর কোথাও দাঁড়ায় না।"

ফিক্স কহিলেন, "তাই ত! দস্যু যদি এই পথেই মঙ্গোলিয়া জাহাজে এসে থাকে, তা হ'লে ইংরাজ পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে সে সুয়েজেই নামবে। তারপর এখান থেকে দিনেমার কি ফরাসীদের কোন একটা নিকটবর্ত্তী উপনিবেশে যাবার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষ ইংরাজের রাজত্ব। সেখানে গেলে যে কোন সুবিধা হবে না, তা' সে বিলক্ষণই জানে।"

"লোকটা যে তেমন চালাক চতুর, আমার তা' বোধ হয় না। চালাক হ'লে সে এতদূর আসবে কেন? লণ্ডনেই ত লুকিয়ে থাকা সহজ।"

কন্‌সাল এই কথা বলিয়া নিজ কর্ম্মস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কথায় গোয়েন্দার চিন্তা আরও বাড়িয়া উঠিল।

অবিলম্বে অদূরে ঘন ঘন তীব্র বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। যে যেখানে ছিল, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে জেটীর দিকে ছুটিল। তীরের নৌকাগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে নোঙ্গর তুলিয়া বাঁধন খুলিয়া মঙ্গোলিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইল। ঠিক এগারটার সময় মঙ্গোলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নোঙ্গর নিক্ষেপ করিয়া হু হু শব্দে বাষ্প উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

জাহাজে অনেক যাত্রী ছিল। কেহ কেহ জাহাজে থাকিয়াই চতুর্দ্দিকের মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শন করিতে লাগিল, কেহ বা তরী আরোহণে তীরে আসিল। ফিক্স গোয়েন্দা অতি যত্নে প্রত্যেক আরোহীকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি যখন এইরূপে ব্যাঙ্ক-দস্যুর সন্ধানে ব্যস্ত, তখন একজন যাত্রী জনতা ঠেলিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "ম'শায়, বল্‌তে পারেন কন্‌সাল আফিস্‌টা কোথায়?" কথা কহিতে কহিতে আগন্তুক পকেট হইতে একখানি ছাড়-পত্র বাহির করিয়া বলিল, "আমি তাঁর সহি নিতে চাই।"

ফিক্স গোয়েন্দা ছাড়-পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। কি অসম্ভব সংঘটন! ইহা যে সেই দস্যুরই ছাড়-পত্র? ইহাতে পত্রাধিকারীর আকৃতির যে বর্ণনা রহিয়াছে, দস্যুর আকৃতিও যে সেইরূপ! ফিক্স আগন্তুকের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এটা ত তোমার ছাড়-পত্র নয়?"

"না। এটা আমার মনিবের।"

"তিনি কোথায়?"

"জাহাজে আছেন।"

"তাঁকেই কন্‌সাল আফিসে যেতে হবে, তুমি গেলে চল্‌বে না।"

"তিনি না গেলে কি চলবেই না?"

"না।"

"আফিস্‌টা কোথায়?"

অদূরে একটী গৃহ দেখাইয়া গোয়েন্দা কহিলেন, "ওই যে সম্মুখের মোড়টা—ওইখানে।"

"তা হ'লে আমি যাই, মনিব ম'শায়কেই আনিগে।"

আগন্তুক পুনরায় জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।



# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## সুয়েজ বন্দরে



ক্স গোয়েন্দা কাল বিলম্ব না করিয়া কন্‌সালের নিকট যাইয়া কহিলেন—

"আমি আপনাকে বিরক্ত ক'রছি ব'লে ক্ষমা ক'রবেন। নোট-চোর যে মঙ্গোলিয়া জাহাজে আছে, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি।"

তখন উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ, ছাড়-পত্র দর্শন প্রভৃতি সকল কথাই তিনি কন্‌সালের নিকট বর্ণনা করিলেন। কন্‌সাল কহিলেন—"উত্তম। তা হ'লে সে এখানেই আস্‌ছে। একটা পাপিষ্ঠের মুখদর্শন ক'রতে হ'বে ব'লে আমি দুঃখিত নই; কিন্তু সত্যই যদি সে চোর হয়—আর আপনি যেমন ব'লছেন, তাতে ত তাকে চোর ব'লেই বোধ হচ্ছে—তা হ'লে সে কখনো এখানে আসবে না। কোন্ দস্যু ইচ্ছা করে যে, তার পলায়ন-পথের রেখা বর্ত্তমান থাকে। ছাড়পত্রে দস্তখৎ নিয়েই বা কি হবে—আজকাল ত আর দরকার হয় না।"

"যদি তার কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে সে নিশ্চয়ই এখানে আস্‌বে।"

"কেন? তার ছাড়-পত্রখানা পাঁচজনকে দেখাতে না কি?"

"তা বৈ কি? দস্যুর পলায়নপথ নিষ্কণ্টক করা আর ভালমানুষকে অনর্থক জঞ্জালে ফেলা—এ ছাড়া ছাড়পত্রের আর কি কোনো উপকারিতা আছে, ব'লতে পারেন? এর ছাড় পত্রখানা যে ঠিকই আছে, তাতে আমার সন্দেহ নাই। ভরসা করি, আপনি ওতে স্বাক্ষর ক'রবেন না।"

"কেন? যদি পত্রে কোন গোলযোগ না থাকে, তা হ'লে আমাকে ত বাধ্য হয়েই স্বাক্ষর ক'রতে হবে।"

"তা হোক্। আমি যতক্ষণ লণ্ডন থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না পাচ্ছি, ততক্ষণ ত দস্যুকে এখানে আট্‌কে রাখতে হবে"

"মিঃ ফিক্স. সেটা হ'ল আপনার কাজ। আপনি তার ব্যবস্থা ক'রবেন কিন্তু আমার—"

কন্‌সালের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। উভয়ে শুনিলেন দ্বারে করাঘাত হইল। করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ভৃত্য আসিয়া দুই জন অপরিচিত লোককে তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। ইহাদের মধ্যে একজন একখানা ছাড়-পত্র লইয়া স্বাক্ষর করিবার জন্য কন্‌সাল সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। কন্‌সাল ছাড়-পত্রখানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এ দিকে গোয়েন্দা ফিক্স এক কোণে নীরবে বসিয়া আগন্তুকের কেশাগ্র হইতে জুতার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ছাড়-পত্র পাঠ করিয়া কন্‌সাল কহিলেন—"আপনার নাম ফিলিয়াস্ ফগ?"

"হাঁ।"

"এই লোকটি কি আপনার ভৃত্য?"

"হাঁ। ওর বাড়ী ফরাসী দেশে। নাম জিয়েন পাসে পার্ত্ত ত।"

"আপনি লণ্ডন থেকে আস্‌ছেন?"

"হাঁ, লণ্ডন থেকে।"

"কোথায় যাবেন?"

"বোম্বাই।"

"আপনি বোধ হয় জানেন, এ সব কথা না জিজ্ঞাসা করলেও চল্‌তো। ছাড়-পত্রখানা দেখলেই যথেষ্ট হতো।"

"তা আমি জানি। আমি যে সুয়েজে এসেছি, আপনার স্বাক্ষর নিয়ে তার প্রমাণ রাখতে চাই।"

"আচ্ছা, বেশ।"

কন্‌সাল দ্বিরুক্তি না করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিলেন। মিঃ ফগ তাহার পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। জিয়েন প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

ফিক্স গোয়েন্দা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন আপনার কি মনে হয়?

"চেহারা দেখে ত মনে হয় লোকটা নিতান্ত ভালমানুষ।"

"তা হ'তে পারে। সে কথা হচ্ছে না। আপনার কি বোধ হয় না এই গম্ভীরপ্রকৃতির ভদ্রলোকটীর মূর্ত্তি সেই দস্যুর মূর্ত্তির সঙ্গে ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে?"

"হাঁ মিল্‌ছে বৈ কি। কিন্তু সব সময় চেহারার বর্ণনা"—গোয়েন্দা বাধা দিয়া কহিলেন, "সে আমি দেখে নিচ্ছি। আমার বোধ হয় প্রভু অপেক্ষা ভৃত্যের কাছে ঘেঁসা অনেকটা সহজ হবে। লোকটাও যখন ফরাসী, তখন কিছুতেই মুখ বুঁজে থাক্‌তে পারবে না। তবে আমি বিদায় হই। এখনই আবার আস্‌ছি।"

ফিক্স গোয়েন্দা অবিলম্বে জিয়েনের সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

কন্‌সালের অফিস হইতে বহির্গত হইয়া মিঃ ফগ জেটীতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন এবং ভৃত্যকে কতকগুলি কার্য্যের ভার দিয়া তরণীযোগে জাহাজে গমন করিলেন।

ফিলিয়াস্ ফগের রোজনামচার খাতায় ২রা অক্টোবর হইতে ২১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। কোন্ মাসে কোন্ তারিখে কোন্ বারে কোন্ সময়ে তাঁহাকে প্যারিস, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে পৌছিতে হইবে সেই খাতায় তাহা লিখিত ছিল। কোন্ স্থানে পৌছিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা কত অধিক বা কত অল্প সময় লাগিল, তিনি তাহাও লিখিয়া রাখিতেছিলেন।

ফিলিয়াস্ ফগ জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার খাতা বাহির করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ;—

২রা অক্টোবর, বুধবার সন্ধ্যা ৮টা ৪৫ মিনিটের সময়—লণ্ডন ত্যাগ।

বৃহস্পতিবার প্রভাত ৮টা ৪০ মিনিটের সময়—প্যারিস।

শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর, প্রভাত ৬টা ৩৫ মিনিটের সময়—মণ্ট সিনেইএর পথে তুরীন নগরে আগমন।

শুক্রবার প্রভাত ৭টা ২০ মিনিটের সময়—তুরীন পরিত্যাগ।

শনিবার ৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৪টার সময়—ব্রিন্দিসি।

শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়—মঙ্গোলিয়া জাহাজে যাত্রা।

খাতার পৃষ্ঠায় মিঃ ফগ লিখিলেন—বুধবার ৯ অক্টোবর বেলা ১১টার সময় সুয়েজ বন্দরে আগমন। এ পর্য্যন্ত মোট ১৫৮½ ঘণ্টা অথবা ৬½ দিন লাগিয়াছে।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## সংবাদ-সংগ্রহ




ক্স গোয়েন্দা অল্পকাল মধ্যেই জেটীর উপর জিয়েনের সহিত মিলিত হইলেন। জিয়েন তখন চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি গো তোমাদের ছাড়পত্র ঠিক সহি করা হয়েছে ত।"

"আপনি যে! ধন্যবাদ। হাঁ, সবই ঠিক হয়েছে।"

"তুমি বুঝি চারিদিকের শোভা দেখে বেড়াচ্ছ?"

"হাঁ। আমরা যেমন তাড়াতাড়ি চলেছি, তাতে সবই যেন আমার কাছে স্বপ্ন বলে' মনে হচ্ছে। এটাও ত সুয়েজ—কেমন নয়?"

"হাঁ সুয়েজ।"

"তা হ'লে আমরা মিসর দেশে এসেছি দেখছি।"

"নিশ্চয়ই।"

"মিসরে—তা হ'লে ত আমাদের আফ্রিকাতেই আসা হয়েছে।"

"হাঁ, আফ্রিকাতে ত বটেই।"

"তাই ত! আফ্রিকা! সত্য সত্যই কি আমরা এখন আফ্রিকায়? একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারখানা কি! আমার ত ধারণাই ছিল না যে, আমরা কখনো প্যারিস নগরের বাহিরে যাব। সেখানেই বা কতটুকু সময়

ছিলাম! সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট থেকে ৮টা ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত—এক ঘণ্টা। আমরা যখন আসি তখন ভয়ানক বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যেই একখানা গাড়ীর জানালা দিয়ে যা' একটু দেখেছি। আমার এখন বড় আপশোষ হচ্ছে। প্যারিসের সে সব সুন্দর সুন্দর স্থান আবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"তা হ'লে দেখছি তোমাকে বড়ই তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।"

"না—আমার আবার তাড়াতাড়ি কিসের? আমার মনিবেরই যত তাড়াতাড়ি। ভাল কথা দেখুন, আমাকে কয়েকটা কামিজ আর এক জোড়া জুতা কিনতে হবে। আমরা যখন লণ্ডন থেকে আসি তখন আমাদের সঙ্গে একটা ছোট কার্পেট-ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।"

"চল না, এখনই তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে যা' চাবে তা'ই পাবে।"

জিয়েন সবিনয়ে কহিল, "আপনি একান্ত সজ্জন। আচ্ছা চলুন তবে। জাহাজখানা ছাড়ার আগেই আবার আমাকে ফিরে আস্‌তে হবে।"

উভয়ে গল্প করিতে করিতে নগরমধ্যস্থ বিপণির দিকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে গোয়েন্দা কহিলেন, "এখনো জাহাজ ছাড়ার দেরি আছে এই ত সবে ১২টা বেজেছে।"

জিয়েন তাহার প্রকাণ্ড ঘড়িটা পকেট হইতে বাহির করিয়া কহিল, "বারটা বেজেছে! আমার ঘড়িতে ত ৯টা বেজে ৫২ মিনিট।"

"তা হলে তোমার ঘড়ি ভুল।"

"ভুল—আমার ঘড়ি ভুল! আমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে ঘড়িটা, ঠিক সময় দিয়ে আস্‌ছে, আর আজ ভুল হ'য়ে গেল! আমি উত্তরাধিকারসূত্রে এই ঘড়ি পেয়েছি। এতে ঠিক সময় থাকে—বছরে

পাঁচ মিনিটও এদিক ওদিক্ হয় না। এ কি আমার সাধারণ ঘড়ি—এ যেন একটা ক্রনমিটার।"

"কেন যে সময়ের অত তফাৎ হয়েছে, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় আছে। সুয়েজের সময় আর লণ্ডনের সময় এক নয়। সুয়েজে যখন ১২টা বাজে তখন লণ্ডনের ঘড়িতে প্রায় ১০টা। যেখানেই যাও বেলা ঠিক ১২টার সময় সেই দেশের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিও। তা হ'লে সময় ঠিক থাকবে।"

"কখনো না—আমার ঘড়ি যেমন আছে তেমনি থাক্।"

"বেশ, সূর্য্যের সঙ্গে তা হ'লে ও ঘড়ির মিল থাকবে না।"

"না থাকলে আমি নিরুপায়। তাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই—সূর্য্যেরই ক্ষতি—ঠিক সময়টা দিতে পারবে না! আমার ঘড়ি কি ভুল হ'তে পারে ম'শায়।"

জিয়েন গর্ব্বিত চিত্তে তাহার ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল।

গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন."তোমরা বোধ হয় বড় তাড়াতাড়ি লণ্ডন থেকে বেরিয়েছ ?"

"হাঁ খুবই তাড়াতাড়ি। গত বুধবার রাত্রি ঠিক ৮টার সময় আমার মনিব তাঁর ক্লাব থেকে ফিরে এলেন। তারপর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হ'লো।"

"তোমার মনিব কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বরাবর সম্মুখে—দুই চক্ষু যে দিকে চলেছে। তিনি পৃথিবীটা পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন।"

"পৃথ্বী-পরিভ্রমণ!"

"হাঁ পৃথ্বী-পরিভ্রমণ—তা'ও আবার মাত্র ৮০ দিনে! তিনি বলেন যে একটা বাজী ধরেই এ কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু আপনাকে

বলতে বাধা কি, আমি ত এ কথার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না। মাথার ঠিক থাকলে কি আর কেউ এমন কাজে হাত দেয় ? আমার ত বোধ হয় এর অন্য কারণ আছে।

"তোমার মনিব ত বড় আশ্চর্য্য লোক দেখছি। ওঁর জোড়া মেলা ভার।"

"কতকটা তাই বটে"

"উনি কি একজন বড় লোক ?"

"নিশ্চয়ই। ওঁর সঙ্গে টাকা কত ! সবই ব্যাঙ্কের টাটকা নোট ! খরচ-পত্র করতে মুনিব মহাশয়কে কখনো কুণ্ঠিত দেখি না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে মঙ্গোলিয়া জাহাজ বোম্বাই পৌঁছিলে মঙ্গোলিয়ার কল-ওয়ালাকে বিশেষ পুরস্কার দিতে চেয়েছেন।

"তুমি কি অনেকদিন থেকে এঁর চাকুরি করছ ?"

"অনেক দিন ত দূরের কথা যে দিন আমরা লণ্ডন ছেড়েছি, ঠিক সেই দিন থেকেই আমার চাকুরির আরম্ভ।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া ফিক্স গোয়েন্দার চিত্ত যে কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্যাঙ্কে দস্যুতা হইবার পর পরই অত তাড়াতাড়ি লণ্ডন পরিত্যাগ, সঙ্গে অত ব্যাঙ্ক নোট, একটা বাজীর ভাণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জন্য এত ব্যগ্রতা এ সমস্তই গোয়েন্দা ফিক্সের পূর্ব্ব সন্দেহকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন দস্যুর এই ফরাসী ভৃত্যের নিকট হইতে আরও সংবাদ-সংগ্রহ করিতে হইবে।

তিনি জিয়েনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে ফিলিয়াস্ ফগ লণ্ডনে একাকী বাস করেন। লোকে বলে তাঁহার অর্থের অভাব নাই—কিন্তু কিরূপে কোন্ স্থান হইতে উহা

আংশে তাহা কেহ জানে না। মিঃ ফগের জীবন কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে যে কি লুক্কায়িত আছে তাহা কেহই জানে না—ভৃত্যটাও সে কথা বলিতে পারে না।

তাঁহার চিন্তা-স্রোতকে বাধা দিয়া জিয়েন জিজ্ঞাসা করিল—

"বোম্বাই কি এখান থেকে অনেক দূর?"

"নিতান্ত কম দূর নয়। জাহাজে ১০ দিনে যাওয়া যায়।"

"বোম্বাই কোন্ দেশে?"

"ভারতবর্ষে।"

"ভারতবর্ষে? তবে বুঝি এসিয়ায়?"

"হাঁ—এসিয়ায়। হায় কপাল! বাতিটার কথাই আমার দিনরাত মনে হচ্ছে!"

"বাতি! কিসের বাতি!"

"যখন আমি লণ্ডন থেকে আসি তখন আমার কক্ষের গ্যাসের বাতিটা নিবিয়ে দিতে ভুলে এসেছি। বাতিটা আমারই খরচে আজ পর্য্যন্তও জ্বলছে বাতির জন্য আমার প্রতিদিন দেড়টাকা করে' লোকসান হচ্ছে—আমার দৈনিক মাহিনার চেয়েও রোজ ছয় আনা করে' বেশী কাটা যাচ্ছে! যদি আমরা সকালে সকালে লণ্ডনে ফিরতে না পারি—"

ফরাসী জিয়েনের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিবার অবসর তখন মিঃ ফিক্সের আদৌ ছিল না। সম্মুখেই মঙ্গোলিয়া অর্ণবপোত। সেই পোতেই ব্যাঙ্ক-দস্যু ফিলিয়াস্ ফগ স্বচ্ছন্দচিত্তে বোম্বাই প্রস্থান করিতেছে—অথচ তাহাকে ধরিবার উপায় নাই! ব্যাঙ্ক-প্রতিশ্রুত পুরস্কাররাশি গোয়েন্দা সাহেবের মুষ্টিমধ্যে আসিয়াও যেন হাতের বাহির হইয়া যাইতেছে! হায় হায়! এ কি বিড়ম্বনা! দস্যুকে ধরিবার উপায়ও নাই, বিলম্ব করিবারও সময় নাই! মিঃ ফিক্স জিয়েনকে

একটী দোকানের নিকট রাখিয়া ত্বরিত পদে কন্‌সালের নিকট আসিয়া কহিলেন—

"ফিলিয়াস্ ফগই যে দস্যু তাতে আর আমার সন্দেহ নাই। সে প্রচার করেছে যে ৮০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে! ভূ-প্রদক্ষিণের ভাণ ক'রে সে এখন সরে' পড়ার চেষ্টায় আছে।"

"লোকটা ত দেখছি খুবই ধূর্ত্ত। পৃথিবীর সমস্ত পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে শেষে নিশ্চয়ই লণ্ডনে ফিরে যাবে।"

"যত দিন আমি আছি, তা আর যেতে হবে না! দেখা যাক কে হারে কে জিতে।"

"কিন্তু মিঃ ফিক্স, আপনার ত ভুল হয় নাই? সত্যই কি ফিলিয়াস ফগই সেই দস্যু?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফিলিয়াস্ ফগই দস্যু।"

"সে যে সুয়েজে এসেছিল, ছাড়পত্রে আমার স্বাক্ষর নিয়ে তার প্রমাণ রাখার কারণ কি বলতে পারেন?"

"হা—তা—সে কথাটার উত্তর আমি এখন ঠিক দিতে পারছি না। তবে আমি যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাও বলি শুনুন।"

জিয়েনের সহিত গোয়েন্দা সাহেবের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তিনি, সে সমস্তই কন্‌সালের নিকট বর্ণনা করিলেন। সকল অবস্থা শুনিয়া কন্‌সাল সাহেব কহিলেন—

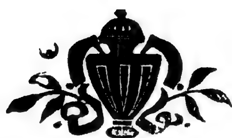
"তা বটে—বাহ্য অবস্থা যে সমস্তই লোকটীর বিরুদ্ধে, এ কথা আর অস্বীকার করা যায় না। আপনি এখন কি করবেন স্থির করেছেন?"

"একখানা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আমি এখনই লণ্ডনে তারে সংবাদ পাঠাচ্ছি। পরোয়ানা বোম্বাইতে এলেই চলবে। আমাকেও ত

এই জাহাজেই বোম্বাই যেতে হচ্ছে। বোম্বাই ইংরাজের রাজত্ব—সেখানে দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে আর মুস্কিল কি।”

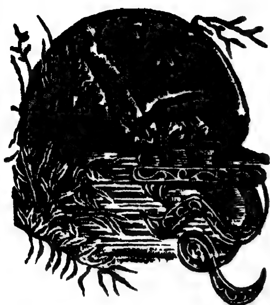
মঙ্গোলিয়া ছাড়িবার অল্প সময়ই বাকি ছিল দেখিয়া গোয়েন্দা বিদায় হইলেন এবং লণ্ডনে তারে সংবাদ দিয়া একেবারে আসিয়া জাহাজে উঠিলেন।

তিনি যে লণ্ডনে কি সংবাদ দিয়াছিলেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি।



# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## মঙ্গোলিয়া অর্ণবপোত



য়েজ হইতে এদেন বন্দর ঠিক ৩১০ মাইল। সাধারণ জাহাজ ১৩৮ ঘণ্টাতেই এই পথ অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু মঙ্গোলিয়া যেরূপ বেগে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল যে নির্দ্দিষ্ট দিনের অনেক পূর্ব্বেই জাহাজ গন্তব্য স্থানে পৌছিবে।

ব্রিন্দিসি হইতে যে সকল আরোহী জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। কেহ বা কলিকাতায় যাইবেন, কেহ বা বোম্বাই থাকিবেন। ভারতবর্ষের পেনিনসুলার রেল পথ খোলা হইয়াছিল ব'লয়া তখন আর লঙ্কা ঘুরিয়া কলিকাতায় যাইতে হইত না। যাত্রীদিগের মধ্যে সামরিক ও অন্যান্য বিভাগের উচ্চপদস্থ অনেক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জাহাজে বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি ছিল না। প্রভাতে প্রাতরাশ, অপরাহ্ণ দুইটায় জলযোগ, সাড়ে পাঁচটায় সান্ধ্য-ভোজ, ৮টায় নৈশ আহার। নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ভোজ্য ও পেয় মঙ্গোলিয়ার ভোজনাগারে খানার টেবিলে শোভা পাইত। রমণীগণ দিবসে দুইবার করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেন। নৃত্য ও গীতে মঙ্গোলিয়া জাহাজ মুখরিত হইয়া উঠিত।

লোহিত সাগর বড় চঞ্চল ও প্রায়ই তরঙ্গসমাকুল। যখনই প্রবহমান বেগশালী বায়ু আসিয়া জাহাজকে স্পর্শ করিত তখনই মঙ্গোলিয়া কাঁপিত,

দুলিত, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিত। কাহার সাধ্য দাঁড়াইয়া থাকে! পিয়ানোর কোমল মধুর স্বর-লহরী তখন নীরব হইত, রমণীর লীলা-চঞ্চল চরণ সংঘাতে তখন আর নৃত্যশালা কম্পিত হইত না। কিন্তু মঙ্গোলিয়া পোত সেই তুফান ঠেলিয়া তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল।

সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গময় অনন্ত সমুদ্র, নৃত্যশীল তরঙ্গের শিরে নৃত্যশীল অর্ণবপোত। চারিদিকে জলোচ্ছ্বাস—অবিরাম বিকট জলভঙ্গরব, মধ্যে মধ্যে বেগশালী পবনের ভীষণ হাহাধ্বনি—ফিলিয়াস্ ফগ কি এই সকল দেখিয়া হতাশ হইতেছিলেন? তাঁহার চরিত্র সেরূপ ছিল না। যদি বা কখনো মুহূর্ত্তের জন্য এ সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আসিত, কিন্তু বাহিরে উহা প্রকাশিত হইত না। কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

তিনি কদাচিৎ জাহাজের ডেকের উপর আসিতেন, কদাচিৎ উচ্ছৃঙ্খল অথচ সুন্দর লোহিত সাগরের দিকে চাহিয়া দেখিতেন; মানব ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠা এই সাগরের কাহিনার সহিত বিজড়িত থাকিয়া গৌরবময় হইয়াছিল কদাচিৎ সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত। কোন্ অতীত যুগের কোন্ বিরাট ঘটনা, যাহা পৃথিবার ইতিহাসের কায়া পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, যাহা লোহিত সাগরকে চিরস্মরণীয় ও চিররমণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কদাচিৎ তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইত।

দূরে নীলাকাশের গাত্রে যে সকল নগর আলেখ্যবৎ প্রতিভাত হইত, কদাচিৎ তিনি সে দিকে চাহিয়া দেখিতেন। ষ্ট্রাবো, এরিয়ান্, আর্টিমিডরাস্, প্রভৃতি প্রাচীন পর্য্যটকগণ যে ভীষণ আরব্য সাগরের ভীষণ বর্ণনা করিয়া যাত্রীদিগের ভীতি ও চিন্তার কারণ ঘটাইয়া গিয়াছেন, যে আরব্য সাগর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে এককালে শঙ্কিত নাবিকগণ সমুদ্র-দেবতার

পূজা না করিয়া কখনো জাহাজ ছাড়িত না—ফিলিয়াস্ ফগ সে বিষয়েও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন কি মঙ্গোলিয়া পোত পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে যাইতেছে কি তুফানে শ্লথগতি হইয়াছে সে চিন্তাও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

ফিলিয়াস্ ফগ কি তবে তাঁহার কক্ষমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া কার্য্যহীন সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন? তাহা নহে। জাহাজেই তাঁহার তিন জন সঙ্গী জুটিয়াছিল। তাঁহারাও ফিলিয়াসেরই ন্যায় তাসক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। মঙ্গোলিয়া কাম্পতই হউক আর তরঙ্গের শিরে নৃত্যই করুক, ফিলিয়াসের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। তিনি নিরূপিত সময়ে ভোজন করিতেন এবং সঙ্গিত্রয়ের সঙ্গে হুইষ্ট খেলিতেন। তাঁহার সময় কাটিতে সময় লাগিত না।

জিয়েনও বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তেই সময় অতিবাহিত করিতেছিল। চতুর্দ্দিকের নানা দৃশ্যাবলী, উচ্ছ্বসিত সাগরের উদ্দাম লীলা-ভঙ্গ এবং জাহাজের সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয়ঃ প্রভৃতি তাহাকে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত রাখিত। তাহার মনে মনে বিশ্বাস হইয়াছিল বোম্বাই গেলেই তাহাদিগের ভ্রমণ-ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইবে, নতুবা এ অস্বাভাবিক পর্য্যটন আর কতদিন চলিতে পারে!

জাহাজের ডেকে পাদচারণ করিতে করিতে জিয়েন দেখিল তাহার সুয়েজের সেই সজ্জন বান্ধবটীও একজন সহযাত্রী। তাঁহাকে দেখিয়াই সে কহিল—

"আমি ত আপনাকে সুয়েজে দেখেছি না? সেখানে আপনি অনুগ্রহ করে আমার জন্য কত শ্রম করেছিলেন।"

"ও তাই ত! তুমিই ত সেই! সেই মাথা-পাগলা ইংরেজ ভদ্রলোকের ফরাসী ভৃত্য—কেমন না?"

"হাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন মিষ্টার—"

গোয়েন্দা কহিলেন, "আমার নাম ফিক্স।"

"মিঃ ফিক্স, জাহাজে আপনাকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হলেম। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"তোমাদেরই মত বোম্বাই নগরে।"

"বেশ বেশ—ভালই হ'ল। আপনি কি আর কখনো বোম্বাই গিয়েছিলেন ?"

"আমি প্রায়ই যাই। পি এণ্ড ও কোম্পানীর আমি একজন এজেণ্ট।"

"ও তা' হলে দেখছি আপনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ বেশ চিনেন !"

আত্মগোপন করিয়া গোয়েন্দা কহিলেন, "হাঁ কতকটা জানি বৈ কি ?"

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য্য দেশ। কেমন নহে কি ?"

"খুব আশ্চর্য্য দেশ। সেখানে কত মস্‌জেদ, কত মিনার, কত মন্দির আছে। কত বাঘ, কত সাপ, কত ফকির, আর কত নর্ত্তকী সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।"

"বটে ! বটে !"

"তোমরা বোধ হয় ঘুরে ফিরে দেশটা একবার দেখেই যাবে ?"

"আমার ত তাই ইচ্ছা। ৮০ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করার দোহাই দিয়ে সমস্ত জীবনটা কি এই রকম করে জাহাজ থেকে রেল-গাড়ীতে আর রেলগাড়ী থেকে জাহাজে লাফিয়ে লাফিয়ে কাটানো যায় ! এ সব কুস্তি আর বেশী দিন চল্‌বে ব'লে বোধ হয় না। ভরসা হয় বোম্বাই গেলেই সব থেমে যাবে।"

"মিঃ ফগ ভাল আছেন ত ?"

"ধন্যবাদ। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। আমিও ভালই আছি।

আমি ঠিক রাক্ষসের মত খাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়ায় বোধ হয় ক্ষুধা বাড়ায়।"

"কৈ তোমার মনিব ত কখনো 'ডেকে' আসেন না!"

"না। তাঁর কোন বিষয়েই কৌতূহল নাই।"

"মিষ্টার জিয়েন, আমার বোধ হয় এই ৮০ দিনে পৃথিবী-পরিভ্রমণের ব্যাপারটা একটা ভাণ মাত্র। এর অন্তরালে বিশেষ কোনো একটা গুরুতর বিষয় লুকানো আছে। হয় ত কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারও হ'তে পারে। কি বল?"

"শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, আমি এ সব কথার কিছুই জানি না। জানার জন্য আমার কোন আগ্রহও নাই।"

সে দিনের মত কথাবার্ত্তা এইখানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু পরে সুযোগ পাইলেই ফিক্স গোয়েন্দা এই ফরাসী ভৃত্যের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। সে জন্য তিনি মধ্যে মধ্যেই জিয়েনকে দুই এক গ্লাস মদ্যপান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন। জিয়েন ভাবিত, বাঃ, লোকটী কি অমায়িক—এমন ভদ্রলোক দেখা যায় না।

জাহাজ যেমন চলিতেছিল চলিতেই লাগিল। ওই অদূরে ভগ্ন জীর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত মোসা নগর। প্রাচীরের উপর দিয়া কতকগুলি খর্জ্জুর বৃক্ষ শির উত্তোলন করিয়া সমুদ্র দর্শনে আত্মহারা। দূরে অতি বিস্তীর্ণ কফির ক্ষেত্র। মোসার দিকে চাহিলে মনে হয় যেন ইহার আকৃতি একটা প্রকাণ্ড চা'র পেয়ালা ও রেকাবের মত।

দ্রুতগামী মঙ্গোলিয়া মোসা ছাড়িল, বেবেলমণ্ডেব ছাড়িল, এদেন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত ষ্টীমার পইণ্ট ছাড়িল। তখনো বোম্বাই ১৬৫০ মাইল। ১৫ই তারিখে এদেন বন্দরে না আসিয়া মঙ্গোলিয়া ১৪ই

সন্ধ্যাকালেই তথায় পৌছিয়াছিল। ফিলিয়াস্ ফগ মোটের উপর ১৫ ঘণ্টা সময় হাতে পাইলেন।

ষ্টিমার পইণ্টে অবতরণ করিয়া ফিলিয়াস্ ফগ ছাড়পত্র স্বাক্ষর করাইয়া আনিলেন। গোয়েন্দা ফিক্স অলক্ষিতভাবে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে ছাড়িল না।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় জাহাজের নোঙ্গর উঠিল। মঙ্গোলিয়া বিপুল ভারত মহাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিল। তখনো বোম্বাই বন্দর ১৬৮ ঘণ্টার পথ ছিল।

আকাশ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। ধীরে বায়ু বহিতেছিল। মঙ্গোলিয়ার কাপ্তান সুযোগ বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিলেন। কলে ও পালে জাহাজের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। জাহাজের কম্পন থামিল। রমণীগণ পুনরায় বেশভূষা করিয়া নৃত্যগীতে মন দিলেন। মরালের মত জল কাটিয়া মঙ্গোলিয়া অগ্রসর হইল।



# নবম পরিচ্ছেদ

## জিয়েনের দুর্দ্দশা



ঙ্গোলিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখের দুই দিন পূর্ব্বেই বোম্বাই আসিয়া উপনীত হইল। সন্ধ্যা ৮টার সময় কলিকাতার ট্রেণ ছাড়িবে। মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলা শেষ করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। ভৃত্য সঙ্গেই ছিল। তাহাকে কতকগুলি আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার আদেশ দিয়া এবং সময়মত রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে বলিয়া তিনি কন্‌সাল-আফিসে গমন করিলেন।

নগরের শোভা সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। বোম্বাইয়ের সুবৃহৎ পুস্তকাগার, সুরক্ষিত দুর্গ, সুবিস্তৃত জাহাজ-ঘাটা, সুবিশাল মস্‌জেদ, ভারতবর্ষের বাজার এ সমস্ত তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে পারিল না। এমন কি এলিফেণ্টার গুহা পর্য্যন্ত ফিলিয়াস্ ফগকে আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইল।

কন্‌সাল-আফিস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ষ্টেশনে আসিয়া আহার করিলেন।

কিন্তু দারোগা অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পুলিশ-আফিসে গেলেন এবং তথায় আত্মপরিচয় দিয়া দস্যুর পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লণ্ডন থেকে কোন পরোয়ানা এসেছে কি ?" উত্তরে শুনিলেন, "না, আসে নাই।" পরোয়ানাখানা



লণ্ডন হইতে বোম্বাইয়ে পৌঁছিবার উপযুক্ত সময় তখনো হইয়াছিল না। গোয়েন্দা হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি পুলিশ-কমিশনারের নিকট একখানি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রার্থনা করিলেন। পুলিশ-কমিশনার কহিলেন, "এ পরোয়ানা বিলাত হইতে দিবে। আমার দিবার কোন অধিকার নাই।"

মিঃ ফিক্স নিরুপায় হইয়া বিলাতের পরোয়ানার অপেক্ষায় রহিলেন এবং দস্যু যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, সে জন্য তাঁহার উপর খর দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মিঃ ফগ অন্ততঃ দুই চারিদিন বোম্বাই নগরে থাকিবেনই। ইহার মধ্যেই পরোয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

জিয়েনেরও ধারণা ছিল যে, তাহারা কিছুকাল বোম্বাই নগরে থাকিবে; কিন্তু তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, অন্ততঃ কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতেই হইতেছে। কে বলিতে পারে আরো অধিক দূর যাইতে হইবে না। তাহার ধীরে ধীরে বিশ্বাস হইতে লাগিল, 'তবে বুঝি পৃথ্বী-ভ্রমণের বাজীর কথা মিথ্যা নহে।' সে তাহার পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

প্রভুর আদেশমত জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া জিয়েন রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইংরাজ, ফরাসী, সিন্ধির, আরমেনিয়—কত দেশের লোক নানাপ্রকার বেশভূষা করিয়া পথে বাহির হইয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে জিয়েন দেখিল পার্শীদিগের একটা শোভাযাত্রা আসিতেছে। চিক্কণ রঙ্গীন গোলাপী বসনে সজ্জিতা কতকগুলি নর্ত্তকী নিপুণতা সহকারে নৃত্য করিতে করিতে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। উদ্দাম স্বর-লহরী তুলিয় যন্ত্রী যন্ত্র বাজাইতেছে। জিয়েন বিপুল আনন্দে সেই শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল। যন্ত্রের কোমল রাগিণী তাহার কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। সে আত্মহারা হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শোভাযাত্রার দিকে চাহিয়া রহিল।

জিয়েন যতই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহার কৌতূহলও ততই বৰ্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। রেলওয়ে ষ্টেশনের পথে আসিতে আসিতে সে দেখিল, অদূরে মালাবার শৈল-শৃঙ্গে একটী সুন্দর দেউল দেখা যাইতেছে। জিয়েন ভাবিল, 'এমন সুন্দর মন্দিরটা একবার দেখিব না?' সে অগ্রসর হইল।

ফরাসী জিয়েন জানিত না যে কতকগুলি মন্দিরে, এমন কি মন্দির-প্রাঙ্গণে পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানের প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা প্রবেশ করিবার অধিকারী. তাহাদিগকেও প্রাঙ্গণোপান্তে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইলেই ইংরাজের রাজদণ্ড ব্যত্যয়-কারীর শিরে নিপতিত হয়।

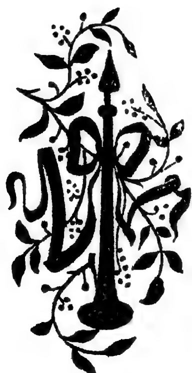
অনভিজ্ঞ জিয়েন যখন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে পাদুকাসহ মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া একান্ত উল্লাসের সহিত মনে মনে মন্দিরের কলাকৌশলের প্রশংসা করিতেছিল, তখন কে যেন আসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে ভূপাতিত করিল! সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল. তিন জন ক্রুদ্ধ হিন্দু তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া একান্ত দুৰ্ব্বোধ্য ভাষায় তীব্র ভাবে শাসন করিতেছে। একজন বলপূৰ্ব্বক তাহার পাদুকা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল এবং অপর দুইজন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভীমবেগে প্রহার করিতে লাগিল!

সেই চটুল ফরাসী চক্ষের নিমেষে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই চারিটা সুপরিচালিত অভ্যস্ত মুষ্ট্যাঘাতে বিপক্ষদলকে পরাজিত করিয়া নক্ষত্রবেগে পলায়ন করিল। চারিদিকে শব্দ উঠিল—ধর্ ধর্, মার্ মার্! ক্ষিপ্ত হিন্দুগণ ছুটিতে লাগিল—ধর্ ধর্, মার্ মার্! পলায়মান জিয়েন অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজপথের লোক-সমুদ্রে মিশিয়া গেল—আর কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।

ট্রেণ ছাড়িবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে জিয়েন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে

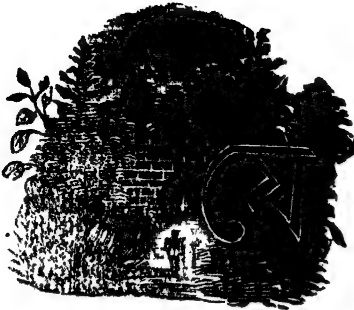
আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন, মস্তক অনাবৃত, চরণ-দ্বয় নগ্ন। প্রভুর জন্য সে যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল, সেগুলি পর্য্যন্ত সে গোলমালে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ফিক্স গোয়েন্দা তখন ষ্টেশনের প্লাট-ফর্ম্মে ফিলিয়াস্ ফগের অনতিদূরে অলক্ষিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি জিয়েনের অবস্থান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জিয়েন তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী সংক্ষেপে মিঃ ফগের নিকট বর্ণনা করিল। মিঃ ফগ যেমন শান্ত-ভাবে গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, তেমনি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "ভরসা করি, এমন কাজ আর কখনো করবে না।" টুপীহীন পাদুকাবিহীন হতবুদ্ধি জিয়েন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ফিক্স গোয়েন্দাও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য সেই ট্রেণেই যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু জিয়েনের কাহিনী শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন—ভাবিলেন, দেখা যা'ক্ কি হয়। বাঁশী বাজিল। বোম্বাই মেল কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।



# দশম পরিচ্ছেদ

## বিপদে কিউনি



যে গাড়ীতে ফিলিয়াস্ ফগ তাঁহার ভৃত্যকে লইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতেই জেনেরল্ সার ফ্রান্সিস্ ক্রোমার্টি ছিলেন। মঙ্গোলিয়া জাহাজে ইঁহার সহিতই মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলিতেন। সার ফ্রান্সিস্ সিপাহী যুদ্ধের সময় যথেষ্ট বীরপণার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল ভারতবর্ষেই কাটিয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই মিঃ ফগের পাগলামী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া অনেক সময় সার ফ্রান্সিসের সন্দেহ হইত, বুঝি এই রক্তমাংসের দেহের ভিতর প্রাণ নাই—যে হৃদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সর্ব্বদা লালায়িত, বুঝি ফিলিয়াসের দেহে সে হৃদয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের সহিত কত রকম লোকের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু মিঃ ফগের মত লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

ট্রেণ যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিল। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার গুহাগুলি অতিক্রম করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সার ফ্রান্সিস্ কহিলেন,—

"আর কিছুদিন আগে হ'লে আপনাকে বিফলমনোরথ হ'তে হ'তো—৮০ দিনে পৃথ্বী-ভ্রমণ সম্ভব হ'তো না।"

"কেন ?"

ঘাটপর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্তই তখন রেল ছিল। তারপর আর রেলপথ ছিল না। তখন সেখান থেকে পাল্কীতে কিম্বা অশ্বারোহণে যেতে হ'তো।"

"ও সব সামান্য বিঘ্নে আমার যে বিশেষ কিছু অসুবিধা হ'তো তা' বোধ হয় না। পথে যে মধ্যে মধ্যে বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'বে, সেটা ত জেনে শুনেই বেরিয়েছি।"

"যা হোক্ মিঃ ফগ, আজই ত আপনার সব গিয়েছিল আর কি। আপনার চাকরটাই সব মাটি কর্‌তে বসেছিল!" যখন এই সকল কথা হয়, তখন জিয়েন একখানা কম্বল জড়াইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। সার ফ্রান্সিস্ বলিতে লাগিলেন,—

"ব্রিটিশ-রাজত্বে এ সব অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলে গণ্য হয়। এ দেশের প্রজাসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যা'তে আঘাত লাগে, ইংরাজের আমলে তেমন কিছু ঘটতে পারে না। আজ যদি আপনার চাকরটা ধরা পড়তো—"

"তা হ'লে আর কি হ'তো বলুন। এ দেশের আইন অনুসারে না হয় তার দণ্ড হ'তো, দু'দিন পরই সে আবার ইউরোপে ফিরে যেত। চাকরের জন্য কি আর আমাকে পর্য্যন্ত এখানে আট্‌কে বসে থাকতে হতো! তা নয়। আমি তা হ'লে একাই চলে যেতেম।"

ক্রমেই রজনী গভীরা হইতে লাগিল—সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ট্রেণ যেমন তীরবেগে যাইতেছিল, তেমনি চলিল।

প্রভাত—অতি সুন্দর প্রভাত। মেঘশূন্য নির্ম্মল নীল আকাশ

সূর্য্য-কিরণে হাসিতেছে। দূরে ধূসরবর্ণ গিরিশ্রেণী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রেলপথের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তৃত কর্ষিত ভূমি—মধ্যে মধ্যে দুইকখ এানি খণ্ড গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য ঘটাইতেছে মাত্র। কোথাও বা গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত দুই একটী ক্ষুদ্র মিনার বা মন্দিরের চূড়া ক্ষণেকের জন্য দেখা যাইতেছে। গোদাবরী নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাগুলি খান্দেশের এই বিশাল প্রান্তর ধৌত করিয়া নানাস্থান দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

জিয়েন মনোযোগের সহিত চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিল। এই কি সেই নদীমেখলা কাননকুন্তলা শৈলকিরীটিনী ভারতভূমি? ওই কি তাহার বাতান্দোলিত তরঙ্গায়িত শ্যাম সমুদ্র? ওই না দূরে দূরে কফি, তূলা ও লবঙ্গের ক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। না, এ বুঝি ভারতবর্ষ নহে! সে দেখিতে লাগিল, কোথাও সুদীর্ঘ তালবৃক্ষগুলি উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এঞ্জিনের মুখনিঃসৃত কুণ্ডলীকৃত মসিবর্ণ ধূমরাশি তাহাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া—ক্ষণিকের জন্য আবৃত করিয়া—উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও বা হরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে মনোহর গৃহগুলি চিত্রলেখাবৎ শোভা পাইতেছে, কোথাও বা পরিত্যক্ত ধর্ম্মমন্দিরগুলি ভারতীয় স্থাপত্যের জীর্ণ জয়পতাকা শিরে বহন করিয়া এখনও মৌনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থানে রেলপথ দুর্ভেদ্য কাননভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভীষণকায় শার্দ্দূল, বিষাক্ত সর্পাদি রেলগাড়ীর অবিরাম ঘর্ঘর নিনাদে ভীত হইয়া এদিক্ ওদিক্ পলায়ন করিতেছে, কোন স্থানে দুই একটী সুবৃহৎ মাতঙ্গ উন্নতশুণ্ড হইয়া দূর হইতে দ্রুত-গামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

ট্রেণ তখন মল্লিগ্রাম প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিল। শক্তিপূজার নরশোণিতে আর্দ্র হইয়া যে ভূমি একদিন শাক্তদিগের নিকট পবিত্র

হইয়াছিল, ইহা সেই ভূমি। ওই সুদূরে ইলোরার ভুবনবিখ্যাত মন্দিরাদির উন্নত শৈলশৃঙ্গ তপ্ত তপনকিরণে ঝলসিতেছে। এই বুঝি ঔরঙ্গাবাদ। এখানেই একদিন শাহান্‌শাহ বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রদেশেই ত একদিন ঠগীসর্দ্দার ফেরিঙ্গিয়া পাশবরাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এমন একদিন ছিল, যখন এ অঞ্চলের প্রতি গ্রামে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি অরণ্যে ঠগীহস্তে নিহত বালক যুবক বৃদ্ধ, এমন কি রমণীর পর্য্যন্ত মৃতদেহ পতিত থাকিতে দেখা যাইত। ইংরাজের শাসনে ঠগীদিগের সে ভীষণ অত্যাচার এখন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেলা সাড়ে বারটা বাজিল। ট্রেণ বহরমপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাড়াইল। ঝুঁটা মতি বসানো এক জোড়া চটি জুতা ক্রয় করিয়া জিয়েন একটু গর্ব্বভরে তাহার নগ্নপদ আবৃত করিল!

মালাবারের দুর্ঘটনার পর হইতেই জিয়েনের মতি ফিরিয়াছিল। বোম্বাই আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাস ছিল, এ বিকট ভ্রমণ সেই স্থানেই শেষ হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী তাহার সুপ্ত পর্য্যটন-স্পৃহাকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া দিল। তাহার যৌবনের উদ্দাম ভাব সকল পুনর্ব্বার আসিয়া দেখা দিল। সে এখন বিশ্বাস করিল যে তাহার প্রভুর বাজী ধরার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। যেমন করিয়াই হউক ৮০ দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। সে জন্য ফিলিয়াস্ ফগ অপেক্ষা এখন তাহার চিন্তাই অধিক হইল। ঠিক সময় মত যাওয়া যাইবে ত? পথে ত কোন বিঘ্ন ঘটিবে না? কোন কারণে বিলম্ব হইবে না ত? বাজীটা জয় করিতে পারিলে কত গৌরব! পূর্ব্বদিন যে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই সমস্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কোন ষ্টেশনে একটু অধিক-

ক্ষণ ট্রেণ দাঁড়াইলেই জিয়েন বিরক্ত হইতে লাগিল! সে অবশেষে ট্রেণের ড্রাইভারকে পর্য্যন্ত উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, আমার মনিবও যেমন—ড্রাইভারকে কিছু দিলেই ত সে আরও বেগে গাড়ী চালাইত!

২২শে তারিখ প্রভাত ৮ টার সময় ট্রেণ আসিয়া রোথাল হইতে ১৫ মাইল দূরে থামিয়া গেল; গার্ড সাহেব চীৎকার করিয়া কহিল "নাম—নাম—গাড়ী থেকে নাম। এখানে বদল হইবে।"

ফিলিয়াস্ ফগ এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে চাহিলেন। জিয়েন মুহূর্ত্তমধ্যে অবতরণ করিয়া সংবাদ আনিল, ট্রেণ আর চলিবে না—পথ নাই।

সার ফ্রান্সিস্ বলিলেন, "তুমি কি বল্‌ছো! ট্রেণ আর চল্‌বে না মানে কি?"

"আমি বল্‌ছি যে ট্রেণ আর এক হাতও যাবে না!" কথা শুনিয়াই ফিলিয়াস্ ফগ ও জেনেরল ক্রোমার্টি অবতরণ করিলেন এবং সম্মুখেই গার্ডকে দেখিয়া জেনেরল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন -

"আমরা কোথায় এসেছি?"

"খোল্‌বি গ্রামে।"

"এখানে এতক্ষণ দাঁড়াবার কারণ কি?"

"ওদিকে এখনো রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই।"

"প্রস্তুত হয় নাই! সে কি কথা?"

"এখান থেকে এলাহাবাদ ৫০ মাইল। এ ৫০ মাইল রেলপথ এখনো হয় নাই। এলাহাবাদ থেকে আবার ট্রেণ পাওয়া যাবে।"

"আমরা ত সংবাদপত্রে দেখেছি লাইন শেষ হয়ে গেছে।"

"তার আর আমি কি কর্‌ব বলুন। সংবাদপত্রের সেটা ভুল।"

সার ফ্রান্সিস্ ক্রমশঃ কুপিত হইতেছিলেন। তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন. "লাইন হয় নাই, অথচ বরাবর কলিকাতার টিকিট দেওয়া হ'ল কেন ?"

"টিকিট ত বরাবরই দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই এটা জানা আছে যে যাত্রীরা নিজেদের বন্দোবস্তে খোল্‌বি থেকে এলাহাবাদ যায় !"

গার্ডের কথা শুনিয়া সার ফ্রান্সিসের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। যদি পারিত তাহা হইলে জিয়েন অবিলম্বে গার্ড সাহেবকে উত্তম মধ্যম লাগাইয়া দিত, কিন্তু ফিলিয়াস্ ফগের দিকে চাহিবার সাহসই তাহার ঘটিল না !

ফিলিয়াস্ ফগ কহিলেন, "সার ফ্রান্সিস্ চলুন। যেমন করেই হোক্ এলাহাবাদ ত যেতে হ'বে। দেখা যাক্ কোন উপায় হয় কি না।"

"এখন আর কি বন্দোবস্তই বা করা যাবে ? এখানে যত বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি, আপনার বাজীর এখানেই শেষ হ'বে বোধ হচ্ছে !"

"ও কিছু নয় ! ওর জন্য ভাব্‌বেন না ! বিলম্ব যে হ'বে সেটা আগেই ভেবে রেখেছি।"

সার ফ্রান্সিস্ সবিস্ময়ে কহিলেন—"লাইন যে প্রস্তুত হয় নাই, সেটা কি তবে আগেই আপনার জানা ছিল ?"

"না—তা ছিল না। তবে আমার যাত্রাপথে যে অনেক বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কখনো সন্দেহ ছিল না।"

"কলিকাতার ট্রেণ ধরতে না পারলে যে এখন আপনার সর্ব্বস্ব যায় !"

"ট্রেণ ধরতে পারব বৈ কি। ~~২৩~~ ২৫শে দ্বিপ্রহরের আগে কলিকাতা থেকে হংকংএর জাহাজ ছাড়বে না। আজ ত কেবল ২২ শে। এখনো অনেক সময় আছে !"

এমন স্থির নিশ্চিন্ত উত্তরের আর প্রত্যুত্তর ছিল না ! অন্যান্য যাত্রীরা

অনেকেই ইহা জানিত যে খোল্‌বি হইতেই গাড়ী বদল করিতে হয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিল। কাহারও অশ্ব, কাহারও শিবিকা, কাহারও বা গো-শকট অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রীরা আপন আপন যান-বাহন লইয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ফগ এবং স্যার ফ্রান্সিস্ কোন প্রকার যানই পাইলেন না! ফিলিয়াস্ ফগ কহিলেন, "যখন কোন যান নাই, তখন আর উপায় কি? আমি হেঁটেই যাব!"

জিয়েন এই কথা শুনিয়া তাহার অকর্ম্মণ্য ঝক্‌ঝকে চটি জুতার দিকে চাহিয়া একটা অর্থপূর্ণ মুখভঙ্গী করিল।



# একাদশ পরিচ্ছেদ

## বিন্ধ্যারণ্যে



অল্পক্ষণ পর জিয়েন আসিয়া সংবাদ দিল,—

"আমাদের যাবার উপায় হয়েছে।"

"কি উপায়?"

"একটা হাতী এখানে আছে।"

"চল দেখে আসা যাক্।"

ষ্টেশনের অনতিদূরেই সেই হস্তীর অধিকারী বাস করিত। জিয়েন তাহার প্রভু ও সার ফ্রান্সিসকে লইয়া তথায় গমন করিল। হস্তীটী সবলকায়। ফিলিয়াস্ ফগ মনে মনে বুঝিলেন, উহা তাহাদিগকে এলাহাবাদ লইয়া যাইতে পারিবে। তিনি অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার হাতীর নাম কি?"

"কিউনি।"

"হাতীটা চলে কেমন?"

"বেশ চলে।"

"আমরা এলাহাবাদ যাব, হাতীটা চাই।"

"আমার হাতী 'গরম' হয়েছে। এ হাতী ভাড়া দিব না।"

"ফিলিয়াস্ ফগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। কহিলেন,—

"আমি ঘণ্টায় ১৫০৲ টাকা ভাড়া দিব।"

"আমি ভাড়া চাই না।"

"তিন শ টাকা ?"

"না।"

"চার শ ?"

"না সাহেব! আপনারা অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।" জিয়েনের মুখ বিবর্ণ হইল। সার ফ্রান্সিস্ বুঝিলেন পৃথ্বী ভ্রমণের এইখানেই শেষ!

ফিলিয়াস্ ফগ একান্ত অবিচলিত। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা ভাড়া না দাও, বিক্রয় কর।"

"বিক্রয় ?"

"হাঁ বিক্রয়। আমি ১৫০০০৲ টাকা দিব।"

অধিকারী মাথা নাড়িল। ভাবিল সাহেবটা পাগল নাকি! ব্যাপার দেখিয়া সার ফ্রান্সিস্ মিঃ ফগকে অন্তরালে লইয়া গিয়া দর বাড়াইতে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, "অনেক দাম হয়েছে। এর ঢের কমেই এদেশে হাতী পাওয়া যায়।"

প্রত্যুত্তরে ধীর ভাবে মিঃ ফগ বলিলেন—"উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি কোন দিন কিছু করি না। ঠিক সময়ে এলাহাবাদ ত যেতেই হ'বে। তার উপরই তিন লাখ টাকার বাজী নির্ভর করছে! যেমন করেই হোক্ হাতীটা চাই-ই চাই।"

পরক্ষণেই তিনি অধিকারীর নিকটে আসিয়া কহিলেন, "পনর হাজারে হ'বে না? আচ্ছা, আঠার হাজার? বিশ হাজার? বাইশ হাজার? পঁচিশ হাজার? তা'ও না! আচ্ছা, ত্রিশ হাজার দিব!"

ত্রিশ হাজার! জিয়েনের রক্তাভ বদনমণ্ডল অবিলম্বে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল! সার ফ্রান্সিস্ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! অধিকারী দেখিল আর অধিক প্রত্যাশা করা ভাল নহে—কি জানি যদি সাহেবের মন ঘুরিয়া যায়! সে হস্তীটী বিক্রয় করিতে সম্মত হইল।

অবিলম্বে একজন মাহুত সংগ্রহ করিয়া মিঃ ফগ তাঁহার ভৃত্য ও সার ফ্রান্সিস্‌কে লইয়া এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাহুত একজন পার্শী। পথ-ঘাট তাহার ভালই জানা ছিল। দশ ক্রোশ পথ সংক্ষেপ করিবার জন্ত সে বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল।

মিঃ ফগ এবং সার ফ্রান্সিস্ দুইজনে দুইটী ছোট হাওদায় বসিলেন। জিয়েন দুই হাওদার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতীত হইলে পর সকলে বিশ্রামের জন্য হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সকলেই একান্ত শ্রান্ত। দুলিতে দুলিতে সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ বেদনা-জর্জ্জরিত হইয়াছে। কিন্তু মিঃ ফগের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সার ফ্রান্সিস্ অবাক্ হইয়া কহিলেন, "মিঃ ফগ যেন লোহায় গড়া।" প্রত্যুত্তরে জিয়েন কহিল, "শুধু লোহায় নয়—পেটা লোহায়!"

প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া মাহুতের নির্দ্দেশ মত সকলে আবার হস্তি-পৃষ্ঠে উঠিলেন। হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে মাহুতের ইঙ্গিতে সেই বিশালকায় কিউনি ধীরে ধীরে বনভূমি অতিক্রম করিয়া খর্জ্জুর ও তাল-কুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পরই অতি বিস্তৃত শুষ্ক উদ্ঘাতিনী ভূমি। তাহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড এক একটা প্রস্তরস্তূপ। এই প্রদেশের নাম বুন্দেলখণ্ড। একদল উন্মত্ত হিন্দু তখন সেখানে বাস করিত। দেশীয় নৃপতিবর্গই বলিতে গেলে তখন বুন্দেলখণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

আরোহী সমেত দ্রুতগামী হস্তী দেখিয়া, কোন কোন স্থানে কতকগুলি লোক নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভাবে অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল, যেন নিকটে পাইলেই বিপদ্ ঘটাইবে! ইহারাই বুন্দেলখণ্ডের দস্যুসম্প্রদায়!

এই বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে করিতে জিয়েন ভাবিতে লাগিল ;—'এলাহাবাদে পৌছিয়া মনিব মহাশয় হাতীটার কি ব্যবস্থা

করিবেন। কিউনি কি তাঁহার সঙ্গেই যাইবে? না—সম্ভব নয়। হাতীর দাম এবং সঙ্গে লইবার ব্যয় যে অনেক টাকা হইবে। বোধ হয় বিক্রয় করিবেন। কিনিবে কে? আমার ত মনে হয় কিউনির যেরূপ শ্রম হচ্ছে, তাতে একে মুক্তিই দিবেন। আর যদি আমাকেই বখ্‌শিস স্বরূপ দিয়ে ফেলেন? তা হ'লে ত বড় মুস্কিলেই পড়বো দেখছি!"

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কতকগুলি দুরারোহ উৎরাই অতিক্রম করিয়া হস্তী আসিয়া একটী ভগ্ন জীর্ণ গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন, অর্দ্ধেক পথ মাত্র আসিয়াছেন। রজনী অন্ধকার ও অপেক্ষাকৃত শীতল। পার্শী মাহুত যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহারই চতুর্দ্দিকে বসিয়া সকলে নৈশ ভোজন শেষ করিলেন।

জিয়েন ব্যতীত সকলেরই বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। ক্বচিৎ বন্য পশু-পক্ষীর চিৎকারধ্বনি রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল, কিন্তু যাত্রীদিগের কোন অসুবিধা করিল না। সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে দুলিয়া দুলিয়া, পড়ি—পড়ি—পড়িলাম করিয়া পথ চলিয়া জিয়েন রাত্রিতেও স্বপ্নঘোরে সেই রূপই করিতে লাগিল—তাহার আদৌ নিদ্রা হইল না। সার ফ্রান্সিস্ যোদ্ধৃ-পুরুষ। সমর-প্রাঙ্গণে পরিশ্রান্ত সৈনিকের ন্যায়ই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আর ফিলিয়াস্ ফগ? তিনি নির্ব্বিকার চিত্ত, সর্ব্বসময়ে সকল অবস্থায় অবিচলিত। তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন—যেন তাঁহার সেভিল্‌রোর গৃহে আপন কক্ষমধ্যেই সুখ-শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন!

প্রভাত ছয়টা বাজিল। পুনরায় তাঁহারা করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মাহুত কহিল, "সন্ধ্যার মধ্যেই এলাহাবাদ পৌঁছানো যাবে।"

মধ্যাহ্নসমাগমে পর্য্যটকগণ একটী নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাহুত লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনপথেরই আশ্রয় লইয়াছিল। বৃক্ষের পর বৃক্ষ, তাহার পর আবার বৃক্ষ; বনপথ বৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল। সুতরাং পথ চলিতে কষ্ট হইল না।

এ কি, এখন কেবল অপরাহ্ন ৪টা—এখনই কিউনি থামিল যে! সার্ ফ্রান্সিস্ মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"থামলে যে, কি হয়েছে?"

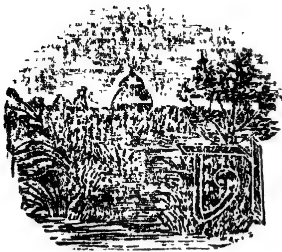
পার্শী ভীতচিত্তে কহিল, "কি জানি—ঠিক বুঝতে পারি না—কি যেন আস্‌ছে।"

তখন দূরাগত মৃদু মৃদু অস্পষ্ট বাদ্যধ্বনি সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পত্র-বহুল শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া পত্রমর্ম্মরের সহিত মিশিয়া কর্ণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। সে ধ্বনি ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল—ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল।

কিউনিকে একটী বৃক্ষকাণ্ডের সহিত বন্ধন করিয়া মাহুত অদূরবর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট ঝোপের অন্তরালে গমন করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া ব্যস্তভাবে কহিল,—"ব্রাহ্মণদের একটা শোভাযাত্রা আস্‌ছে—আসুন আমরা পালাই—পালাই!"

মাহুত হস্তী লইয়া গহনবনমধ্যে প্রবেশ করিল।





# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## সতী

ক ঢোল ও কণ্ঠনিনাদসংমিলিত একটী পরস্পর-বিসংবাদী ধ্বনি ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রার একাংশ নয়ন-পথের পথিক হইল। উষ্ণীষ ও সুদীর্ঘ আল্‌খাল্লায় সজ্জিত হইয়া পুরোহিতগণ সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে চলিয়াছেন। বালক যুবক বৃদ্ধ সমবেতকণ্ঠে এক করুণ শ্মশানসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পুরোহিত-দিগকে ঘিরিয়া চলিয়াছে। নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের শব্দে সে গীতধ্বনি মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ইহাদিগের পশ্চাতেই একখানি রথ। রথের সুবৃহৎ চক্র ও চক্রের পাখিগুলি সর্পাকৃতিতে গঠিত। বহুমূল্য রশ্মিবল্গা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত সবলকায় অশ্বগুলি ঘর্ঘর নিনাদে সেই রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রথের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা রক্তরাগরঞ্জিতা বিলোল-রসনা। তাঁহার আলুলায়িত কুন্তল নিবিড় জলদজালের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নরকঙ্কালমালিনী ভীমার কটিদেশে অগণিত নরবাহু বিলম্বিত। তাঁহার অধরপ্রান্তে রুধিরধারা ঝরিতেছে। এক জন বিরাট্ পুরুষের বক্ষের উপর দেবী খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা!

মূর্ত্তি দেখিয়া সার্ ফ্রান্সিস্ চিনিলেন। কহিলেন, "ইহাই হিন্দুদের কালীমূর্ত্তি—ইহাই তাদের একাধারে প্রেম ও মৃত্যুর প্রতিমা।"

জিয়েন বলিয়া উঠিল। "উঃ কি ভীষণ মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি মৃত্যুর বটে, কিন্তু প্রেমের কদাচ নহে!"

মাহুতের ইঙ্গিতে সে নীরব হইল।

মূর্ত্তিটী বেষ্টন করিয়া সন্ন্যাসিগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। উহারা সকলেই বিভূতিবিভূষিত, উহাদের অঙ্গ বহুক্ষতে পূর্ণ। সেই সকল ক্ষতমুখে বিন্দু বিন্দু রুধিরধারা ঝরিতেছিল।

ইহাদিগের পরই চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে শোভিত কতকগুলি ব্রাহ্মণ দেখা দিলেন। তাঁহারা একটী রমণীকে সবলে টানিয়া আনিতে-ছিলেন। রমণী প্রতি পাদবিক্ষেপে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িতেছিলেন।

আহা! কি সুন্দর নারীমূর্ত্তি! তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল—এত গৌর যে দেখিলে মনে হয় যেন একটী ইউরোপীয় মহিলা। মস্তক কণ্ঠ কর্ণ বাহু প্রকোষ্ঠ মণিবন্ধ সমস্তই মণি-কাঞ্চনে বিভূষিত। তাঁহার পরিধানে সুবর্ণখচিত বসন, তদুপরি সুচিক্কণ মসলিনের দেহাবরণ,—তাহার ভিতর দিয়া অঙ্গের লাবণ্য ও দেহের গঠন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

মহিলাটীর পশ্চাতে বিকটবদন রক্ষিগণ উলঙ্গকৃপাণ ও পিস্তল হস্তে একখানি শিবিকা মধ্যে মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে। শবটী একজন বৃদ্ধের। মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত। উষ্ণীষ মুক্তাখচিত, অঙ্গাবরণ সুবর্ণ ও রেশমে রচিত, কটিবন্ধ কিংখাবের উপর হীরক-গ্রথিত। শবপার্শ্বে আর্য্যনৃপতির সুন্দর সুন্দর অস্ত্র-শস্ত্র। সর্ব্ব পশ্চাতে কতকগুলি উন্মত্ত মনুষ্য বিকট চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। গীতবাদ্য সমস্তই সেই চীৎকারে ডুবিয়া গিয়াছে।

সার ফ্রান্সিস্ মাহুতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ইহাই বুঝি সতী?"

মাহুত ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল।

সেই জনসঙ্ঘ তখন কাননপথে ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিতে ফিরিতে গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। ধীরে ধীরে বাদ্যধ্বনি অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। তখনো মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতেছিল। অবশেষে বনভূমি নীরব হইল।

ফিলিয়াস্ ফগ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী কি ?"

সার ফ্রান্সিস্ উত্তর করিলেন, "এ এক প্রকার নরবলি। তবে প্রভেদ এই যে, যে নিহত হয়, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। এখনই যে রমণীকে দেখলেন, কাল প্রত্যূষে অগ্নিকুণ্ডে তার প্রাণ যাবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে জিয়েন কহিল, "সর্ব্বনাশ! এরা রাক্ষস না কি ?"

মিঃ ফগ কহিলেন, "ও শবটা কার ?"

মাহুত কহিল "ওই রমণীর বৃদ্ধ স্বামীর। উনি এ অঞ্চলের একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।"

"ইংরাজের আমলেও এই অসভ্য প্রথা জীবিত আছে ?"

সার ফ্রান্সিস্ উত্তর করিলেন "ভারতের অধিকাংশ স্থানেই এ প্রথা আর প্রচলিত নাই। তবে বুন্দেলখণ্ড এখনো অসভ্যই আছে। এই অসভ্য প্রদেশে আমাদের শাসনপ্রণালী এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর উত্তরে যে বিপুল প্রদেশ অবস্থিত, তা' এখনো লুণ্ঠন ও নরহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ।"

জিয়েন নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে কহিল "হায়, অসহায়া নারী! সে জীবন্ত দগ্ধ হ'বে!"

সার ফ্রান্সিস বলিলেন, "হাঁ জীবন্তই দগ্ধ হ'বে। তা' না হ'লে তার কপালে আজীবন কত দুঃখ আছে তা' কি তুমি জান ? সমাজ

তার মাথা মুড়িয়ে দেবে—তাকে একঘরে' করবে—তার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করবে না। কিছুদিন আগে আমি যখন বোম্বাইতে ছিলাম, তখন একবার একটী বিধবা তার স্বামীর সঙ্গে পুড়ে' মরবার জন্য গবরণরের অনুমতি চেয়েছিল। গবরণর অবশ্য সে অনুমতি দিলেন না। বিধবাটী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে নগর ছেড়ে অন্যত্র গেল। সেখানে একজন রাজার সাহায্যে শেষে আগুনে ঝাঁপ দিলে।"

মাহুত মাথা নাড়িয়া এ কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিল, "কাল যে সতী হবে সেটা কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়!"

"তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"বুন্দেলখণ্ডে এ কথা কে না জানে।"

"কৈ স্ত্রীলোকটীকে ত কোন বাধা দিতে দেখলেম না।"

"কেমন করে' বাধা দিবে? আফিং আর ধোঁয়ায় তার কি আর এখন জ্ঞান আছে?"

"রমণীকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

"পিল্লাজির মন্দিরে। এখান থেকে সে মন্দির দু'মাইল দূরে। আজ রাত্রে সকলে সেখানে থাকবে। কাল সতী হবে।"

"কখন্ হবে?"

"খুব ভোরে।"

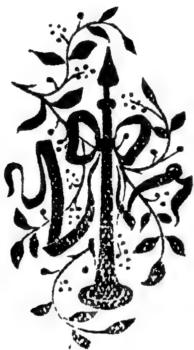
মাহুত তাহার কথা শেষ ক'রিয়া যেই হস্তীটী চালাইতে যাইবে অমনি মিঃ ফগ কহিলেন "রাখ—রাখ। সার ফ্রান্সিস্, যদি আমরা স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করি—"

বিস্মিত হইয়া সার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, "রক্ষা কর্‌বেন!"

মিঃ ফগ কহিলেন, "এখনো আমার হাতে ১২ ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

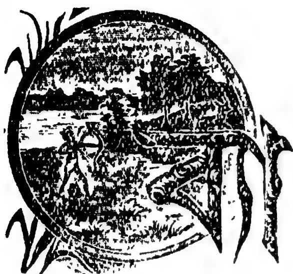
সার ফ্রান্সিস্ আবেগভরে কহিলেন, ‘‘আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম আপনার হৃদয় আছে। সে হৃদয় ঠিক যায়গায় সাড়া দেয়।”

মিঃ ফগ কহিলেন, “কখনও কখনও সাড়া দেয় বৈ কি? যখন আমার সময় থাকে তখন দেয়।”



# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## জিয়েনের দুঃসাহস



পারটী যেমন গুরুতর, তেমনি দুঃসাহসিক —অসম্ভব বলিলেও বলা চলে। এ কার্য্যে লিপ্ত হইলে কে বলিবে যে মিঃ ফগ বিপক্ষের হস্তে জীবন দান করিবেন না, কে বলিবে যে অন্ততঃ চিরতরে বন্দী রহিবেন না। তাহা হইলেই ত তাঁহার সব ফুরাইল। যে জন্য এত শ্রম করিয়া তিনি এতদূর আসিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইল! কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোন বাধাই মানিল না। তিনি দেখিলেন এই কার্য্যে সার ফ্রান্সিস্ একজন শক্তিশালী সহযোগী। জিয়েনও আজ্ঞা মাত্রেই যথোচিত সাহায্য করিবে। এক চিন্তা মাহুতের জন্য। সে যদি সাহায্য না করে? না করে—না করিবে। কিন্তু সে যাহাতে বিপক্ষের দলে না যায় তাহা করিতেই হইবে। সার ফ্রান্সিস্ তাই মাহুতকে স্পষ্টবাক্যে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মাহুত কহিল—

"হুজুর, আমিও পার্শী, আপনারা যাঁকে উদ্ধার করতে চান তিনিও পার্শী! আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করবো।"

"উত্তম।"

মাহুত কহিতে লাগিল, "আপনারা মনে রাখ্‌বেন, আমাদের সম্মুখে মস্ত একটা বিপদ্ পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে! এ কার্য্যে শুধু যে আমাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, তা' নয়। যদি আমরা ধরা পড়ি, যন্ত্রণার একশেষ পেতে হবে!"

ফিলিয়াস্ ফগ বলিলেন, "সে সব বিপদ্ ঘাড়ে নিতে আমরা প্রস্তুত হয়েছি। আমার বিবেচনায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্। রাত্রে কার্য্যারম্ভ। মাহুত! রমণীটী কে তা' তুমি জান?"

"জানি হুজুর। উনি বোম্বাইয়ের একজন প্রধান ধনাঢ্য বণিকের কন্যা। ভারতের রমণীকুলে একজন শ্রেষ্ঠসুন্দরী। উনি রীতিমত ইংরাজি শিক্ষা পেয়েছেন। আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় ঠিক্ মেম-সাহেবদের মত।"

সার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, "বটে! মহিলাটীর নাম কি?"

"নাম আউদা। আউদা পিতৃমাতৃহীনা। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে আজ তিন মাস হ'ল আউদার বিবাহ হয়েছিল। ভীষণ দুরদৃষ্টের কথা বুঝ্‌তে পেরে উনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধরা পড়লেন। রাজার কতকগুলি আত্মীয় আছেন। আউদা জীবিত থাকলে তাঁদের সুবিধা হয় না বলে' তাঁরা জোর ক'রে ওঁকে পুড়িয়ে মারছেন।"

মাহুতের কথা শুনিয়া মিঃ ফগ ও তাঁহার সঙ্গীর দৃঢ়সঙ্কল্প আরও সুদৃঢ় হইল। তাঁহারা মাহুতকে আদেশ দিলেন, "কোন রকম গোলমাল না করে' পিল্লাজির মন্দিরের যত কাছে পার তত কাছে চল।"

কিউনি অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে যাইয়া দাড়াইল। বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে তখন সেই 'উন্মত্ত-কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল।

মাহুত কহিল, "রাণী আউদা নিশ্চয়ই মন্দিরমধ্যে বন্দিনী আছেন!"

সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন।, যখন পুরোহিত, রক্ষী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই মাদক সেবনে রজনীর মত চৈতন্যহীন হইবে, তখনই কি মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করা

সঙ্গত? না, প্রাচীর কাটিয়া, সেই গর্ত্তমুখে প্রবেশ করিলে সুবিধা হইবে? মন্দিরে না গেলে এ প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব।

তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া রজনীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় কাননভূমি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রক্ষীদিগকে অতিক্রম করিয়া মন্দিরসান্নিধ্যে গমন করিবার সেই একমাত্র সুসময় মনে করিয়া মাহুত তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহারা ধীরে ধীরে,—অতি সাবধানে বৃক্ষাদিসমাচ্ছন্ন কাননপথে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইলেন। অল্পদূর যাইতে না যাইতেই একটী ক্ষুদ্রশরীরা পার্ব্বত্যতবঙ্গিণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। মশালের আলোকে দেখিলেন, দূরে গন্ধ-তৈল-নিষিক্ত রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠে প্রস্তুত একটী চিতা সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শ্মশান-শয্যায় বৃদ্ধ রাজার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে। রাণী আউদার সহিত উহা প্রভাতেই ভস্মে পরিণত হইবে। চিতা হইতে মন্দিরটী শত হস্তের অধিক দূরে ছিল না। মন্দিরের উচ্চচূড়া মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদির মস্তকের উপর দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

মাহুত অনুচ্চে কহিল, "আসুন।"

সুদীর্ঘ ঘাসের অন্তরালে লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহারা তখন আরও সাবধানে -একান্ত নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেবল মুক্ত পবন বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া সব্ সব্ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছিল।

মাহুত থামিল। তাহার সম্মুখেই মুক্ত ক্ষেত্র। তথায় সিদ্ধিপানে বিভোর রক্ষীরা দলে দলে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। নিকটেই কতকগুলি মশাল কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন সমরপ্রাঙ্গণে মৃত যোধগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত। কেহ কেহ বা তুথনো টলিতে টলিতে এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মশালের আলোকে তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন বলবান্ রাজপুতরক্ষিগণ উলঙ্গ তরবারিহস্তে পাদচারণ করিতে করিতে মন্দিরের বাহিরে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত!

মাহুত আর অগ্রসর হইল না। সে বুঝিল বিনা বাধায় এ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, সার ফ্রান্সিস্ এবং মিঃ ফগেরও সেইরূপই ধারণা হইল। তাঁহারা মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সার ফ্রান্সিস কহিলেন, "আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্। এই ত কেবল ৮টা বেজেছে। বেশী রাত্রে প্রহরীরা নিদ্রা যাইতে পারে।"

তাঁহারা তখন একটা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া উত্তেজিত হৃদয়ে সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় যেন আর যাইতে চাহে না। মাহুত মধ্যে মধ্যে এদিক্-ওদিক্ যাইয়া সন্ধান লইতে লাগিল। দেখিল, প্রহরীরা পূর্ব্ববৎ পাহারায় রত, মশালের আলোক পূর্ব্ববৎ সমুজ্জ্বল। মন্দিরের ভিতর হইতেও তখন জানালা দিয়া কম্পিত আলোকরেখা দেখা যাইতেছিল।

রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখনো অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না। প্রহরীরা "তখনো বিনিদ্র নয়নে কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল! বোধ হইল যেন তাহারা সমস্ত রাত্রিই এইরূপে কাটাইয়া দিবে। এ পথ পরিহারপূর্ব্বক মন্দিরের প্রাচীর কাটিয়া প্রবেশ করার চেষ্টাই তখন আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল।

মাহুত পুনরায় অগ্রসর হইল। মিঃ ফগ, সার ফ্রান্সিস্ ও জিয়েন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রজনী তমসাচ্ছন্ন। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তখনো আকাশপথে অধিকদূর উঠিতে পারে নাই। আকাশও মেঘলিপ্ত। বৃক্ষের মাথায় মাথায়, বৃক্ষশাখার গায়ে গায়ে বৃক্ষপত্রের ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত

অন্ধকার জমাট হইয়া প্রেতের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই চারিদিকের অন্ধকার যেন আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা ভাবিলেন, আর কিছু চাহি না—কোন মতে মন্দির-প্রাচীরের সন্ধান পাইলেই হয়। প্রবেশ-পথ থাকে, ভাল; যদি না থাকে, করিয়া লইতে হইবে।

অবিলম্বে মন্দিরের ইষ্টকপ্রাচীর গায়ে ঠেকিল। সে দিকে কোন দ্বার বা গবাক্ষ ছিল না। মিঃ ফগ ও সার ফ্রান্সিস্ অন্য অস্ত্রের অভাবে পকেট-ছুরি দ্বারায় প্রাচীর কাটিতে লাগিলেন। মাহুত ও জিয়েন সেই বন্ধনমুক্ত ইষ্টকগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া লইতে লাগিল। এক দুই তিন—ইষ্টকগুলি অল্পায়াসেই খুলিয়া আসিতে লাগিল।

অকস্মাৎ মন্দির মধ্যে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল! সেই ধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই বাহিরেও চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। জিয়েন ও মাহুত নিবৃত্ত হইল। সে স্থানে আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া, সার ফ্রান্সিস্ সকলকে লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, যদি সুযোগ হয়, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু সুযোগ আর ঘটিল না। রক্ষিগণ অবিলম্বে মন্দিরটী বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল!

সার ফ্রান্সিস্ ক্রোধে মুষ্টি বদ্ধ করিলেন। জিয়েন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন কি পার্শী মাহুত পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিল। ফিলিয়াস্ ফগ তখনো অচঞ্চল!

সার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, ‘আর কেন? চলুন্ ফিরে যাওয়া যাক্।”

মিঃ ফগ ধীরভাবে উত্তর করিলেন, “অত ব্যস্ত হবেন না। আমি যদি কাল দুপুরবেলাও এলাহাবাদ পৌঁছিতে পারি তা’, হলেই চলবে।”

"এখানে থেকে আর লাভ কি? আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই ত রজনী প্রভাত হ'বে। তারপর—"

"শেষ মুহূর্ত্তেও আমাদের কোন একটা সুযোগ ঘট্‌তে পারে!"

সার ফ্রান্সিস্‌ এই অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, শেষ মুহূর্ত্তে মিঃ ফগের কি সুযোগ ঘট্‌বে? উনি কি তবে প্রজ্বলিত চিতার উপর লাফিয়ে পড়ে' রাণী আউদাকে উদ্ধার করবেন?

এরূপ চেষ্টা যে নিশ্চয়ই বিফল ও বিপজ্জনক হইবে তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল। মিঃ ফগের মত ধীর স্থির ইংরেজ যে অবোধের মত এমন একটা কার্য্য করিবেন, ইহা সার ফ্রান্সিসের আদৌ বিশ্বাস হইল না। তথাপি এই ভীষণ দৃশ্যের যবনিকা-পতন পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। মাহুত আবার পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কানন হইতে সেই মুক্ত ক্ষেত্রের সন্নিকটে লইয়া গেল। তাঁহারা তথায় গোপনে অবস্থিতি করিয়া সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্ব ব্যবস্থাগুলি দেখিতে লাগিলেন।

মনে মনে একটা মৎলব স্থির করিয়া জিয়েন সকলের অলক্ষিতে স্থানত্যাগ করিল। ভাবিল, কুসংস্কার ভারতবাসীর মজ্জাগত। সেই মজ্জাগত কুসংস্কার যদি রাণীকে উদ্ধার করিতে পারে, তবেই উদ্ধার সম্ভব—নতুবা এই শেষ। জিয়েন অন্ধকারের আশ্রয়ে পত্রবহুল বৃক্ষশাখার তলদেশ দিয়া অতি সাবধানে সেই শ্মশান-শয্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রজনী শেষ হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে ঊষার প্রথম আলোক-রেখা আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির মত ফুটিয়া উঠিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে তখনো অন্ধকাররাশি ঘনাইয়া রহিয়াছিল। এই

আলোক ও অন্ধকারের মিলনকালই সেই নারীবলির উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নিদ্রামগ্ন জনসঙ্ঘ জাগরিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের চীৎকারে ও গীতে এবং ঢাক-ঢোলের বিপুল নিনাদে বনভূমি আলোড়িত হইতে লাগিল।

বলির সময় আসিয়া উপনীত হইল!

অকস্মাৎ মন্দির-দ্বার মুক্ত হইল। সেই মুক্ত দ্বার দিয়া মন্দির মধ্য হইতে তীব্র আলোকরাশি বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। দেখা গেল, দুই জন পুরোহিত দুই দিক্ হইতে ধরিয়া সেই মরণপথ-গামিনী রমণীকে মন্দিরের বাহিরে আনিল। বোধ হইল তখন যেন তাহার বুদ্ধি স্থির ছিল—মাদকের শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। রমণী তখনো পলায়নের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অহিফেনের ধূমে পুন-রায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি শিথিল হইয়া গেল—পুনরায় মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। অদূরে সন্ন্যাসিগণ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতেছিল। পুরোহিতেরা রাণী আউদাকে লইয়া চিতার দিকে অগ্রসর হইল। ঊষার অস্পষ্ট আলোকে ফিলিয়াস্ ফগ সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

তখনো চিতার উপর সেই মৃত রাজার শব বর্ত্তমান ছিল। রাণী আউদা তাহার মৃত স্বামীর পার্শ্বে রক্ষিতা হইলেন। গন্ধ-তৈলনিষিক্ত কাষ্ঠরাশিমধ্যে তখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল। অবিলম্বে চতুর্দ্দিক্ ধূম-সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল! ঘোর রোলে বাদ্য বাজিতে লাগিল!

মিঃ ফগ উন্মুক্ত ছুরিকাহস্তে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু সার ফ্রান্সিস্ ও মাহুত বহু আয়াসে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ফিলিয়াস্ ফগ মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া যেই পুনরায় অগ্রসর

হইবেন, অমনি এক অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইয়া মূকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন!

সতীদাহকারী নরনারীগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে পুনঃপুনঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে দেখিল, বৃদ্ধ রাজা নবজীবন লাভ করিয়াছেন! যুবতী পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! সন্ন্যাসিগণ, রক্ষিসমূহ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরোহিতগণ ভয়ে তাহাদের পুনরুজ্জীবিত রাজার দিকে আর চাহিতে পারিল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া রহিল!

প্রজ্বলিত চিতা মুহূর্তমধ্যে ত্যাগ করিয়া রাজার প্রেতাত্মা ফিলিয়াস্ ফগের নিকট আসিয়া কহিল,—"আর দেরি নয়—চলুন্—চলুন্—!"

এ কি! সংজ্ঞাহীনা আউদাকে স্কন্ধে লইয়া এ যে ফরাসীভৃত্য জিয়েন! সে চিতাধূমের আশ্রয়ে সেই কাষ্ঠস্তূপের উপর উঠিয়া মরণোন্মুখিনীকে রক্ষা করিয়াছিল!

* * * * * *

তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষিপ্রচরণ কিউনি তাঁহাদিগকে লইয়া এলাহাবাদ অভিমুখে ছুটিল।

সেই স্তব্ধ অরণ্য অল্পকাল মধ্যেই কোলাহল-চঞ্চল হইয়া উঠিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। রক্তরাঙ্গাগুলি সোঁ সোঁ করিয়া হস্তীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বৃক্ষকাণ্ডে বা বৃক্ষশাখায় প্রহত হইয়া কতক বা ভূমিতলে পতিত হইল। সতীদাহকারিগণ ভ্রম বুঝিতে পরিয়া উন্মত্তের ন্যায় পশ্চাদ্ধাবন করিল বটে,

কিন্তু সেই ঘোর বনে হস্তী বা তাহার আরোহীদিগকে আর ধরিতে পারিল না।

* * * * * *

তাহার এই দুঃসাহসিক কৌশল ফলপ্রদ হইল দেখিয়া জিয়েন হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া উচ্চরবে হাসিতেছিল। সার ফ্রান্সিস্ প্রীত হইয়া তাহার সহিত কর মর্দ্দন করিলেন। মিঃ ফগ বলিলেন, "বেশ করেছ।" তাঁহার ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র প্রশংসা-বাক্যই যথেষ্ট পুরস্কার। জিয়েন সে পুরস্কার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, এবং নম্রস্বরে কহিল, "এ কার্য্যের জন্য যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু প্রশংসা, সে সমস্তই আমার প্রভুর।"

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষিতা সুন্দরী আউদা তখনো সংজ্ঞাহীনা। তাঁহার দিকে চাহিয়া সার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, "এঁর বিপদের এইখানেই শেষ নয়। যতদিন ইনি ভারতবর্ষে থাকবেন, ততদিন এঁর জীবন নিরাপদ্ নয়। ভারতের যে প্রদেশেই কেন থাকুন না, উন্মত্ত শত্রুরা এঁর সন্ধান করবেই করবে, আর সুযোগ পেলেই আবার পুড়িয়ে মারবে। ইংরাজের আইন, ইংরাজের পুলিশ কিছুতেই এঁকে রক্ষা করতে পারবে না। অল্পদিন আগেই এমন একটা ঘটনা হয়ে গেছে। ইনি যদি ভারতবর্ষের বাহিরে যেতে পারেন তবেই নিরাপদ্ হ'তে পারবেন।"

মিঃ ফগ বলিলেন, "এ কথার উত্তর একটু চিন্তা-সাপেক্ষ।"

বেলা ১০টার সময় তাঁহারা এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাণী আউদার তখন অল্পে অল্পে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন—মুদিত কমল যেন একটু একটু করিয়া বিকশিত হইল। তাঁহাকে সযত্নে বিশ্রামাগারে রাখিয়া মিঃ ফগ তাঁহার

জন্য কতকগুলি আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য জিয়েনকে বাজারে পাঠাইলেন।

এলাহাবাদ হইতে ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইল। ফিলিয়াস্ ফগ পার্শী মাহুতকে তাহার পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "পার্শী, তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছ। তুমি ভক্তের মত কর্ত্তব্য পালন করেছ। তার জন্য আমি তোমাকে হাতীটাই দিতে চাই। তুমি নিবে কি ?"

মাহুতের নয়নদ্বয় উজ্জল হইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞতাভরে কহিল, "হুজুর, আপনি আমাকে সাত রাজার ধন দিলেন।"

ট্রেণে উঠিতে উঠিতে মিঃ ফগ কহিলেন, "হাতীটা তুমি নিয়ে যাও, কিন্তু এতেও আমি তোমার ঋণ শোধ করতে পারলেম না।"

ট্রেণ ছাড়িল। রাণী আউদার তখন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল। আপন ভাগ্যবিবর্ত্তন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি নয়নজলে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

মিঃ ফগ তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, "আপনার ভয় নাই। আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে হংকংএ যাচ্ছি। বাধা না থাকলে আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আউদা কহিলেন, "হংকংএ আমার একজন ধনাঢ্য আত্মীয় বাণিজ্য করিতেন। বোধ হয় তিনি সেখানেই আছেন।"

"বেশ ভাল। আমরা তাঁকে খুঁজে বা'র করবো।"

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## বন্দী



আজ ২৫শে অক্টোবর। ফিলিয়াস্ ফগ প্রভাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। বেলা ১টার সময় হংকংএর জাহাজ ছাড়িবে, সুতরাং তখনো কয়েক ঘণ্টা সময় ছিল। তিনি রোজ নামচাটা বাহির করিয়া দেখিলেন, ২৫শে তারিখেই তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা। আজ ২৩ দিন তিনি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন। জাহাজ সত্বর আসায় তিনি যে দুই দিন সময় পাইয়াছিলেন, রাণী আউদার রক্ষাকার্য্যেই তাহা কাটিয়া গিয়াছিল। সময়ের হিসাব করিয়া ফগ বুঝিলেন, তাঁহাকে ১টার জাহাজেই হংকং যাত্রা করিতে হইবে।

হাবড়া ষ্টেসনে ট্রেণ থামিতে না থামিতেই জিয়েন গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, পূর্ব্বাহ্নেই হংকংগামী জাহাজে গিয়া তাহার প্রভু ও রাণী আউদার নিমিত্ত সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে।

এমন সময় একজন ইংরাজ দারোগা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নামই কি মিঃ ফিলিয়াস্ ফগ ?"

"হাঁ, আমারই নাম।"

"এইটী বুঝি আপনার ফরাসী ভৃত্য ?"

"হাঁ।"

"আপনারা কি অনুগ্রহ করে' আমার সঙ্গে একটু আসবেন ?"

মিঃ ফগ তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন পুলিশ দেশের আইনের প্রতিমূর্ত্তি। ইংরাজের চক্ষে আইন অতি পবিত্র। কিন্তু জিয়েন ফরাসী। সে ফরাসীর ন্যায় তর্কবিতর্ক করিতে যাইতেছিল, ফিলিয়াস্ ফগ তাহাকে নিরস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই মহিলাটী কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন ?"

দারোগা কহিলেন, "অনায়াসে।"

তাঁহারা তখন একখানি অশ্বযানে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ীখানি ঘুরিয়া-ফিরিয়া কলিকাতার "কালো সহর" ছাড়াইয়া ইংরাজটোলার একটী গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাঁহার বন্দীদিগকে লইয়া একটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাঁহাদিগকে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বলিয়া আসিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট ওবাদিয়ার কাছে সাড়ে এগারটার সময় আপনাদের বিচার হবে।"

কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দারোগা প্রস্থান করিলেন। রাণী আউদা নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে মিঃ ফগকে কহিলেন, "এই হতভাগিনীর জন্যই আপনাদের এ বিপদ্। আমাকে রক্ষা করেই আপনারা বন্দী হলেন।"

মিঃ ফগ শান্তভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "ইংরাজের রাজত্বে সতীদাহ নিবারণ করলে কোন অপরাধই হয় না। বোধ হয় ভুলবশতঃ আর এক জনকে ধরতে পুলিশ আমাদেরই ধরেছে। তা' যা' হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করেই হোক্ আপনাকে হংকংএ নিয়ে যাব।"

প্রভুর কথা শুনিয়া জিয়েন কহিল, "জাহাজ যে বেলা ১টার সময় ছাড়বে!"

"তা' ছাড়ুক না—তার আগেই আমরা জাহাজে যাব।" কথাটা এমন দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছিল যে জিয়েন আপনার অজ্ঞাতে

জিয়েন অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে আর ভাবনা কি! আমরা তা' হ'লে ঠিক্ সময়েই জাহাজে যেতে পার্‌বো।" তাহার হৃদয় কিন্তু তখন শঙ্কায় কম্পিত হইতেছিল!

সাড়ে এগারটার সময় কক্ষের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। দারোগা আসিয়া তাহাদিগকে বিচারমণ্ডপে লইয়া গেলেন। ইহাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ওবাদিয়ার বিচারালয়। বিচারশালায় তখন বহু ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিল। প্রথম নম্বর মোকদ্দমার ডাক হইল।

পেশকার ডাকিলেন, "আসামী ফিলিয়াস্ ফগ হাজির?"

"হাজির।"

"জিয়েন?"

"হাঁ, হাজির।"

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "বেশ কথা। আজ দু'দিন থেকে আমি আপনাদের অপেক্ষায় আছি।"

জিয়েন অধীর হইয়া কহিল, "আমাদের অপরাধটা কি?"

"এখনই জান্‌তে পাবে।"

মিঃ ফগ কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার, আমি ব্রিটিশ প্রজা। আমার—" বাধা দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "কেন—আপনাকে কি ব্রিটিশ প্রজার আইনতঃ প্রাপ্য সকল সুযোগ দেওয়া হয় নি?"

"হাঁ, তা' হয়েছে বৈ কি। তবে—"

"তবে আর কি। বাদীদের ডাক।"

হাকিমের আদেশমাত্রই এক জন চাপরাসী তিন জন পুরোহিতকে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহারা তিন জনই বোম্বাই-বাসী।

জিয়েন বিড়্ বিড়্ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "এ দেখ্‌ছি শেষে তাই! এরাই ত আউদা রাণীকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল!"

পেশকার অপরাধের বিবরণ পাঠ করিয়া আসামীদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হিন্দুর চক্ষে পবিত্র একটী মন্দিরকে অপবিত্র করিবার জন্য মিঃ ফগ ও তাঁহার ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হইয়াছে।"

বিচারক তখন ফিলিয়াস ফগের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার অপরাধ কি তা' শুনলেন?"

নিজের পকেট-ঘড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে ফগ বলিলেন, "হাঁ ধর্ম্মাবতার, শুনেছি। আমি অপরাধ স্বীকার করছি।"

"আপনি স্বীকার করছেন?"

"হাঁ। পিল্লাজির মন্দিরে পুরোহিতরা যে কাণ্ড করেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা কি বলিতে চান, আমি তারই জন্য ব্যস্ত হয়েছি।"

পুরোহিতেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ কোন্ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

উদ্ধতভাবে জিয়েন কহিল, "ঠিক্ তাই। পিল্লাজির মন্দিরের কথাই জান্‌তে চাই। সেই মন্দির—যেখানে এঁরা এক জন নিরপরাধিনী রমণীকে জীবন্ত দগ্ধ করার আয়োজন ক'রেছিলেন!"

কথা শুনিয়া পুরোহিতেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিচারক একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ রমণী? কাকে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন হয়েছিল? সে কোথায়?—বোম্বাই-এ না কি?"

জিয়েন কহিল, "হাঁ বোম্বাই—।"

"আমরা পিল্লাজির মন্দিরের কথা বল্‌ছি না। মালাবার পর্ব্বতের মন্দিরের কথা বল্‌ছি।"

তখন পেশকার কহিলেন, "অপরাধের প্রমাণস্বরূপ, সেই মন্দির-অপবিত্রকারীর জুতা এখানে আনা হয়েছে।"

জুতা দেখিয়াই জিয়েন বলিয়া উঠিল "ও যে আমার জুতা!"

বোম্বাই-এর রেলষ্টেশনে ফিক্স গোয়েন্দা যখন দেখিলেন ব্যাঙ্ক-দস্যু পলায়ন করিতেছে, তখন তিনি মালাবার শৈলের পুরোহিতদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মন্দির অপবিত্র করিবার অভিযোগে মোকদ্দমা করিতে স্বীকার করাইলেন। পুরোহিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী ট্রেণেই মিঃ ফগের অনুসরণ করিল।

ফিক্স গোয়েন্দা কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন মিঃ ফগ অনুপস্থিত। তখনই তিনি বুঝিলেন নোট-চোর ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে নামিয়াছে—দুই এক দিন মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে। গোয়েন্দা হাবড়া ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তথায় ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর ২৫শে প্রভাতে যেই দেখিলেন ফগ ও তাঁহার ভৃত্য রেল গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন, অমনি তাঁহার ইঙ্গিতে কলিকাতার দারোগা তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। জিয়েন যদি ক্ষণেকের জন্যও আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইয়া বিচারগৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত সেই কক্ষের এক প্রান্তদেশে বসিয়া গোয়েন্দা ফিক্স বিপুল আগ্রহে এই মোকদ্দমা শুনিতেছিলেন। ব্যাঙ্কের নোট-চোরকে ধরিবার সাধ তখনো তাঁহার ছিল। তিনি বিলাতের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কলিকাতায় পাইবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন।

হাকিম পুনরায় কহিলেন, "তা হ'লে ঘটনাটী আসামী স্বীকার করছে?"

ফগ ধীরভাবে কহিলেন, "হাঁ।"

"ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মই বিশেষভাবে রক্ষা করেন।

জিয়েন গত ২০শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবার শৈলস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহা অপবিত্র করিয়াছে। সে এই অপরাধ স্বীকারও করিতেছে। দণ্ডস্বরূপ তাহার একমাস কারাবাস ও সাড়ে চারি সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল।”

একান্ত বিহ্বল হইয়া জিয়েন বলিয়া উঠিল, “সাড়ে চার হাজার!” চীৎকার করিয়া চাপরাশী কহিল, “চুপ্ চুপ্—।” হাকিম রায় পাঠ করিতে লাগিলেন—

“যদিও দেখা যাইতেছে যে দণ্ডিত ভৃত্যের প্রভু কোন ক্রমেই এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যখন ভৃত্যের অপরাধের জন্য তাহার প্রভুও সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তখন তাঁহার প্রতি এক সপ্তাহের কারাবাস ও ১২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইল। ২ নম্বর মোকদ্দমা ডাক।”

কক্ষপ্রান্তে বসিয়া গোয়েন্দা ফিক্স আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ফিলিয়াস্ ফগ ত কলিকাতায় অন্ততঃ সপ্তাহকালের জন্য অবরুদ্ধ হইলেন! ইহার মধ্যেই বিলাত হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসিয়া পৌছিবে। জিয়েন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে কহিল, “হায় হায় আমি কি করলেম! আমার জন্যই প্রভুর সর্ব্বনাশ হ'লো!” কিন্তু ফিলিয়াস্ ফগ একেবারে অবিচলিত রহিলেন—যেন কিছুই ঘটে নাই! তিনি দৃঢ়স্বরে ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন, “আমি জামিন চাই।”

“তা পেতে পারেন। এক একজন ১৫ হাজার টাকা। এখানে কেউ আপনাদের চেনে না। কাজেই বেশী জামিন না হ'লে চলবে না।”

ফিক্স গোয়েন্দার বুকের ভিতর ধড়ফড় করিতেছিল। কি হয়,

কি হয়! ফগ কি এতই বুদ্ধিহীন যে মুহূর্ত্তে এত টাকা নষ্ট করিবে!

ফিলিয়াস্ ফগ বাক্য ব্যয় না করিয়া ব্যাগ হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া পেশকারের টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "টাকাটা আমি এখনই দাখিল করতে চাই।"

বিচারক কহিলেন, "আপনারা মুক্তি লাভ করলেই এ টাকা ফেরত পাবেন। এখনকার মত আপনারা জামিনে খালাস হলেন।"

গোয়েন্দা অবাক্! জিয়েনও অবাক্!

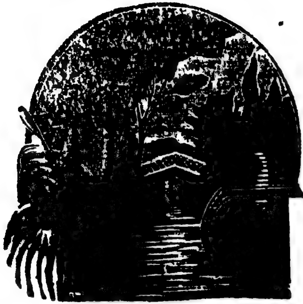
মিঃ ফগ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "চলে এস জিয়েন।"

জিয়েন সক্রোধে কহিল, "আমার জুতা জোড়াটা বোধ হয় ফেরত পাব। এ জুতার এক এক খানার দাম এখন ১৫ হাজার টাকা!"

তখন ১টা বাজিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব ছিল। ফিলিয়াস্ ফগ একখানি গাড়ীতে উঠিয়া জেটীর দিকে ছুটিলেন।

ফিক্স গোয়েন্দা মনে মনে একান্ত অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু কাল বিলম্ব না করিয়া ফগের অনুসরণ করিলেন। তখনো তাঁহার ভরসা ছিল ফগ নিশ্চয়ই সময় মত আসিয়া উপস্থিত হইবেন—অত টাকা কিছুতেই জলে ফেলিবেন না। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, ফিলিয়াস্ ফগ তাঁহার সঙ্গিনী ও ভৃত্যাকে লইয়া রেঙ্গুন জাহাজে উঠিলেন, তখন তিনি ক্ষোভে ও রোষে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কহিলেন—

"উঃ কি ভয়ানক লোক! ঠিক দস্যুর মতই অর্থের উপর মমতাহীন! এক মুহূর্ত্তে এত টাকা নষ্ট করলে! যদি আবশ্যক হয়, আমি ফিলিয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত যাব—দেখি কি হয়! কিন্তু যেমন ভাবে খরচ করছে, তাতে যে পুরস্কারের জন্য বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকবে এমন ত বোধ হয় না!"



# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## গোয়েন্দার চিন্তা

ঙ্গুন পোত মঙ্গোলিয়ার মতই দ্রুতগামী ছিল। কিন্তু আরোহীদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত মঙ্গোলিয়াতেই ভাল ছিল। যাহাতে রাণী আউদার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেজন্য মিঃ ফগ বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন।

আউদা ক্রমে ক্রমে ফিলিয়াস্ ফগের সহিত বিশেষ পরিচিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণরক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। একদিন রাণী আউদা কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন যে, বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ বণিক্ স্যার জেম্‌সেট্‌জি জিজিভয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা আছে। স্যার জেম্‌সেট্‌জির ভাগিনেয় হংকংএ থাকেন। আউদা তাঁহারই আশ্রয়ে যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি আউদাকে গ্রহণ করিবেন কি না কে জানে। যদি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিজের দশা যে কি হইবে সেই চিন্তাতেই আউদা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। মিঃ ফগ কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি, সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।"

রেঙ্গুন জাহাজে সমুদ্র-যাত্রার প্রথম ভাগটা বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া গেল। ওই অনতিদূরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ওই তাহাদের রমণীয় স্যাডল্ পিকের ২৪০০ ফিট উচ্চ শৃঙ্গ সগর্ব্বে শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জাহাজখানি বেলাভূমির অতি নিকট দিয়া যাইতে

লাগিল। সম্মুখে অনন্তবিস্তারি বনশ্রেণী—তাল, খর্জ্জুর, শেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের সারি। সেই কাননের পশ্চাদ্‌ভাগে গিরিশিখরগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত দেখাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে রেঙ্গুন পোত আন্দামান পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। গোয়েন্দা ফিক্স তখন কোথায় ছিলেন?

তিনি যখন দেখিলেন, শিকার সত্য সত্যই পলায়ন করিল, তখন অনন্যোপায় হইয়া বিলাতের পরোয়ানা হংকংএ পাঠাইবার উপদেশ দিয়া রেঙ্গুন জাহাজেই হংকং যাত্রা করিলেন। পাছে জিয়েনের সহিত জাহাজের উপর তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে, এই ভয়েই তিনি অতি সাবধানে থাকিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, জাহাজ যখন সিঙ্গাপুরে অধিকক্ষণ থাকিবে না, তখন হংকংই তাঁহার শেষ ভরসার স্থল। দস্যুকে হংকংএ ধরিতে না পারিলে আর ধরা যাইবে না। হংকংএর পরই ত চীন, জাপান এবং আমেরিকা। সাধারণ একখানা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিবে না। এ সকল স্বাধীন দেশে দস্যুকে ধরিবার জন্য বিশেষ পরোয়ানা আনাইতেও অনেক সময় লাগিবে। ততদিন ফিলিয়াস্ ফগ কোথায় যে লুক্কায়িত হইবেন তাহা কে বলিতে পারে!

গোয়েন্দা ফিক্স বড় বিপদেই পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যত কল কৌশল সবই ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম। বোম্বাই এবং কলিকাতা দুই স্থানেই পরাজিত হইয়াছি। হংকংএ যদি দস্যুকে ধরিতে না পারি, তাহা হইলে আমার সুনাম পর্য্যন্ত কলঙ্ক-মলিন হইবে। যেমন করিয়াই হউক, হংকংএ উদ্দেশ্য সাধন করিতেই হইবে। জিয়েনকে কি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব? বলিলে সে হয় ত দস্যুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমাকেই সাহায্য করিবে।'

'কি করি? বলি—কি বলিব না? এ যে বড় বিষম সমস্যা!' যদি

জিয়েন তাহার প্রভুকে সকল কথা বলিয়া দেয়! তবেই ত আমার সকল শ্রম পণ্ড হইল! না—নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কোন কথা প্রকাশ করা হইবে না।'

'মিঃ ফগের সঙ্গিনীটীই বা কে? আগে ত ইঁহাকে দেখি নাই। বোম্বাই হইতে কলিকাতার পথে ইনি জুটিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোকটী সুন্দরী বটে। বুঝি ইঁহার জন্যই মিঃ ফগ টাকা চুরি করিয়া পলাইতেছেন! এখন ঠিক বুঝিয়াছি। টাকা চুরি করিয়া এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া মিঃ ফগ দেশত্যাগী হইতেছেন।'

'স্ত্রীলোকটী কি বিবাহিতা? তা' হউক বা না হউক, আমার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মিঃ ফগ যে ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে ত আর সন্দেহ নাই। এই ত বেশ সুযোগ জুটিয়াছে! রমণী-অপহরণের জন্য মিঃ ফগকে আটকাই না কেন!'

'কি বিপদ্! রেঙ্গুন জাহাজ যে আবার একদম হংকং যাইবে। মিঃ ফগ যেমন জাহাজ হইতে জাহাজে, রেল হইতে রেলে, ঝম্পপ্রদান করিতে করিতে চলিয়াছেন, হংকংএ কি তিনি বেশী বিলম্ব করিবেন? ভরসা ত হয় না।'

'এক কাজ করা যাউক। সিঙ্গাপুর হইতে হংকংএর পুলিশকে তারে খবর পাঠাই। তাহারা প্রস্তুত থাকিলেই যেমন জাহাজ হংকংএ যাইবে, অমনি মিঃ ফগ ধৃত হইবেন। কিন্তু আগে জিয়েনকে 'ধাপ্পা' দিয়া ভিতরের সংবাদটা নিতেই হইতেছে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফিক্স গোয়েন্দা জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া দেখিলেন জিয়েন তথায় পাদচারণ করিতেছে। তাহাঁকে দেখিবামাত্রই গোয়েন্দা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "এ কি, রেঙ্গুন জাহাজে তুমি যে?"

"মিঃ ফিক্স! আপনিও যে দেখছি এখানে! সেই বোম্বাইতে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল—না? আপনিও কি পৃথ্বী-পর্য্যটনে বেরিয়েছেন না কি?"

"না—ও সব খেয়াল আমার নাই। আমি কিছুদিন হংকংএ থাক্‌বো ভাবছি।"

"ও তাই না কি! আপনাকে ত এতদিন ডেকের উপর দেখতে পাইনি। সেই কবে আমরা কলিকাতা ছেড়েছি—"

"আমার একটু অসুখ হয়েছিল তাই বাহিরে আসিনি। কি জান, এই বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর এ দু'টো আমার সয় না। তা' যাক্। তোমার মনিব কেমন আছেন?"

"তিনি ভালই আছেন। ঠিক্ ঠাক্ সময় মত তাঁর সব কাজ হ'য়ে যাচ্ছে। মিঃ ফিক্স, আপনি বোধ হয় জানেন না যে এখন আমাদের সঙ্গে একটী মহিলা আছেন।"

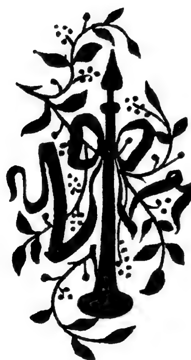
গোয়েন্দা আত্মগোপন করিয়া কহিলেন, "মহিলা? সুন্দরী যুবতী? কৈ না? অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা নাই, আমি আর কেমন করে' জান্‌ব বল।"

জিয়েন তখন গোয়েন্দার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিতে লাগিল। মালাবার মন্দিরে তাহার দুর্দ্দশা, খোল্‌বিতে হস্তী ক্রয়, পিল্লাজির মন্দিরে সতীদাহ, কলিকাতার বিচারশালায় বিচার ও দণ্ড—এ সমস্তই সে গোয়েন্দা ফিক্সের নিকট একে একে বর্ণনা করিল। ফিক্স গোয়েন্দা ইহার কতক কতক ভালই জানিতেন। তথাপি অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সহানুভূতি দেখাইয়া কহিলেন,—

"মিঃ ফগ কি এখন এই মহিলাটীকে ইউরোপে নিয়ে যাবেন না কি?"

"না—তা' কেন? সে কি কখনো সম্ভব? হংকংএ রাণী আউদার আত্মীয় আছেন। আমরা তাঁরই কাছে ওঁকে রাখতে চাচ্ছি। শুনেছি তিনি হংকংএর একজন বড় মহাজন।"

সকল কথা শুনিয়া গোয়েন্দার মন দমিয়া গেল। তিনি হতাশ হৃদয়ে ভাবিলেন 'এ পথে দেখছি কিছু হবে না।' তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন, "এস এক গ্লাস জিন্ খাওয়া যাক্—অনেক দিন পর দেখা হ'ল।" জিয়েন হর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "চলুন—দুইএক গ্লাস জিন ভিন্ন আর রেঙ্গুন জাহাজে কি করে' সময় কাটানো যাবে!"



# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## দে দোল্—দে দোল্ !



দিনের পরও রেঙ্গুন জাহাজে জিয়েনের সহিত গোয়েন্দার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রকম-সকম দেখিয়া গোয়েন্দা আর তাহার নিকট হইতে সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন না।

জিয়েন ভাবিতে লাগিল, 'আমরাও যেখানে যাই, ফিক্সকেও সেই খানেই দেখিতে পাই। ব্যাপারখানা কি ! মিঃ ফিক্স নিশ্চয়ই সংস্কার-সমিতির প্রেরিত গুপ্তচর। মিঃ ফগ সত্য সত্যই দেশ ভ্রমণ করছেন কি না, তাই গোপনে দেখে যাচ্ছে।'

জিয়েনের বড় রাগ হইল। ফিলিয়াস্ ফগের ন্যায় সজ্জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তচর প্রেরণ! সে মনে মনে বলিল, 'ইহার জন্য সংস্কার-সমিতির সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হ'বে।' পাছে মিঃ ফগ দুঃখিত হ'ন সেই জন্য সে তাঁহার নিকট কিছু প্রকাশ করিল না।

রেঙ্গুন তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১২ ঘণ্টা পূর্ব্বেই সিঙ্গাপুরে নোঙ্গর করিয়া কয়লা তুলিতে লাগিল। মিঃ ফগ রাণী আউদাকে সঙ্গে লইয়া নগরভ্রমণে বাহির হইলেন।

গোয়েন্দাও তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। জিয়েন ইহা দেখিল, দেখিয়া হাসিল। বেলা ১১টার সময় সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ ছাড়িল। তখনো হংকং ১৩০০ মাইল দূর। এতদিন পর্য্যন্ত আকাশ বেশ ভালই

ছিল। সহসা অল্প অল্প তুফান আরম্ভ হইল। জাহাজের কাপ্তান পাল টানিয়া দিলেন। রেঙ্গুন গুণমুক্ত সায়কের মত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মধ্যে মধ্যেই ফিক্সের সহিত জিয়েনের সাক্ষাৎ হইত। একদিন কথোপকথন করিতে করিতে গোয়েন্দা কহিলেন,—

"হংকংএ পৌঁছিবার জন্য তোমরা বড় বেশী ব্যস্ত হয়েছ বলে বোধ হয় ?"

"হাঁ, একটু হয়েছি বৈ কি।"

"মিঃ ফগ বুঝি সেখানে ইয়োকোহামার জাহাজ ধরবেন ?"

"হাঁ। সেই জন্যই তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন।"

"পৃথ্বী-ভ্রমণের এই ব্যাপারটা কি তুমি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর ?"

"করি বৈ কি। কেন, আপনি কি করেন না ?"

"মোটেই না।"

"আপনি ত দেখছি বড় ধূর্ত্ত !"

জিয়েনের কথা শুনিয়া ফিক্স গোয়েন্দা একটু বিচলিত হইলেন। ভাবিলেন, 'আমি যে গোয়েন্দা এ কথা কি তবে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে না কি ?'

সে দিনের মত তিনি আর সাহস করিয়া অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

জিয়েন ছাড়িবার পাত্র ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে অন্য একদিন সে নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ ফিক্স, হংকংএর পর কি আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না ?"

কিছু বিব্রত হইয়া ফিক্স কহিলেন, 'হাঁ—তা' কি জান, এখনই সে কথা ঠিক বল্‌তে পারা যায় না।" প্রত্যুত্তরে জিয়েন কহিল, "আপনি যদি বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকেন তা' হ'লে আমার বড় আনন্দ হ'বে।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীর পক্ষে কি অর্দ্ধপথেই থেমে যাওয়া ভাল দেখাবে ? গোড়ায় বলেছিলেন, আপনি শুধু বোম্বাই পর্য্যন্তই আসবেন। এখন ত দেখছি প্রায় চীনে এসে পড়েছেন। আমেরিকা ত আর বেশী দূর নয়। আর আমেরিকা থেকে পা বাড়ালেই ত ইউরোপ!”

গোয়েন্দা তখন নিতান্ত বিব্রত হইয়া জিয়েনের দিকে তীব্র কটাক্ষ-পাত করিলেন। জিয়েন কথাটী বলিয়া নিতান্ত সরলভাবে হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, “এ ব্যবসায়ে আপনার বেশ দু’ পয়সা থাকে। কেমন না ?”

অবিচলিত ভাবে ফিক্স উত্তর করিলেন, “হাঁ, কখন-কখনো কিছু থাকেও, আবার থাকেও না। আমাদের কাজেরও একটা মরসুম আছে। মরসুমের সময় একরকম মন্দ চলে না। তবে আমার যাতা-য়াতের খরচ-পত্র কিছু নিজের লাগে না।” জিয়েন আর একটু হাসিয়া কহিল, “সেটা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে।”

মিঃ ফিক্স আর কোনো কথা না কহিয়া নিজের কামরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সহস্র চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

ইতিপূর্ব্বেই অল্প অল্প তুফান আরম্ভ হইয়াছিল। এখন তাহা প্রবল-হইয়া উঠিল। প্রতিকূল বাতাসে রেঙ্গুনের গতি অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িল। মিঃ ফগ সেই চঞ্চল জলরাশির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার বদনে চিন্তার রেখা মাত্র লক্ষিত হইল না। জিয়েন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। যদি তাহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে পবনদেবকে তীব্র কষাঘাত করিতে ছাড়িত না। সে রেঙ্গুন জাহাজের নাবিকদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার কর্ম্মপটুতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল।

দে দোল্—দে দোল্! প্রবল তরঙ্গের আঘাতে রেঙ্গুন দুলিয়া দুলিয়া

কাঁপিতে লাগিল। মিঃ ফিক্স মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি পবনদেবকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ঝড় যেন থামে না। তিনি জানিতেন, আর দুই একদিন এইরূপ চলিলেই রেঙ্গুন সময় মত হংকংএ পৌছিতে পারিবে না—ইয়োকোহামার জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! জিয়েন যখন একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদের বিপদের কথা মিঃ ফিক্সকে জানাইল, তখন তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন।

ঝড় অবশেষে থামিল বটে, কিন্তু রেঙ্গুনপোত নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘণ্টা পর যাইয়া বন্দরে পৌছিল! ইয়োকোহামার জাহাজ বুঝি ছাড়িয়া গিয়াছে! তবে উপায়? জিয়েন বড় অধীর হইল। কি দুঃসংবাদ না জানি শুনিতে হইবে, এই শঙ্কায় সে বন্দরের আড়কাঠিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। রাণী আউদা মিঃ ফগের বিপদে অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মিঃ ফগ যেন পাষাণ-গঠিত। তিনি একান্ত নিরুদ্বেগে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই।" আড়কাঠিকে জাহাজের উপর দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়োকোহামার জাহাজ কি চলে গেছে?"

"না—যায় নাই। জাহাজের বয়লার খারাপ ছিল বলে' যেতে পারে নাই।"

"কখন্ যাবে?"

"কাল সকালে জোয়ার এলেই ছাড়বে।"

"জাহাজের নাম কি?"

"কর্ণাটিক।"

"ধন্যবাদ।"

আড়কাঠি বিদায় হইতেছিল, জিয়েন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার কর মর্দ্দন করিয়া কহিল, "আপনি অতি ভাল মানুষ—আপনাকে

ধন্যবাদ।" জিয়েনের ইচ্ছা হইতেছিল সে আড়কাঠিকে বুকে জড়াইয়া ধরে। অকস্মাৎ একজন অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপে প্রশংসিত হইবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আড়কাঠি বিস্মিত হইল এবং কারণ অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা না করিয়া শিশ্ দিতে দিতে জাহাজ হইতে নৌকায় অবতরণ করিল। বেলা ১টার সময় রেঙ্গুন-পোত জেটীতে আসিয়া লাগিল।

এবার মিঃ ফগের শুভাদৃষ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিল। তিনি যদি কর্ণাটিক জাহাজ ধরিতে না পারিতেন তাহা হইলে পরবর্ত্তী পোতের জন্য তাঁহাকে ৮ দিন অপেক্ষা করিতে হইত! মিঃ ফগ দেখিলেন তাঁহার ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে, কিন্তু সে জন্য বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। যে জাহাজ ইয়োকোহামা হইতে সান্ ফ্রান্সিস্কো যাতায়াত করিত, হংকংএর জাহাজ না পৌছিলে তাহার ছাড়িবার নিয়ম ছিল না। যদিও এই ৩৫ দিনে তিনি ২৪ ঘণ্টা পিছাইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতেই সেটুকু সারিয়া লইবার ভরসা করিলেন।

জাহাজ জেটীতে লাগিবামাত্রই তিনি রাণী আউদাকে লইয়া হংকংএর একটী পান্থনিবাসে গমন করিলেন এবং তথায় জিয়েনকে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সার জেম্‌সেট্‌জি জিজিভয়ের ভাগিনেয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

আউদার দুরদৃষ্ট! তাঁহার দেখা মিলিল না। তিনি তখন হংকংএ থাকিতেন না। দিনেমার বণিক্‌দিগের সহিত তাঁহার কারবার অধিক ছিল বলিয়া, দুইবৎসর পূর্ব্বেই চীন হইতে হলাণ্ডে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেইখানেই থাকিতেন।

সংবাদ শুনিয়া রাণী আউদার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কপোল-দেশে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডুর

হইয়া উঠিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মিঃ ফগ, এখন আমার উপায়!"

"চলুন ইউরোপে যাওয়া যাক্।"

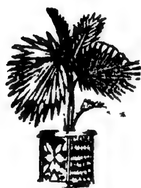
"আপনার ঘাড়ের উপর একটা ভারি বোঝার মত আমি আর কত দিন থাক্‌বো।"

"কিছু না—কিছু না! জিয়েন— !"

"আজ্ঞা।"

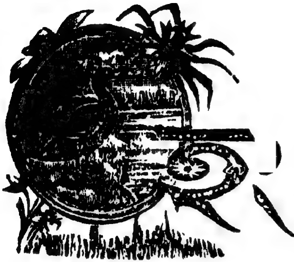
"কর্ণাটিক জাহাজে যেয়ে তিনখানা টিকেট কিনে রাখ।"

জিয়েন অবিলম্বে প্রস্থান করিল।



# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## গোয়েন্দার কাণ্ড



হংকং একটী দ্বীপমাত্র। ১৮৪৩ সালে ন্যান্‌কিনের সন্ধিসূত্রে হংকং ইংরাজের অধিকারে আসিয়াছিল। ইংরাজের ঔপনিবেশিক স্পৃহা অল্প-কাল মধ্যেই হংকংকে একটী ইউরোপীয় নগরে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। ক্যাণ্টন নদীর মুখেই দ্বীপটী অবস্থিত। চৈনিক বাণিজ্যের অধিকাংশ পণ্য সম্ভারই এই পথে যাতায়াত করিত। তাই অল্প সময়েই হংকং বন্দর একটী শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। দেখিতে দেখিতে জেটী, চিকিৎসালয়, মালগুদাম, গির্জ্জা, কর্ম্মশালা প্রভৃতি হংকংএর সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিল। প্রশস্ত রাজপথগুলি নগরের গৌরবস্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

জিয়েন পান্থশালা হইতে বিদায় হইয়া তাহার কোটের দুই পকেটে দুই হস্ত দিয়া নগর সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ক্যাণ্টন নদীর মুখে ভিক্টোরিয়া বন্দরে নানাদেশের বিশালকায় অর্ণবপোত সকল ভাসিতেছিল। বাণিজ্যপোত, রণতরী, ধীবরদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী, সেম্পা, তঙ্কা প্রভৃতি কত প্রকারের জলযান বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল। কুসুমসজ্জিত তরণী পর্য্যন্ত সেই নদীর মুখে ভাসমান উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

যে বন্দর হইতে কর্ণাটিক পোত ছাড়িবার কথা ছিল জিয়েন তথায়

যাইয়া উপনীত হইল। দেখিল, ফিক্স গোয়েন্দা চিন্তাকুলচিত্তে জেটীর উপর ভ্রমণ করিতেছেন। জিয়েন হাস্য করিয়া আপন মনে বলিল, "সংস্কার-সমিতির পক্ষে এটা শোভা পায় না!"

তখনো বিলাতের পরোয়ানা আসিয়া পৌছিয়াছিল না। নিকট ভবিষ্যতে উহা আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। হংকংএ দস্যু ধৃত না হইলে তাহাকে ধরিবারও আর সুযোগ ছিল না। সুতরাং গোয়েন্দার হৃদয়মধ্যে যে কি ভীষণ চিন্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছিল, কি বিষম অস্থিরতা যে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। জিয়েন সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া হাসিয়া কহিল, "কি মিঃ ফিক্স, আপনিও কি তবে আমাদের সঙ্গেই আমেরিকা যাচ্ছেন?"

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ফিক্স কহিলেন,—

"হাঁ যাচ্ছি বৈ কি।"

উচ্চ হাস্য করিয়া জিয়েন বলিল, "তা' বেশ ত আসুন না। আমি ত আগেই জানি, আপনি আমাদের ছাড়তে পারবেন না! আসুন—আসুন টিকেট কেনা যাক্।"

উভয়ে তখন টিকেটঘরে গিয়া ৪ খানি টিকেট লইল। কেরাণী জানাইলেন, জাহাজের আবশ্যক সংস্কার শেষ হইয়াছে। প্রভাতে জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল বটে, কিন্তু সে সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জাহাজ সেই সন্ধ্যাকালেই ছাড়া হইবে।

"বেশ তা'তে আর অসুবিধা কি, যাই – মনিব ম'শায়কে খবর দিগে," এই বলিয়া জিয়েন অগ্রসর হইল। মিঃ ফিক্স দেখিলেন, 'হয় এখনই—না হয় এ জীবনে আর নহে।' তিনি একটী দুঃসাহসিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। রাজপথে বাহির হইয়া জাহাজ ঘাটের নিকটে একটী দোকান দেখিয়া তিনি কহিলেন, "এস জিয়েন, কিছু জলযোগ করা যাক।"

জিয়েনের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। উভয়ে দোকানে প্রবেশ করিলেন।

দোকানটী বেশ বড়। তাহার একটী সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষের এক-পার্শ্বে একটী সুবিস্তৃত শয্যা রচিত ছিল। জিয়েন দেখিল কতকগুলি লোক সেই শয্যার উপর নিদ্রামগ্ন। প্রায় ৩০ জন লোক ছোট ছোট টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিয়া কেহ বিয়র, কেহ বা পোর্টার, কেহ বা ব্রাণ্ডি, কেহ বা অন্যপ্রকার সুরা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছিল। অনেকে আবার রক্তাভ মৃত্তিকার সুদীর্ঘ নলে গোলাপজলে সিক্ত অহিফেনের ধূমপানে ব্যস্ত ছিল। যাহারা অহিফেন-ধূমপানে হতজ্ঞান হইয়া টেবিলের নিম্নে পতিত হইতেছিল, পরিচারকগণ তাহাদিগকে সযত্নে তুলিয়া সেই সুবিস্তৃত শয্যার উপর রক্ষা করিতেছিল।

মিঃ ফিক্স অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন যে তাঁহারা চীন দেশের একটী গুলির আড্ডায় আসিয়াছেন। নরসমাজে যত প্রকার কদভ্যাস বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে অহিফেন-সেবনই সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই কদভ্যাস চীনের রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া একটী সমগ্র জাতিকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল! এমন কি রমণীরা পর্য্যন্ত ইহার কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছিল না!

মিঃ ফিক্সের আদেশে দুই বোতল পোর্ট সুরা আসিল। তাঁহারা পান করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে বোতল নিঃশেষিত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে গল্পের স্রোত চলিতে লাগিল। জিয়েনের হঠাৎ মনে হইল কর্ণা-টিক জাহাজ ছাড়িবার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে উঠিল। কহিল—

"জাহাজ সন্ধ্যার সময় ছাড়বে। মনিব মশায়কে খবর দিতে হ'বে। আমি উঠি।"

তাহাকে বাধা দিয়া গোয়েন্দা কহিলেন, "আহা আর একটু বসো না। এত তাড়াতাড়ি কি—এখনো ঢের সময় আছে।"

"কেন? কিছু দরকার আছে কি?"

"তোমার সঙ্গে একটা গুরুতর কথা আছে।"

"গুরুতর কথা! কি কথা? আজ ত সময় নাই, কাল শুনলেই চল্‌বে। আপনিও ত কর্ণাটিকেই যাবেন।"

"কাল শুনলে চল্‌বে না—আজই শুনতে হবে। আর একটু বসো। কথাটা তোমার মনিবের সম্বন্ধেই।"

জিয়েন তীব্র দৃষ্টিতে গোয়েন্দার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার প্রভুর সম্বন্ধেই! কি কথা—"

সে পুনরায় একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইল। আবার মদ্য আসিল। আবার উভয়ে পান করিলেন। মিঃ ফিক্স জিয়েনের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—

"আমি যে কে তা' বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ?"

"কতকটা পেরেছি বৈ কি।"

"তবে আর কি। এখন আমি সব কথাই তোমাকে খুলে বল্‌তে পারি।"

"আমি যখন আপনাকে চিনে ফেলেছি, তখন আর বলতে বাধা কি—বলে ফেলুন। কিন্তু আমি আগেই জানিয়ে রাখি তাঁরা আপনাকে পাঠিয়ে মিছামিছি কেবল হয়রাণ করছেন।"

"এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা যে কত, সে খোঁজ তুমি রাখ না।"

"রাখি না! রাখি বৈ কি। তিন লক্ষ টাকা।"

ফরাসীর বাহু সজোরে ঝাঁকাইয়া দিয়া মিঃ ফিক্স কহিলেন, "তিন লক্ষ কি হে! সাড়ে আট লক্ষ!"

"কি বল্লেন—সাড়ে আট লক্ষ! তবে কি মিঃ ফগ সাড়ে আট লক্ষ টাকার বাজী ধরেছেন! তা' হ'লে দেখছি এখানে সময় নষ্ট করা আমার নিতান্তই অন্যায় হচ্ছে।"

জিয়েন পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ফিক্স তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বুঝেছ—৩।৪ লাখ নয় - সাড়ে আট লাখ! এই যে ব্রাণ্ডি আছে—আর একটু খাও না।"

জিয়েন পুনরায় পান করিল। গোয়েন্দা কহিলেন—

"সাড়ে আট লক্ষ—বুঝেছ ত! আমি যদি সফলকাম হই তা'হলে আমি ত্রিশ হাজার পাব। তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, তা'হলে তোমাকেও তিন হাজাব দিব।"

"আপনাকে সাহায্য করবো!" গোয়েন্দার দিকে উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া উচ্চস্বরে জিয়েন কহিল, "আপনাকে সাহায্য করবো!"

"হাঁ আমাকেই সাহায্য করবে। যাতে মিঃ ফগের এখানে কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হয় তাই করতে হ'বে!

"আপনি বলেন কি মশায়? আমার প্রভুর পশ্চাতে গোয়েন্দা পাঠিয়েও কি তাঁদের তৃপ্তি হয় নি! এখন আবার তাঁরা প্রভুর যাত্রা-পথটীও বিঘ্নসঙ্কুল করে' দিতে চান? ছি ছি! ধিক্ তাঁদের!

"তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারছিনে।"

"এর চেয়ে ছোট নজর আর নাই। তাঁরা ত দেখছি তা' হ'লে রাহাজানি করে' মিঃ ফগের পকেট মারতেও পারেন!"

"আমরা ত ঠিক তাই-ই করতে চাই!"

অগ্নিতুল্য ব্রাণ্ডি ক্রমেই জিয়েনকে উত্তেজিত করিতেছিল। সে কহিল, "তা হ'লে ত দেখছি এ একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র! কেমন তাই

নয় কি ? নিশ্চয়ই তাই ! তাঁরাই আবার বন্ধু বলে'—ভদ্রলোক বলে' পরিচয় দেন !

ফিক্স বড় গোলমালে পড়িলেন। জিয়েন বলিতে লাগিল, "এঁরাই বন্ধু ! এঁরাই আবার সংস্কার-সমিতির সদস্য ! মিঃ ফিক্স আপনি কি জানেন না যে আমার প্রভু অতি সাধু সদাশয় মহৎ লোক। তিনি যে বাজী ধরেছেন, সদুপায়েই তা' জিতে নেবেন।"

জিয়েনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া মিঃ ফিক্স কহিলেন, "আমি যে কে তা' কি তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ ?"

"আপনি আর কে ! সংস্কার-সমিতির একজন গোয়েন্দা ! আমার মনিবকে পদে পদে বাধা দিতেই এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন। আমি ত অনেক দিনই আপনাকে চিনেছি, কিন্তু মনে দুঃখ পাবেন বলে মিঃ ফগের কাছে এ কথা ভাঙ্গি নাই।"

ফিক্স তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হলে তিনি এর বিন্দুবিসর্গও জানেন না ?"

ব্রাণ্ডির গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া জিয়েন কহিল, "কিছু মাত্র না।"

গোয়েন্দা ফিক্স দুই হস্তে চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া ক্ষণিকের জন্য আপন কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন, জিয়েন নিতান্ত সরল। সে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক-দস্যুতায় মিঃ ফগের সহযোগী ছিল না। গোয়েন্দা ভাবিল যদি তাই হয়, তা' হ'লে অবশ্যই সে আমাকে সাহায্য করবে। অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার সময়ও আর তখন ছিল না। যেমন করিয়া হউক মিঃ ফগকে হংকংএ ধরিয়া রাখাই তখন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, "শোন—তুমি যা' ভাবছ, আমি তা' নই।"

বিস্মিত হইয়া জিয়েন কহিল, "সে কি !"

"লণ্ডন পুলিশের বড় কর্ত্তা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি একজন গোয়েন্দা পুলিশ!"

"আপনি গোয়েন্দা পুলিশ!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? এই তার প্রমাণ দেখ।" "ফিক্স মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নিয়োগ-পত্র প্রভৃতি বাহির করিয়া সেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় নিরুদ্ধবাক্ ফরাসীর সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাজী ধরার একটা মিথ্যা-কাহিনী রচনা করে' মিঃ ফগ তোমাকেও ঠকিয়েছেন, আর সংস্কার-সমিতির সদস্যদেরও ফাঁকি দিয়েছেন! তুমি যাতে কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর সহায়তা কর, এটাও তাঁর একটা মতলবের মধ্যে।"

"কেন? তাঁর লাভ কি?"

"লাভ?—এই দেখ না, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে আট লক্ষ টাকা চুরি যায়। সৌভাগ্যক্রমে দস্যুর মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। মিঃ ফগের সঙ্গে সে মূর্ত্তির ঠিক মিল আছে!"

হস্তদ্বারা টেবিলে সজোরে আঘাত করিয়া জিয়েন কহিল, "এ হ'তেই পারে না—এ কথা একেবারে অসম্ভব! আমার মনিবের মত একজন সজ্জন পৃথিবীতে দুর্লভ।"

"তুমি তার কি জানবে! যেদিন মিঃ ফগ এই একটা পাগলামীর খেয়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তুমি ত সবে সেই দিনই তাঁর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছিলে। মনে করে' দেখ দেখি সে দিন তাঁর সঙ্গে কি ছিল। কোন জিনিষ-পত্র ছিল কি? কেবল ছিল একটা কার্পেটব্যাগ আর তার মধ্যে কতকগুলো ব্যাঙ্ক নোট! এখনো কি তুমি বলতে চাও যে তিনি একজন সাধু পুরুষ?"

যন্ত্রচালিতবৎ জিয়েন কহিল, "হাঁ হাঁ, তার পর!"

"দস্যুর সহযোগী বলে' তুমিও কি গ্রেপ্তার হ'তে চাও?"

জিয়েন উভয় হস্তে আপন মস্তক চাপিয়া ধরিল, সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। সে ফিক্স গোয়েন্দার দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। ভাবিতে লাগিল, 'কি অসম্ভব কথা! ফিলিয়াস্ ফগ একজন দস্যু! সেই অকুতোভয় মহৎ ব্যক্তি—রাণী আউদার সেই বীর রক্ষাকর্ত্তাও একজন চোর! না—না—অসম্ভব। কিন্তু বাহ্য অবস্থা যে সমস্তই তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ দিচ্ছে! তা দিক, এ কথা অবিশ্বাস্য—ইহা একান্ত অসম্ভব! জিয়েন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অর্দ্ধাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমি এতদুর পর্য্যন্ত মিঃ ফগের অনুসরণ করেছি। লণ্ডন থেকে আমি যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছি, আজও সেখানা হস্তগত হয় নাই। যাতে মিঃ ফগ হংকং থেকে যেতে না পারেন, তোমাকে তাই করতে হ'বে।"

"কিন্তু আমি—"

বাধা দিয়া ফিক্স কহিলেন, "যদি পার, ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের অর্দ্ধেক তোমার।"

"কখনো না। আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।" জিয়েন উন্মত্তের ন্যায় উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। বিবশ হইয়া পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িল! "মিঃ ফিক্স!" সে বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "মিঃ ফিক্স! আপনার কথা যদি সত্যও হয়—আপনি যে দস্যুর সন্ধানে ফিরছেন, মিঃ ফগই যদি সে দস্যু হ'ন—আপনার কথা হাজার বার সত্য হ'লেও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। আমি এখনো বলছি, তিনি নির্দ্দোষ—তিনি সাধু—তিনি মহৎ। আমি আজও তাঁর নুন খাচ্ছি, বিশ্বাসহন্তা হ'তে পারব না।"

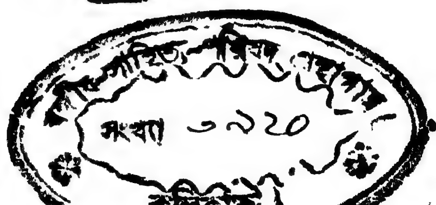
"তা' হ'লে তুমি অসম্মত?"

"নিশ্চয়ই অসম্মত।"

"বেশ ভাল। তা' হ'লে আমাদের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হ'ল, সে সব ভুলে যাও। এস, তার চিহ্নস্বরূপ আর এক গ্লাস করে' খাওয়া যাক।"

সুরা তখন জিয়েনকে বিবশ করিয়াছিল। ফিক্স স্থির করিলেন যে উপায়েই হউক ভৃত্যকে আর প্রভুর নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না। টেবিলের উপরেই অহিফেনপূর্ণ সেই রক্তাভ নলগুলি পড়িয়াছিল! মিঃ ফিক্স তাহারই একটা তুলিয়া লইয়া জিয়েনের হস্তে দিলেন। সুরা-প্রমত্ত জিয়েন কয়েকবার নলে টান দিবামাত্রই অচেতন হইয়া কক্ষতলে পতিত হইল। মিঃ ফিক্স সেই হতচেতন জিয়েনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "যা' হ'ক এত দিনে পেয়েছি! কর্ণাটিক জাহাজ ছাড়ার সময় যে বদল হয়েছে সে কথা আর মিঃ ফগ জানতে পাচ্ছে না!"





# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## তঙ্কাদিরি



দিকে যখন এইরূপে মিঃ ফগের ভবিষ্যৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইতেছিল, তখন তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে রাণী আউদাকে সঙ্গে লইয়া বাজারে বাহির হইয়াছিলেন। রমণীর নিত্য আবশ্যক দ্রব্য-সম্ভার সঙ্গে না থাকিলে রমণী পথ চলিতে পারে না। তাই মিঃ ফগ আউদার সনির্ব্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার জন্য কতকগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছিলেন।

পান্থনিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফিলিয়াস্ ফগ আহার করিলেন এবং আহারান্তে সচিত্র "লণ্ডন নিউজ" এবং "টাইমস্" পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যাহাকিছু ঘটিলেই বিস্মিত হইবার লোক হইলে, মিঃ ফগ দেখিতেই পাইতেন যে তাঁহার ভৃত্য তখনো ফিরিয়া আসে নাই।

প্রভাতে যখন তিনি জিয়েনকে ডাকিলেন তখনো তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ফগ তখনই প্রথম শুনিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রেও সে আসে নাই। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন এবং কর্ণাটিক জাহাজে যাইবার জন্য রাণী আউদাকে সঙ্গে করিয়া শিবিকা আরোহণে যাত্রা করিলেন। জেটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। রাণী আউদার দিকে চাহিয়া তখন মিঃ ফগ কেবল কহিলেন, "ওর জন্য ভাববেন না। পথে-ঘাটে চলতে গেলে এ সব গোলযোগ একটু হয়েই থাকে!"

অদূরে দাঁড়াইয়া গোয়েন্দা ফিক্স এ সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া মিঃ ফগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই না কাল আমাদের সঙ্গে রেঙ্গুন জাহাজে এসেছিলেন?"

"হাঁ। তা' আপনার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ—"

"ক্ষমা করবেন। আপনার ভৃত্যের সঙ্গে এখানে দেখা পাব বলেই এসেছিলাম।"

রাণী আউদা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার সন্ধান কি আপনি দিতে পারেন?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া গোয়েন্দা উত্তর করিলেন, "আমি? না। সে কি আপনাদের সঙ্গে আসে নাই! এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা!"

"না সে ত আসে নাই। কাল থেকেই সে অনুপস্থিত। হয় ত বা সে কর্ণাটিক জাহাজে চলেই গেছে।"

"সে কি আপনাদের রেখেই চলে' যাবে? আপনারাও বুঝি ঐ জাহাজে যেতে চেয়েছিলেন?"

"হাঁ।"

"আমিও যাব মনে করেছিলেম। জাহাজখানা চলে যাওয়াতে বড় অসুবিধা হয়েছে। আমি খবর নিয়েছিলেম, শুনলেম যখন ছাড়ার কথা তার ১২ ঘণ্টা পূর্ব্বেই জাহাজখানা ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ১২ দিনের মধ্যে ত আর অন্য জাহাজ পাওয়া যাবে না। বড়ই অসুবিধা হ'ল!"

কথা বলিতে বলিতে ফিক্সের নয়নের কোণে অধরের প্রান্তে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল। সে হাসি সরল হাসি নহে—তাহা সয়তানের হাসি। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, আর ৮ দিন—তাহা হইলেই ত পরোয়ানা হস্তগত হইবে। আর ভয় কি?

মিঃ ফগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন "কর্ণাটিক ছাড়াও হংকং বন্দরে আরো অনেক জাহাজ ত দেখা যাচ্ছে!" তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাণী আউদাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ ঘাটার দিকে চলিলেন।

গোয়েন্দা অবাক্! ভাবিলেন 'এরা বলে কি!' তিনিও ফগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল, একখানি অর্ণবপোতও সংগৃহীত হইল না। কোন জাহাজে পণ্যাদি বোঝাই হইতেছিল, কোন জাহাজ হইতে বা ভারে ভারে নামিতেছিল। কেহই ইয়োকোহামায় যাইতে সম্মত হইল না! অদৃষ্টলক্ষ্মী কি ফিলিয়াস্ ফগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?

গোয়েন্দা ফিক্স প্রফুল্ল হইলেন।

মিঃ ফগ তখনো ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন নাবিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নাবিক কহিল, "হুজুর কি যানের সন্ধানে ফিরছেন?"

"এখনই ছাড়তে পার, তোমার এমন কোন তরণী আছে?"

"আছে হুজুর। ৪৩ নম্বর আড়কাটীর নৌকাই আমার। এ বন্দরে ওর চেয়ে ভাল নৌকা আর পাবেন না।"

"বেশ দ্রুত যেতে-পারবে ত?"

"ঘণ্টায় ৮।৯ মাইল করে' চলে। আসুন না একবার দেখবেন চলুন।"

"চল।"

"দেখলেই আপনার মনে ধরবে। বুঝি সমুদ্রের মধ্যে একটু বেড়ানো-চেড়ানোর জন্যই নৌকাখানা চাই?"

"হাঁ তাই বটে। তবে ঠিক বেড়ানো নয়, তার চেয়ে একটু বেশী। এই ধর না—সমুদ্র-যাত্রা।"

"সমুদ্র-যাত্রা!"

"আমি ইয়োকোহামা যেতে চাই।"

নাবিক হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ফগের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হুজুর ঠাট্টা করছেন না ত?"

"না ঠাট্টা কেন। আমি কর্ণাটিক জাহাজ ধরতে পারি নাই। ১৪ই তারিখের মধ্যেই আমাকে ইয়োকোহামা পৌছিতে হ'বে। দেরি হ'লে চলবে না। সেখানে যেয়ে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর জাহাজ ধরা চাই।"

"বড় দুঃখিত হচ্ছি—সেটা অসম্ভব।"

"আমি দিন ১০০০ টাকা ভাড়া দিব। আর যদি ঠিক সময়মত যেতে পার, তাহ'লে আরো তিন হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।"

"আপনি সত্যই যাবেন ত?"

"নিশ্চয়ই যাব।"

নাবিক একবার আকাশের দিকে চাহিল, আবার সেই অপার লবণাম্বুরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। শেষে চিন্তামগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিল। একদিকে প্রভূত ধনরাশি, অপর দিকে জীবনের আশঙ্কা। তাহার মনের ভিতর একটা যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

গোয়েন্দা ফিক্স তখন যেন কাঁটার উপর ঝুলিতেছিলেন! মিঃ ফগ আউদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ছোট নৌকা, আপনার ভয় হ'বে না ত?"

"না। আপনার সঙ্গে যেতে আর ভয় কি।"

অনেক চিন্তার পর মাথার টুপী খুলিয়া ছড়ির অগ্রভাগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নাবিক আসিয়া কহিল, "আমার ছোট নৌকা, আমি অতদূর

যেতে সাহস করি না। কি জানি—বলা যায় না—এখন ঝড-তুফানের সময়। সকলেরই প্রাণ যেতে পারে। ইয়োকাহামাও কম দূর নয়—এখান থেকে ১৬৫০ মাইল। সময় মত বোধ হয় যেতেও পারা যাবে না।”

“১৬৫০ মাইল ত নয়, ১৬০০ মাইল।”

“ও একই কথা।”

এতক্ষণে ফিক্স গোয়েন্দা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচলেন! নাবিক বলিতে লাগিল, “তবে এক কাজ করা যেতে পারে—”

এই সর্ব্বনাশ! নিরুদ্ধ নিশ্বাসে মিঃ ফিক্স নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এ আপদ্ জুটিল কোথা হইতে!

মিঃ ফগ কহিলেন, “কি করতে চাও?”

“নাগাসিকি এখান থেকে ১১০০ মাইল, সাংঘাই ৮০০। সাংঘাই গেলে আমরা অনেকটা তীরের কাছ দিয়েই যেতে পারব। স্রোতের টানটাও পাব।”

“কিন্তু আনাকে যে ইয়োকোহামায় আমেরিকার ডাক জাহাজ ধরতে হ'বে?”

“বেশ ত তাই হ'বে। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর জাহাজ ত আর ইয়ো-কোহামা থেকে ছাড়ে না—সাংঘাই থেকেই ছাড়ে। যেতে যেতে ইয়োকোহামা আর নাগাসিকিতে দাঁড়ায়।”

“তুমি ঠিক জান ত?”

“ঠিক জানি।”

“কবে সাংঘাই থেকে ছাড়বে?”

“১১ই তারিখ সন্ধ্যাবেলা। তা' হ'লেই ৪ দিন এখনো আছে। অর্থাৎ ৯৬ ঘণ্টা। যদি ঘণ্টায় ৮ মাইল করে' যেতে পারি আর বাতাস থাকে, তা' হ'লে আমরা ঠিক সময় মতই সাংঘাই পৌঁছিতে পারব।”

"তোমরা কখন রওনা হ'তে পারবে ?"

"এক ঘণ্টার মধ্যে। কিছু খাবার কিনে নিব আর নৌকার পালটা বাঁধব—এই যা দেরি।"

"তবে কথা ঠিক হ'ল ? তোমারই ত নৌকা ?"

"হাঁ আমারই নৌকা। আমার নাম জন্ বুন্স্‌বি। আমার নৌকার নাম তঙ্কাদিরি।"

" তুমি কি কিছু আগাম চাও ?"

"যদি হুজুরের সুবিধা হয় দিতে পারেন।"

"এই ধর —তিন হাজার টাকা আছে।" মিঃ ফগ নাবিকের হস্তে কতকগুলি নোট দিলেন।

মিঃ ফিক্স নিকটেই ছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া ফগ কহিলেন, "মশায়, যদি ইচ্ছা করেন তা' হলে—"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমিও আপনাকে বলব মনে করিয়াছিলাম।"

'তা হ'লে আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হচ্ছি।"

রাণী আউদা বিমর্ষ ভাবে কহিলেন, "আহা, চাকরটার কি করা যাবে ?"

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া মিঃ ফগ বলিলেন, "আমার যা' সাধ্য তা' করব।"

তাঁহারা তখন পুলিশ আফিসে যাইয়া জিয়েনের চেহারার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং তাহার অনুসন্ধানের ব্যয় ও গৃহে যাইবার পাথেয় বলিয়া কিছু অর্থও দিয়া আসিলেন।

বেলা তিনটার সময় তঙ্কাদিরি সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। নৌকাখানি ক্ষুদ্র বটে ৬০০ মণ বোঝাই লয়, কিন্তু খুবই দৃঢ় ও দ্রুতগামী। দেখিতেও বেশ পরিষ্কার, যেন একটী সমুদ্রবিহারী শ্বেতপক্ষী তুলিয়া তুল

নৃত্য করিতেছে। নৌকার বাইচে তঙ্কাদিরিই ইতিপূর্ব্বে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিল। বুন্‌স্‌বির অধীনে আরো ৪ জন মাল্লা ছিল। বুন্‌স্‌বি বেশ দৃঢ়কায়,উৎসাহী এবং দক্ষ মাঝি! তঙ্কাদিরি তাহার গৌরবের কারণ ছিল।

মিঃ ফগ ও রাণী আউদা জিনিষপত্র লইয়া নৌকায় উঠিলেন। ফিক্স গোয়েন্দা ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফগ কহিলেন, "আমি বড় দুঃখিত হচ্ছি যে এ নৌকায় আপনার থাকার ভাল বন্দোবস্ত করতে পারছিনে। কোন রকম করে' এর মধ্যেই কাটাতে হ'বে।"

গোয়েন্দা মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইলেন। দস্যুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নিজেকে বড়ই খাটো বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। আপন মনে বলিলেন, "লোকটা দস্যুই হোক্, আর ফগই হোক্, কিন্তু একান্ত বিনয়ী ও ভদ্র।" প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যদি হঠাৎ জিয়েন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই ত সকল ভুর ভাঙ্গিয়া যাইবে!

গোয়েন্দার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল। বুন্‌স্‌বি তাহার তঙ্কাদিরির পাল তুলিয়া দিল। বাতাসে পাল ফুলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তঙ্কাদিরি বন্দর ছাড়িয়া তীরের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।





# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্

মন একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিয়া ৮০০ [illegible] মাইল সমুদ্র-ভ্রমণ একান্ত বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নাই। বিশেষ তখন আবার ঝড়-তুফানের সময়। জন্ বুন্স্‌বি অর্থের লোভে এবং মিঃ ফগ বাজী জিতিবার প্রত্যাশায় সে বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। ফগ কহিলেন, "মাঝি, যত তাড়াতাড়ি পার চালিয়ে যেতে হ'বে।"

"সেজন্য হুজুরের চিন্তা নাই। বুন্স্‌বি মাঝির উপর আপনি নির্ভর করে' থাকতে পারেন। আমার যতদূর সাধ্য তার ত্রুটী হ'বে না।"

তঙ্কাদিরি বেশ বেগেই যাইতেছিল। মিঃ ফগ ডেকের উপর বসিয়া সেই সফেন তরঙ্গমালা দেখিতে লাগিলেন। রাণী আউদাও এক পার্শ্বে বসিয়া একটু ভীতচিত্তে সমুদ্র দর্শন করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যা হইল। এদিকে আকাশেও তখন অল্প অল্প মেঘ-সঞ্চার হইতেছিল। বাতাস অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তঙ্কাদিরি যেন বাতাসকে পশ্চাৎ করিয়া তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে ঝম্প দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ফগ তরণীর বেগ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। নাবিকগণ পুরস্কারের লোভে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

প্রথম দুই দিবস নির্ব্বিঘ্নেই অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন প্রভাত.

হইতেই আকাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। সমুদ্রের সুদূর দক্ষিণাংশে বিপুল জলোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইতে লাগিল। মাঝি বুন্‌স্‌বি অনেকক্ষণ ধরিয়া চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ ফগকে কহিল—

"হুজুর, আমি একটা কথা বলতে চাই।"

"কি ?"

"আমার আশঙ্কা হয় প্রবল ঝড় হ'বে।"

"কোন্ দিক্ থেকে ? উত্তর, না দক্ষিণ ?"

"দক্ষিণ থেকেই হ'বে বলে' বোধ হয়। একটা ঘূর্ণি বাতাস আস্‌ছে।"

"ভালই হয়েছে। দক্ষিণের ঝড়ে আরো বেগে উ রে যাওয়ার সুবিধাই হ'বে!"

"হুজুর যদি সে কথা বলেন, তা'হলে আমার আর কিছু জানাবার নাই।"

মাঝির সন্দেহ সত্য হইল। রাত্রি ৮ টার সময় দক্ষিণ হইতে প্রবল ঝড় বহিল। যেমন ভীষণ ঝড়, তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি! তঙ্কাদিরি বাত্যাতাড়িত হইয়া এত বেগে চলিতে লাগিল যে, এক একবার তরঙ্গ-স্পর্শ ত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া সেই ক্ষুদ্র তরণীকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কথনো বা তঙ্কাদিরি দুইটী বিশাল তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া নিমজ্জমান হইতে চলিল! কিন্তু ধন্য বুন্‌স্‌বির নৌচালন-কৌশল! তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তঙ্কাদিরিকে স্পর্শ করিতে লাগিল, তরণীগাত্রে ভীমবেগে আঘাত করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র কুটার ন্যায় উহাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় অতল-তলে টানিয়া লইতে চাহিল! কিন্তু তঙ্কাদিরি ডুবিল না, তুফানে নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ফিক্স গোয়েন্দা চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কেন আসিলাম।" আউদা যদিও একান্ত ভীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিলিয়াস্ ফগের দিকে চাহিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ ভাবিতে-ছিলেন, "এমন না হ'লে, নৌকা বেগে যাইবে কিরূপে!"

এতক্ষণ ঝড়ের বেগ উত্তর দিকে ছিল, সন্ধ্যাসমাগমে উত্তর-পশ্চিম হইল। নিশাকালে সেই প্রবল ঝড় এত প্রবল হইল যে, বুন্‌স্‌বি অন্যান্য নাবিকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মিঃ ফগকে কহিল, "আমার বোধ হয় নিকটবর্ত্তী কোন বন্দরের দিকে যাওয়া উচিত। নতুবা বিপদ্ ঘটিবে।"

"আমারও তাই ভাল বলে' বোধ হচ্ছে।"

"উত্তম। কোন্ বন্দরে যাওয়া যাবে হুজুর?"

"আমি ত শুধু একটাই চিনি।"

"সেটা কোথায় হুজুর?"

"সাংঘাই!"

উত্তর শুনিয়া মাঝি বুন্‌স্‌বি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে অপেক্ষা করিল, তাহার পর বলিল, "তাই হ'বে। আমরা সাংঘাই বন্দরেই যাব।"

তঙ্কাদিরি যেমন যাইতেছিল, তেমনি চলিল। রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, তুফান ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল। এমন দুর্য্যোগ বুঝি কেহ আর কখনো দেখে নাই। এমন বিকট জলভঙ্গরব, তরঙ্গের এমন ভীষণ পৈশাচিক নৃত্য, সাগরের এমন প্রলয়কারী রূপ বুঝি কেহ কখনো আর দেখে নাই! উন্মত্ত পবনের এমন বিকট হা হা ধ্বনি বুঝি কেহ কখনো আর শোনে নাই! তঙ্কাদিরি যে কেন নিমজ্জিত হইল না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

তঙ্কাদিরি দুইবার ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার ছাদ প্রভৃতি সমস্তই উড়িয়া গেল! প্রভাতে বাতাসের বেগ কথঞ্চিৎ কমিল,

কিন্তু উহা দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে বহিতে লাগিল। বিপরীত তরঙ্গের আঘাতে তরীখানি টলমল করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে তুফান অনেক কমিয়া গেল—আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইল। রাত্রি একরূপ মন্দ কাটিল না। প্রভাতে বুন্‌স্‌বি কহিল, "সাংঘাই এখনো ১০০ মাইল।" একদিনে এই শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে না পারিলে জাহাজ ধরা অসম্ভব। বুন্‌স্‌বি চিন্তিত হইল।

ক্রমে বাতাস একেবারেই থামিয়া গেল। কয়েকদিনের অবিরাম সমরের পর একান্ত শ্রান্ত হইয়া সমুদ্র যেন সুপ্তিমগ্ন হইল। পালে আর বাতাস লাগে না! মধ্যাহ্নে দেখা গেল সাংঘাই ৪৫ মাইল দূরে! মিঃ ফগ হিসাব করিয়া দেখিলেন, আমেরিকার জাহাজ সাংঘাই বন্দর ছাড়িতে আর ছয়ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব আছে।

বাতাস—বাতাস—আর একটু বাতাস! কাল এত ঝড় বহিয়াছিল, এত তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, সেই ক্ষিপ্তসাগর এত গর্জ্জিয়াছিল, আজ কি তার কিছু থাকিতে নাই! তঙ্কাদিরি অত্যন্ত মন্দগতি হইয়া পড়িল। ফিলিয়াস্ ফগের যথাসর্ব্বস্ব তখন তঙ্কাদিরির উপর নির্ভর করিতেছিল। তিনি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ নিরুদ্বেগ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিল। আরক্তিম রবি সমুদ্রগর্ভে ঢলিয়া পড়িল। সাংঘাই তখনো তিন মাইলের পথ! মাঝি বুন্‌স্‌বি ক্ষোভে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আর হইল না—পুরস্কার পাইয়াও হারাইলাম।" সে তখন মিঃ ফগের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল। মিঃ ফগ মাঝির মুখের দিকে একবার তাকাইলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি ধীর স্থির রোষকলঙ্কশূন্য—সে দৃষ্টির মধ্যে উদ্বেগের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না!

ওই যে একখানি জাহাজের ধূমোদ্গীরণ-নল দেখা যাইতেছে—ওই ত সেই নলমুখে ঘোরকৃষ্ণ ধূমরাশি বিনির্গত হইয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে!

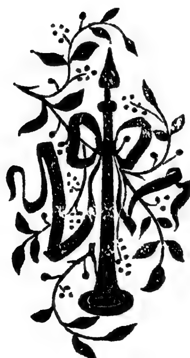
এ তবে কোন্ জাহাজ বন্দর ছাড়িল! জাহাজ দেখিয়াই বুন্‌স্‌বি চিনিল উহা আমেরিকাযাত্রী জাহাজ! সে রোষে ও ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "জাহাজ অতল জলে ডুবিয়া যাক্।"

মিঃ ফগ নিতান্ত শান্তভাবে কহিলেন, "জাহাজকে ডাক।"

কুয়াসার মধ্যে সঙ্কেত করিবার জন্য তঙ্কাদিরির মুখের উপর একটী ক্ষুদ্র পিত্তলকামান সংযুক্ত ছিল। বুন্‌স্‌বি ক্ষিপ্রহস্তে বারুদ ঢালিয়া কামানের নল পূর্ণ করিল। সে তৎক্ষণাৎ বারুদে অগ্নিসংযোগ করিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া মিঃ ফগ কহিলেন "আগে বিপদ্‌জ্ঞাপক নিশান তোল।"

মাস্তুলের অর্দ্ধপথে সাঙ্কেতিক পতাকা উড়িল।

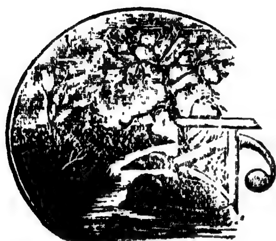
মিঃ ফগ কহিলেন, "এইবার আগুন দাও।" গুড় গুড় গুড়ুম্—বুম্! তঙ্কাদিরির ক্ষুদ্র কামান সেই জলরাশি কম্পিত করিয়া ডাকিয়া উঠিল গুড়ুম্ বুম্!



# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### বিনা সম্বলে পথ চলিও না



র্ণাটিক পোত ৭ই নভেম্বর হংকং ছাড়িয়াছিল। মিঃ ফগ যে দুইটী কামরা ভাড়া লইয়াছিলেন তাহা শূন্যই গেল। প্রভাতে কর্ণাটিকের নাবিকগণ দেখিল, ডেকের উপর একজন আরোহী হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরিচ্ছদ অসংযত বিন্যস্ত। আরোহী আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ফরাসীভৃত্য জিয়েন।

জিয়েন! সে কিরূপে কর্ণাটিক জাহাজে আসিল! জাহাজ যে দিন হংকং হইতে যাত্রা করে, সে ত সে দিন হংকংএর এক গুলির আড্ডায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল। সে কিরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজে আসিল।

কিরূপে আসিল বলিতেছি। ফিক্স গোয়েন্দা জিয়েনকে হতচেতন করিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিবার পরই আড্ডার দুই জন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে কক্ষতল হইতে তুলিয়া শয্যার উপর স্থাপিত করিল। তিন ঘণ্টা পর তাহার ঈষৎ জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তাহার তখন আর কিছুই মনে পড়িল না—কেবল মনে পড়িল "কর্ণাটিক"। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সে টলিতে টলিতে গৃহপ্রাচীর ধরিয়া রাজপথে বাহির হইল এবং যেন

স্বপ্নঘোরে "কর্ণাটিক কর্ণাটিক" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে জেটীর দিকে চলিল। জেটী অধিক দূরে ছিল না। নাবিকগণ তখন কর্ণাটিক পোতের সিঁড়ি উঠাইতেছিল। জিয়েন কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ণাটিকের ডেকে যাইয়া উঠিল এবং "কর্ণাটিক কর্ণাটিক" বলিয়া কয়েকবার চীৎকার করিয়াই তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। হংকং বন্দরে যাত্রীদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা দেখিয়া জাহাজের নাবিকগণ অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহারা বিশেষ বিস্মিত হইল না, চেতনাহীন জিয়েনকে ডেক হইতে তুলিয়া একটী কামরার মধ্যে রাখিয়া আসিল।

প্রভাতে সমুদ্রের শীতল বাতাসে ধীরে ধীরে জিয়েনের বুদ্ধি স্থির হইল। তাহার তখন সকল কথা মনে পড়িল। সে ভাবিল, "আমি এমন মাতাল হ'য়েছিলেম দেখলে মিঃ ফগ কি বল্‌বেন! যা'হোক্ আমি যে জাহাজে উঠেছি এই ঢের। ফিক্স গোয়েন্দা নিশ্চয়ই এখানে আসতে সাহস পায় নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার অমন প্রভুকেও দস্যু সন্দেহ করে' সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা ফিরছে! এ কথা কি এখনই তাঁর কাছে প্রকাশ করে' বলব? না এখন থাক্। গোয়েন্দা পুলিশ আগে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা ঘুরুক্, তারপর লণ্ডনে যেয়ে তা'কে নিয়ে বেশ একটা মজা করা যাবে।"

জিয়েন মন স্থির করিয়া ডেক হইতে উঠিল এবং মিঃ ফগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাঁহার কামরার সন্ধানে চলিল। সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর যখন সে ফগের সাক্ষাৎ পাইল না, তখন তাহার মনে হইল সুরার মত্ততায় সে বুঝি অন্য কোন জাহাজে উঠিয়াছে—এ বুঝি কর্ণাটিক নহে। সে কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিল—

"এ কোন্ জাহাজ?"

"কর্ণাটিক।"

'ইয়োকোহামা যাচ্ছে ?"

"হাঁ।"

তখন তাহার ভরসা হইল মিঃ ফগ নিশ্চয়ই জাহাজে আছেন। হয় ত বা কোথাও বসিয়া হুইষ্ট খেলিতেছেন। জিয়েন জাহাজের আরোহীদিগের নামের তালিকা দেখিল। কৈ ইহাতে ত তাঁহার নাম নাই !

জিয়েন হতবুদ্ধি হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার মনে পড়িল, জাহাজ ছাড়িবার সময় যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সংবাদ ত মিঃ ফগকে দেওয়া ঘটে নাই ! অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, "হায় আমার জন্যই তাঁর আজ সর্ব্বনাশ ঘটিল। আমার জন্যই তিনি আজ সর্ব্বস্বান্ত, পুলিশের হস্তে বন্দী, হয়ত বা কারারুদ্ধই হ'য়ে থাকৃবেন !"

জিয়েন যদিও নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু গোয়েন্দার অপরাধই তাহার নিকট আরো গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ক্রোধে জিয়েনের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন যদি সে মুহূর্ত্তের জন্যও গোয়েন্দাকে নিকটে পাইত !

সুরার মত্ততাও যেমন ধীরে ধীরে গিয়াছিল, ক্রোধও তেমনি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। জিয়েন তখন নিজের অবস্থার আলোচনা করিতে লাগিল। ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত তাহার আর জাহাজ ভাড়া লাগিবে না সত্য, কারণ পূর্ব্বেই টিকেট ক্রয় করা হইয়াছিল। জাহাজে ভোজ্য ও পেয়ের অভাব ছিল না। সুতরাং ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত আহারেরও কোন কষ্ট হইবে না তাহা সে জানিত। কিন্তু তারপর ! সে যে তখন কপর্দ্দকহীন ! জিয়েন আর অধিক ভাবিতেও পারিল না, অদৃষ্টকে সম্বল করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিল।

নির্দ্দিষ্ট দিন প্রভাতে কর্ণাটিক আসিয়া বন্দরে লাগিল। জিয়েনকে আজ জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হইবে। সে প্রস্তুত হইল। সে দিন আর আহার মিলিবে কি না কে জানে। জিয়েন তাই জাহাজেই যথাশক্তি আহার করিয়া তীরে নামিল। নামিয়াই দেখিল সম্মুখে সুবিস্তৃত রাজপথ। রাজপথে কত দেশের নরনারী ভ্রমণ করিতেছে। লক্ষ্যহীন জিয়েন একটী রাজপথ বহিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

সে স্থির করিল অন্য কোন উপায় নিতান্তই করিতে না পারিলে, ইংরাজ কিংবা ফরাসী কন্‌সালের নিকট তাহার অবস্থা জানাইবে। তাঁহারা হয়ত কিছু একটা উপায় করিয়াই দিবেন। কিন্তু স্বাবলম্বন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য বলিয়া জিয়েন বিপদের মধ্যেও স্বাবলম্বন-ব্রত গ্রহণ করিল।

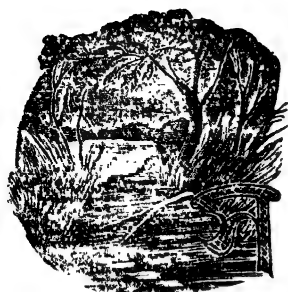
ইয়োকোহামার সাহেব-পল্লী ভ্রমণ করিয়া সে জাপানীপল্লীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবদারু ও ফার্ বৃক্ষের কি মনোরম কুঞ্জবন, অতি দীর্ঘ সিডার বৃক্ষবেষ্টিত কি বিরাট্ বৌদ্ধমন্দির। সুদীর্ঘ ও পরিচ্ছন্ন রাজপথে সুন্দর সুন্দর বালক বালিকারা যেন জাপানী শিল্পীর এক একটী মনোহর চিত্র। কেহ বা পুত্তলিকা লইয়া, কেহ বা লাঙ্গুলহীন পীতবর্ণ মার্জ্জার-শিশুর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত। কোথাও কোন পুরোহিত, কোথাও কোন পুলিশ, কোথাও কোন রাজকর্ম্মচারী আপন আপন পদোচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া ক্ষিপ্রচরণে গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছে। তাহাদিগের নয়নে ও বদনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কোন স্থানে বীর যোদ্ধ্‌পুরুষগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঐক্যতান-বাদ্যের তালে তালে পদবিন্যাসপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছে। দেখিতে কি সুন্দর! তপনকিরণে তাহাদিগের কিরীট ও কৃপাণ, বর্ম্ম ও চর্ম্ম ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কোথাও শিবিকা, কোথাও দোলা, কোন স্থানে বা কতকগুলি শকট

অপেক্ষা করিতেছে। সুন্দরী রমণীরা কেহ চটের, কেহ বেত্রের পাদুকায় চরণ আবৃত করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অনায়ত লোচন, প্রশস্ত বক্ষ, মসিবর্ণ দশন জিয়েনের নয়নপটে এক নূতন জগৎ চিত্রিত করিয়া দিল। রেশমী ওড়নায় সজ্জিত, পশ্চাতে গ্রন্থিবিশিষ্ট তাহাদিগের সুবিন্যস্ত জাতীয় পোষাক-গুলি জিয়েনকে ফরাসী ললনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। সে দেখিল ফরাসী রমণীগণ জাপান হইতেই এই প্রকার পরিচ্ছদের অনুকরণ করিয়াছে।

জিয়েন এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ইয়োকোহামার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জহরতের দোকানে কত হীরা মতি আলোক-সম্পাতে জ্বলিতেছে, মিষ্টান্নের দোকানে কত সুন্দর সুন্দর রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য সজ্জিত রহিয়াছে, চা'র দোকানে জাপানীরা বসিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে 'সাকি' নামক সুরাপান করিতেছে। কেহ কেহ বা ধূমপানশালায় বসিয়া অতি মনোহর তামাকু পানে চিত্ত বিনোদন করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অর্থহীন জিয়েন তখন ধীরে ধীরে ধীবরদিগের মশালের আলোকে উজ্জ্বল একটী জেটীর দিকে গমন করিল। তাহার আহারের বিশেষ ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু অর্থাভাবে সে সুযোগ ঘটিল না। জিয়েন এখন বুঝিল যে গৃহের বাহির হইলেই কিছু অর্থ সঙ্গে না থাকিলে চলে না।





# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## জগন্নাথের রথ

কলের রজনীই প্রভাত হয়, জিয়েনেরও হইল। প্রভাতে সে দেখিল ক্ষুধা তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শ্রান্ত করিয়াছে, কিছু আহার না করিলে আর চলে না।

অর্থ নাই—দেশ অপরিচিত—কে তাহাকে আহার দিবে। তখনো তাহার ঘড়িটী সঙ্গেই ছিল। কিন্তু উহার উপর জিয়েনের এতই মমতা হইয়াছিল যে, সে স্থির করিল বরং অনাহারে মরিবে, তবুও ঘড়িটী বিক্রয় করিবে না।

সে দেখিল তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিচ্ছদটী পরিবর্ত্তন করিলে বিশেষ আসিয়া যায় না—বরং পকেটে কিছু আসিতেও পারে। জিয়েন অবিলম্বে একজন পুরাতন-পোষাক-বিক্রেতার দোকান অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল এবং নিজের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে একটী পুরাতন জাপানী পরিচ্ছদ ও কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে রাজপথে বাহির হইল। সম্মুখেই একটী পান্থনিবাস ছিল। তথায় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া জিয়েন জাহাজঘাটার দিকে অগ্রসর হইল। ইচ্ছা, যদি আমেরিকাগামী কোনো জাহাজের বাবুর্চ্চি বা ভৃত্য হইয়া জাপান ত্যাগ করিতে পারে।

সুপারিস ভিন্ন দাসত্বের সৌভাগ্যও ঘটে না! জিয়েনের তাহা ছিল

না। সুতরাং কেহ তাহাকে গ্রহণ করিল না। সে তখন ক্ষুণ্ণ মনে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, অকস্মাৎ একখানি প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন তাহার নয়নে পতিত হইল। জিয়েন পাঠ করিতে লাগিল—

সুবিখ্যাত উইলিয়ম্ বাটুল্‌কারের জাপানী বাজীকরের দল!

আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে শেষ রজনী!

অদ্যই শেষ রজনী!

দীর্ঘনাসা! দীর্ঘনাসা! দীর্ঘনাসা!

ভগবান্ টিঙ্গুর প্রীত্যর্থে অভিনয়!

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

বিজ্ঞাপন দেখিয়াই জিয়েন ভাবিল, বেশ হইয়াছে। ইহারা যখন আমেরিকায় যাইবে, তখন সুবিধাই হইয়াছে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। জিয়েন অবিলম্বে সেই বিজ্ঞাপনবাহকের পশ্চাদনুসরণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই উইলিয়ম বাটুল্‌কারের নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ বাটুল্‌কার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি চাও?"

"আপনাদের কি ভৃত্যের প্রয়োজন আছে?"

"ভৃত্য!" তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়িতে নাড়িতে বাটুল্‌কার কহিলেন, "ভৃত্যে আমার প্রয়োজন নাই। আমার দু'জন আছে। তা'দের মাহিয়ানাও দিতে হয় না—আহারও দিতে হয় না। কিন্তু তারা সর্ব্বদা আজ্ঞাকারী। আজ পর্য্যন্ত কখনো আমাকে ছাড়ে নাই। দেখবে

তাদের ? এই দেখ"—মিঃ বাটুল্‌কার সগৌরবে তাঁহার দুইখানি সবল বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন।

বেগতিক দেখিয়া জিয়েন কহিল, "তা' হলে দেখছি, আমি আপনার কোন কাজেই লাগতে পারি না।"

"কোন কাজেই না।"

"যদি আমি আপনাদের সঙ্গে আমেরিকা যেতে পারতেম তা'হ'লে বড় উপকার হ'তো।"

"তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে তুমি এ দেশের নও। তুমি এমন পোষাক পরেছ যে?"

"যার যেমন সাধ্য সে তেমনি পোষাক পরে।"

"সে কথা ঠিক। তুমি একজন ফরাসী নও কি ? দেখে যেন তাই-ই বোধ হয়।

"আপনি ঠিকই ধরেছেন।"

"কেমন করে' মুখভঙ্গী করতে হয়, সে টা তা হ'লে তোমার ভাল রকম জানা থাকারই কথা।"

এ কথায় জিয়েন একটু বিরক্ত হইল বটে, কিন্তু নিরুপায় হইয়া কহিল ;—"ফরাসীরা যে মুখভঙ্গী কর্‌তে পারে এ কথা কে না জানে ? কিন্তু আমেরিকাবাসীদের মত অমন পারে না !"

"তা' ঠিক্। তা' দেখ, আমার চাকর ক'রে আমি তোমাকে রাখতে পারি না। কিন্তু আমার দলের ভাঁড় করে' রাখতে পারি। থাকবে ? ছোকরা ! তুমি রাগ ক'রোনা। ফ্রান্স দেশের সার্কাসে তারা অন্য দেশের লোককে ভাঁড় সাজায়। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে অন্যত্র গেলে ফরাসীকেও আবার ভাঁড় সাজতে হয়।"

"এখন ত তাই দেখতে পাচ্ছি।"

"তোমার গায়ে একটু জোর-টোর আছে বলে' বোধ হয়—কেমন ?"

"খেতে পেলেই আমার জোর হয়।"

"তুমি গাইতে জান ?"

"জানি।"

"এ গানের মধ্যে কথা আছে। মাটিতে মাথা রেখে পা দু'টো তুল্‌তে হ'বে। তোমার বাঁ পায়ের তেলোর উপর একটা লাটিম ঘুরবে আর ডা'ন পায়ের উপর একখানা তরোয়াল এমন করে রাখতে হ'বে যে না পড়ে। সেই অবস্থায় গান গাইতে হ'বে। পার্‌বে ?"

"ওসব কিছু কিছু জানা আছে বৈ কি।"

"তবে ত বুঝলেই—এই তোমার কাজ। যদি পার তবে এস।"

জিয়েন তন্মুহূর্ত্তেই সেই বাজীকরের দলে চাকুরি লইল। ভগবান্ টিস্থুর দীর্ঘনাসা ভক্তগণ অদ্য জগন্নাথের রথ দেখাইবে। অভিনয়মণ্ডপে লোকারণ্য হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ঐক্যতান বাদন চলিতেছে। অভিনয় আরম্ভ হইল।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানীরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাজীকর বলিয়া সুপরিচিত। একজন কতকগুলি কাগজের টুকরা লইয়া তাহা দ্বারা পাখার বাতাসে প্রজাপতি ও পুষ্প প্রস্তুত করিতে লাগিল। আর একজন তাহার মুখনিঃসৃত চুরুটের ধূমে শূন্যে স্বাগত বাক্য রচিত করিয়া দর্শকদিগকে অভিনন্দন করিল। কেহ বা অন্যান্য কল'-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে অলক্ষিতে অনেকগুলি আলোকবর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। আবার সেগুলি প্রজ্বালিত করিল। আর একজন বাজীকর কয়েকটী লাটিম ঘুরাইতে লাগিল। লাটিমগুলি নলের উপর উঠিতে লাগিল, কখনো বা নীচে নামিতে লাগিল—আবার তরবারির ধারের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ

করিল। দেখিতে না দেখিতে কখনো লৌহতারের উপর দৌড়াইতে লাগিল, এমন কি একগাছি সূক্ষ্ম কেশের উপর দিয়া পর্য্যন্ত নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল ! কতকগুলি লাটিম সারিবিন্যস্ত স্ফটিক পাত্রের চতুর্দ্দিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আবার কতকগুলি নানাবিধ মধুর শব্দ করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বাজীকরগণ সেই ঘূর্ণিত লাটিমগুলি শূন্যে নিক্ষেপ করিল। মাকুর ন্যায় দক্ষিণে ও বামে চালাইতে লাগিল—কখনো বা পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল, আবার পরক্ষণেই বাহির করিয়া দেখাইল যে সেগুলি তখনো ঘুরিতেছে !

মধ্যযুগে প্রচলিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট বাজীকর তখন রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দেখা দিল। ইহারাই ভগবান্ টিঙ্গুর দীর্ঘনাসা ভক্তবৃন্দ। তাহাদিগের অভিনয়-কৌশল দেখিবার জন্য দর্শকগণ সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। বাজীকরদিগের সুদীর্ঘ নাসিকা রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। কাহারো নাসিকা ৮ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ। নাসারন্ধ্র বক্র। কাহারো বা ৪ হস্ত, কাহারো বা ৫ হস্ত দীর্ঘ নাসিকা নানাবর্ণে রঞ্জিত। কাহারো নাসা মসৃণ, কাহারো বা তরঙ্গায়িত, কাহারো সরল, কাহারো বা অতিমাত্র বক্র। নাসিকাগুলি বংশদণ্ডে নির্ম্মিত। দ্বাদশ জন দীর্ঘনাসা চিৎ হইয়া রঙ্গমঞ্চে শয়ন করিল। তাহাদিগের কয়েক জন সঙ্গী অদ্ভুত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, শায়িত ভক্তদিগের দীর্ঘনাসিকার উপর সুকৌশলে নানাবিধ উল্লম্ফন-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিল।

তখন ৫০জন দীর্ঘনাসা ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারাই পরস্পর পরস্পরের নাসিকার উপর অবস্থান করিয়া জগন্নাথের রথের অনুকরণ করিবে। জিয়েন এই দলের মধ্যে ছিল। সে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে নানা

বর্ণানুরঞ্জিত পক্ষদ্বয় লাগাইল। চারি হস্ত পরিমিত বংশদণ্ড সুকৌশলে তাহার নাসিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া সে ভগবান্ টিঙ্গুর ভক্ত সাজিল। কয়েকজন দীর্ঘনাসা তখন রঙ্গমঞ্চের উপর শয়ন করিল। তাহাদিগের নাসিকার উপর আর কয়েকজন শয়ন করিল। তাহাদিগের নাসিকার উপর আবার আর একদল স্থান পাইল! এইরূপে সেই মনুষ্য-মন্দির—সেই জগন্নাথের রথ থাকে থাকে উৰ্দ্ধে উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে মন্দির-চূড়া অবশেষে অভিনয়-মণ্ডপ স্পর্শ করিল। দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল—গভীর শব্দে ঐক্যতান-বাদ্য বাজিয়া উঠিল!

এ কি? মনুষ্য-মন্দির কাঁপিতেছে না? সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সত্যই ত কাঁপিতেছে। ওই যে সর্ব্বনিম্ন তলের একটী নাসিকা খুলিয়া গেল! অমনি অবিলম্বে জগন্নাথ দেবের রথ ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল! ভক্তগণ কে কোথায় আছাড় খাইয়া পড়িল তাহা কে বলিবে!

জিয়েনের জন্যই এই বিভ্রাট ঘটিল। পতনকালের সেই গণ্ডগোলের ভিতর হইতে কোনমতে বাহির হইয়া জিয়েন এক লম্ফে 'ফুট লাইট' অতিক্রম করিল এবং দৌড়াইয়া গিয়া দর্শকদিগের মধ্যে এক জনের পদতলে পড়িয়া আবেগপূর্ণ বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "প্রভু, ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।"

"এ কি! জিয়েন যে।"

"আজ্ঞা হাঁ, আমি।"

"যাও, জাহাজে ওঠগে।"

জিয়েন তখন মিঃ ফগ ও রাণী আউদার সহিত অভিনয়-মণ্ডপ পরিত্যাগ করিল। দ্বারদেশেই দলের অধিকারী মিঃ বাটুল্‌কার নিতান্ত

রুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জগন্নাথের রথ অকালে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তিনি জিয়েনকে আবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিলেন। মিঃ ফগ দ্বিরুক্তি না করিয়া এক তাড়া নোট বাটুল্‌কারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমেরিকাযাত্রী ডাক-জাহাজ 'জেনেরাল গ্রাণ্টে' যাইয়া উঠিলেন।





# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## গোয়েন্দার শিক্ষালাভ

সাংঘাই বন্দরে কি ঘটিয়াছিল পাঠকগণ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি-বেন। তঙ্কাদিরির সঙ্কেত দেখিতে পাইয়া, তাহার কামানের ধ্বনি শুনিয়া ডাকজাহাজ থামিল। মিঃ ফগ মাঝি বুন্‌স্‌বিকে প্রতিশ্রুত অর্থাদি প্রদান করিয়া অবিলম্বে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন এবং ১৪ই তারিখে ইয়োকো-হামায় পৌঁছিলেন।

ইয়োকোহামায় পৌঁছিয়াই কর্ণাটিক জাহাজে যাইয়া শুনিলেন, জিয়েন নামক একজন ফরাসী সেই জাহাজেই ইয়োকোহামা আসিয়াছে। সেই দিন রাত্রেই মিঃ ফগের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো যাত্রা করিবার কথা। তিনি ইয়োকোহামার কন্‌সাল্‌ আফিসে গিয়া জিয়েনের সন্ধান করিলেন। হঠাৎ যদি সাক্ষাৎ হয় এই মনে করিয়া নগরের নানা রাজপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। যখন অনেক চেষ্টাতেও ভৃত্যের কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন তিনি ও রাণী আউদা দুঃখিত চিত্তে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাজীকরের মণ্ডপ-সান্নিধ্যে বহুলোক-সমাগম দেখিয়া, ক্রীড়াদর্শনমানসে তথায় গিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ নাসা এবং পক্ষ-বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে জিয়েনও থাকিতে পারে, আদৌ তাঁহার এ ধারণা ছিল না। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন।

জগন্নাথের রথ প্রস্তুত করিতে করিতে জিয়েন দেখিল, অদূরে মিঃ ফগ ও রাণী আউদা দর্শকদিগের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। সে আর স্থির

থাকিতে পারিল না। তাহার দীর্ঘনাসা নড়িয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ স্থান-চ্যুত হইল! একটী নির্ভর-স্তম্ভ ভাঙ্গিবামাত্রই সেই বৃহৎ রথও মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়াছিল।

রাণী আউদার নিকট জিয়েন তাহার প্রভুর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণ করিল। সে আরও শুনিল যে ফিক্স নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোকও তাঁহাদিগের সঙ্গেই ইয়োকোহামায় আসিয়াছেন। গোয়েন্দার নাম শুনিয়া জিয়েন কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। সে ভাবিল উপযুক্ত সময়ে সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিবে। আত্মকাহিনী বর্ণনকালে সে শুধু বলিল যে অহিফেন তাহাকে অচৈতন্য করাতেই তাহার এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। মিঃ ফগ সমস্ত শুনিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিবার অর্থ প্রদান করিলেন।

ফিক্স গোয়েন্দাও 'জেনেরাল গ্রাণ্ট' জাহাজেই ছিলেন। ইয়োকোহামা পৌঁছিয়াই তিনি দেখিলেন সেই প্রত্যাশিত পরোয়ানা বিলাত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার বলে তখন আর মিঃ ফগকে ধৃত করিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না! ইংরাজের রাজ্যের বাহিরে আসামীকে ধরিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সাধারণ গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় কোন ফল হয় না। বিশেষ ব্যবস্থা করিবার সময় তখন ছিল না। ফিক্স ভাবিলেন, "যাহোক্ পরোয়ানা ত এসেছে, এখানে না হয় দস্যুকে না-ই ধরিলাম, ইংলণ্ডে যাওয়ামাত্রই ধরিব। তখন কে রাখে দেখিব। সেখানে যেতে যেতেই মিঃ ফগ বোধ হয় অবশিষ্ট অর্থ খরচ করে' ফেল্‌বেন! তার আর উপায় কি। ফগ যাহাতে সত্বর ইংলণ্ডে যেতে পারেন এখন তারই ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

যখন মিঃ ফগ জিয়েনকে লইয়া জাহাজে উঠেন, ফিক্স গোয়েন্দাও তখনই উঠিতেছিলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, অদ্ভুত পক্ষবিশিষ্ট

জিয়েনও সেই জাহাজেই উপস্থিত! তিনি তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে সেই রজনীতেই জিয়েনের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল!

তাঁহাকে দেখিবামাত্রই জিয়েন আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল এবং মুহুর্মুহুঃ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল! নিদারুণ প্রহারে গোয়েন্দা ফিক্স জাহাজের ডেকের উপর পতিত হইলেন। নাবিক এবং যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল!

মিঃ ফিক্স যখন কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আর কেন জিয়েন, ঢের হয়েছে।" তখন জিয়েন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—

"হাঁ, এখনকার মত হয়েছে বটে।"

"এস তবে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কিন্তু—"

"আমি এখন যা বল্‌বো, তা' তোমার মনিবের মঙ্গলের জন্যই বল্‌বো জান্‌বে।"

"বেশ।"

উভয়ে জাহাজের অন্য দিকে গমন করিলেন। মিঃ ফিক্স বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি ত আমাকে খুব শিক্ষা দিলে দেখছি। বেশ ভালই। এমন যে ঘটবে তা' কতকটা আমার জানাই ছিল। কিন্তু আমার কথাগুলো এখন মন দিয়ে শোন। এতদিন পর্য্যন্ত আমি মিঃ ফগের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। কিন্তু এখন থেকে আমি তাঁর পক্ষাবলম্বন কর্‌বো।"

"তা' হ'লে দেখছি আপনি এখন বিশ্বাস করেন যে আমার প্রভু নির্দ্দোষ?"

"না—তা' নয়। আমার এখনো বিশ্বাস তিনিই দস্যু! অত ব্যস্ত হ'য়ো না—আমি বলি শোন। মিঃ ফগ যতদিন ইংরাজ-রাজত্বের মধ্যে ছিলেন, ততদিন আমি তাঁকে আটক করতে অনেক চেষ্টা করেছি। তাঁর পেছনে বোম্বাইয়ের পুরোহিতদের আমিই লাগিয়েছিলেম, হংকংএ আমিই তোমাকে হতজ্ঞান করে' রেখেছিলেম। মিঃ ফগ সেই জন্যই ইয়োকোহামার জাহাজ ধরতে পারেন নাই।"

জিয়েন শুনিতে শুনিতে ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইতেছিল। সে তাঁহার অজ্ঞাতে মুষ্টিবদ্ধ করিল। তাহার নয়নদ্বয় জ্বলিতে লাগিল। গোয়েন্দা কহিলেন,—

"রাগ করো না—ঠাণ্ডা হ'য়ে কথা শোন। আমার বোধ হচ্ছে মিঃ ফগ এখন ইংলণ্ডে ফিরবেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করবো। কিন্তু তিনি যাতে নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে যেতে পারেন, আমাকে সেই চেষ্টাই করতে হ'বে। ইংলণ্ডেই জানা যাবে তিনি দোষী কি নির্দ্দোষ! ততদিন তুমিও যেমন তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমিও তাই।"

ফিক্স গোয়েন্দা এরূপ দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে জিয়েনের বিশ্বাস হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন জিয়েন, তবে আজ থেকে আমরা বন্ধু!"

"বন্ধু! কখনো না! আমরা বন্ধু ত হ'তেই পারি না। তবে আজ থেকে আমরা মিঃ ফগের সহযোগী। কিন্তু একটা কথা—যে মুহূর্ত্তে দেখবো আপনি তাঁর অনিষ্ট-চেষ্টায় অঙ্গুলি হেলনমাত্র করেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার ঘাড় মুচড়ে ভেঙ্গে দিব। আমি যে তা' পারবো সে পরিচয় বোধ হয় একটু আগেই পেয়েছেন! এ কথা যেন মনে থাকে।"

স্থির ভাবে গোয়েন্দা কহিলেন, "তাই, বেশ তাই হ'বে।"

উভয়ে তখন জাহাজের ভিন্ন দিকে গমন করিলেন। 'জেনারেল গ্রাণ্ট' বেশ দ্রুতগামী ছিল। মিঃ ফগ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তিনি ২রা ডিসেম্বর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, ১১ই নিউইয়র্ক এবং ২০শে লণ্ডনে পৌঁছিতে পারিবেন।

প্রশান্ত মহাসাগর—নামেও প্রশান্ত, কার্য্যেও তাহাই ছিল। অচঞ্চল বারিরাশি ভেদ করিয়া 'জেনারেল গ্রাণ্ট' ঘণ্টায় ১২।১৩ মাইল করিয়া চলিতে লাগিল। আরোহিগণ নিরুদ্বেগে পান ভোজন ও নিদ্রায় মনোনিবেশ করিল। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা জাহাজে ঘটিল না। যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহাও রাণী আউদার হৃদয়ে, পৃথিবীর সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না।

সে কোমল হৃদয় ক্রমেই মিঃ ফগের দিকে অলক্ষিতে আকৃষ্ট হইতেছিল। সে আকর্ষণের কারণ যে শুধু কৃতজ্ঞতা, রাণী আউদা তাহা ভাবিলেও সকলে স্বীকার করিবে না। কৃতজ্ঞতা অপেক্ষাও অনেক অধিক শক্তিশালী কি একটা ভাব কি একটা আকর্ষণ যেন রাণী আউদাকে ক্রমেই ফগের পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিতেছিল। মিঃ ফগের হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল কি না তাহার প্রমাণ নাই।

জাহাজ যেমন চলিতেছিল, চলিতেই লাগিল।



# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## আমেরিকার সভা




কাদশ দিবস পরে ‘জেনেরাল গ্রাণ্ট’ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর সুবর্ণদ্বারে আসিয়া লাগিল। প্রভাতে মিঃ ফগ আমেরিকার তীরে পদার্পণ করিলেন, নামিয়াই শুনিলেন নিউইয়র্কের ট্রেণ সন্ধ্যার সময় ছাড়িবে। তাঁহারা একটী পান্থনিবাসে গমন করিলেন।

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুবিস্তৃত উদ্যান, উচ্চ সৌধমালা, অগণিত ধর্ম্মমন্দির সকল, রাজপ্রাসাদতুল্য গুদাম ঘর, অসংখ্য শকট, অগণিত ওম্‌নিবাস্‌ এবং নিয়ত ভ্রাম্যমাণ ট্রামগাড়ী প্রভৃতি জিয়েনকে লণ্ডনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। কে এখন বলিবে যে এই স্থানেই একদিন নরশোণিতলোলুপ দস্যুদিগের পধান কেন্দ্র ছিল। কে বলিবে যে গৃহদাহকারী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লুণ্ঠনকারী নরপিশাচের দল এক হস্তে পিস্তল এবং অপর হস্তে সুশাণিত ছুরি লইয়া একদিন এখানে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। তাহাদিগকে বাধা দিবার কেহ ছিল না, ধৃত করিবার কেহ ছিল না—তাহাদিগের সম্মুখে পড়িলে মুক্তি লাভেরও উপায় ছিল না!

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো এখন বাণিজ্য-কেন্দ্র। আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি কত দেশের লোক সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে বাস করিতেছে। রাজপথ সর্ব্বদা কোলাহল-চঞ্চল—নাগরিকগণ সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত।

মিঃ ফগ যে পান্থশালায় উঠিলেন তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন। সেখানে কোনো

দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। প্রাতরাশের পর তিনি রাণী আউদাকে লইয়া ইংরাজ কন্‌সালের আফিসে গমন করিলেন। ছাড়পত্রখানিতে কন্‌সালের স্বাক্ষর লইবার আবশ্যক ছিল। জিয়েন কহিল, "শুনেছি আমেরিকার রেলপথে অনেক দস্যু-তস্করের ভয় আছে। তাহারা চলন্ত ট্রেণে লুণ্ঠন করে। গোটাকতক রিভলভার কিনে নিলে হয়।"

মিঃ ফগ কহিলেন, "ইচ্ছা হয় কিনতে পার। পথে হয় ত কোন আবশ্যকই হবে না।"

মিঃ ফগ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ রাজপথে ফিক্স গোয়েন্দার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখাইয়া ফগ কহিলেন, "বড় আশ্চর্য্যের কথা ত আমরা এক জাহাজেই এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে জাহাজে একটী দিনও দেখা হয়নি!"

গোয়েন্দা পূর্ব্বকথা উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং কহিলেন "আপনার মত লোকের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করা সৌভাগ্যের কথা। আমিও কার্য্যের খাতিরে ইউরোপেই যাচ্ছি। যদি বাধা না থাকে, আমরা এক সঙ্গেই যেতে পারি।"

"সে কি কথা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা ত আমারই সৌভাগ্যের কথা। বেশ ত, আমরা একত্রেই ইউরোপে যাব।"

ফিক্সের উদ্দেশ্য সফল হইল।

তাঁহারা মণ্টোগুমরী ষ্ট্রীট্ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সম্মুখেই দেখিলেন বিপুল জনতা। সে জনস্রোত ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তথায় কেহ বা চীৎকার করিতেছে, কেহ বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুদ্রিত বিজ্ঞাপন লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও নিশান উড়িতেছে, কোন স্থানে বা শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে! কেহ বলিতেছে "জয় কামেরফিল্ড", কেহ বা বলিতেছে "মডিবয়ের জয় হোক্।"

গোয়েন্দা ফিক্স ব্যাপার দেখিয়া অনুমান করিলেন, এ নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক সভা। তাই তিনি কহিলেন, "আসুন, আমরা সরে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে হয় ত একটা বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

মিঃ ফগ সম্মত হইলেন। তিনিও কহিলেন, "রাজনৈতিক হিসাবে আঘাত করিলেও লাগে। চলুন সরাই যাক্।"

তখন অন্যদিকে যাইবার আর উপায় ছিল না। তাঁহারা মটোগুমারি ষ্ট্রীটের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত একটী মঞ্চের কতকগুলি সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখেই আর একটী প্রকাণ্ড মঞ্চ ছিল। সেই জনসঙ্ঘ তখন মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ফগ ভাবিলেন, হয় ত আমেরিকার জাতীয় অধিবেশনের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন, কিম্বা কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন—এ সভা সেই জন্যই আহূত হইয়া থাকিবে।

কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। মুষ্টিবদ্ধ সহস্র বাহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, যেন সকলে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক মনোনয়নে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিল। সেই জন-সমুদ্র দুলিতে লাগিল—কাঁপিতে লাগিল। পতাকাগুলি উর্দ্ধে উঠিবামাত্র লোকে উহা ছিন্ন করিয়া সহস্র খণ্ড করিতে লাগিল! কত টুপী পদস্পর্শে বিচূর্ণিত হইয়া গেল!

ফিক্স কহিলেন,—"এ নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সভা, নহিলে এমন হয় না!"

"তা' হ'তেও পারে।"

"আমার বোধ হয় অনারেবল মিঃ কামের্‌ফিল্ড এবং অনারেবল মিঃ মডিবয় এখানেই আছেন।"

দেখিতে দেখিতে গণ্ডগোল কোলাহল গর্জ্জন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। সেই বিশাল জনস্রোতঃ ভীষণ চঞ্চল হইল। সবলে নিক্ষিপ্ত বুট্ এবং

জুতা চারিদিকে ছুটিতে লাগিল! অবিরাম মুষ্টির আঘাত চলিতে আরম্ভ হইল! রিভল্‌ভারের শব্দও যে কর্ণে না আসিতেছিল তাহা নহে। মিঃ ফগ সঙ্গিগণ সহ যে স্থানে ছিলেন, একদল নাগরিক মারামারি করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

গোয়েন্দা কহিলেন,—"চলুন এখান থেকেও সরা যাক্। যদি এদের মধ্যে ইংলণ্ডের কোনো কথা হয় আর আমাদের ইংরাজ বলে' চিন্‌তে পারে, তা' হ'লে দুই এক ঘা আমাদের পিঠেও পড়তে পারে।"

ফিলিয়াস্ ফগ কেবল বলিতে যাইতেছিলেন, "একজন ইংরাজ কি——," তাঁহার মুখের কথা মুখেই থাকিল। গণ্ডগোল এতই বৃদ্ধি পাইল যে কে কাহার কথা শুনিবে। নাগরিকগণ সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুষ্টিপ্রহারের ত বিরামই ছিল না! একজন বলিষ্ঠ পুরুষ মিঃ ফগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভীম বেগে যষ্টি উঠাইল। যদি গোয়েন্দা ফিক্স আপনার দেহে সে আঘাত না লইতেন, হয় ত ফিলিয়াস্ ফগ বিশেষরূপে আহত হইতেন। যষ্টির আঘাতে মিঃ ফিক্সের টুপী চূর্ণ হইয়া গেল।

ফগ ঘৃণাভরে কহিলেন,—"ওরে নীচাশয় ইয়াঙ্কি!"

রক্তরাঙ্গা শ্মশ্রুবিশিষ্ট আমেরিকান্ উত্তর দিল, "রে ইংরাজ পশু! মনে থাকে যেন, আবার আমাদের দেখা হ'বে!"

"আচ্ছা বেশ—যখন ইচ্ছা।"

"তোমার নাম কি?"

"ফিলিয়াস্ ফগ। তোমার?"

"কর্ণেল ষ্ট্যাম্প প্রক্টর।"

উন্মত্ত নাগরিকগণ কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছিল না। ফিক্স গোয়েন্দা তাহাদিগের ধাক্কায় ভূশয্যা গ্রহণ করিলেন! তাঁহাকে মথিত

করিয়া নাগরিকগণ চলিয়া গেল। কেহ কাহারো দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

গোয়েন্দা সৌভাগ্যবশতঃ অল্প আঘাতেই নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদাদি শতখণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল। রাণী আউদাকে রক্ষা করিতে গিয়া মিঃ ফগের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। তাঁহারা তখন পান্থশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নূতন পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন।

জিয়েন ইতিপূর্ব্বেই ১২টী ছয়-নালা রিভল্‌ভার ও তদুপযুক্ত গুলি লইয়া পান্থনিবাসে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ফিক্স গোয়েন্দাকে দেখিয়াই তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে যখন শুনিল যে তাঁহার জন্যই মিঃ ফগ বিশেষরূপে আহত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, সে তখন অনেকটা শান্ত হইল। দেখিল, ফিক্স গোয়েন্দার সহিত জাহাজে তাহার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, গোয়েন্দা সেইরূপই কার্য্য করিতেছেন।

সান্ধ্যভোজ শেষ করিয়া তাঁহারা ট্রেণে যাইয়া উঠিলেন। গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে মিঃ ফগ কহিলেন,—"সেই আমেরিকান্‌টার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। ইংরাজকে অপমান করার প্রতিশোধ দিতে আর একবার তার সন্ধানে আমাকে এ দেশে আস্‌তে হ'বে।"

গোয়েন্দা ফিক্স মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, "একবার ইংলণ্ডে গেলে হয়, তা' হ'লে আর তোমাকে ফিরতে হ'বে না! আমি তবে সঙ্গে আছি কেন।"

একজন রেলের কুলিকে নিকটে দেখিয়া মিঃ ফগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ অত গোলযোগ হ'ল কিসের?"

"একটা সভা হচ্ছিল।"

"কি? কোন সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি?"

কুলি হাসিয়া কহিল, "না—না। বাপ্‌রে—সে কি আর একটা সহজ কথা! এখানে একজন বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন।"

আর অধিক কথা বলিবার সময় ছিল না। ট্রেণ ছাড়িল।

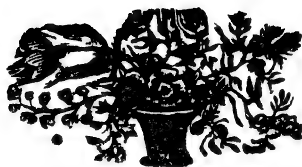
নিউইয়র্ক হইতে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো পর্য্যন্ত যে রেলপথ কত বন কত প্রান্তর কত শৈলশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, শৈলগুহা ভেদ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৭৮৬ মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ গমন করিতে এককালে অন্ততঃ ছয় মাস লাগিত। সেই ছয় মাসের পথ এখন এক সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে।

যে গাড়ীতে সঙ্গিগণ সহ মিঃ ফগ প্রবেশ করিলেন, তাহা একখানি দীর্ঘ ওম্‌নিবস্‌ গাড়ী। গাড়ীর ভিতর আর অন্য কোন কক্ষ ছিল না। উভয় পার্শ্বে যাত্রীদিগের বসিবার ব্যবস্থা এবং মধ্যস্থল দিয়া গমনাগমনের পথ। সেই পথেই চলন্ত ট্রেণেও এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে যাতায়াত করা যাইত। দুইখানি গাড়ীর মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি অল্পই ছিল। ট্রেণেই বসিবার কক্ষ, চুরুট খাইবার কামরা, আহারের কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই ছিল। পুস্তক পত্রিকা ভোজ্য পেয় প্রভৃতি ট্রেণে কিছুরই অভাব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সেই মুদ্রাযন্ত্র হইতে সংবাদপত্রও প্রচারিত হইত!

ট্রেণের বসিবার আসনগুলি এইরূপ কৌশলে প্রস্তুত ছিল যে, তাহাদের পশ্চাতের অংশগুলি খুলিয়া দিলেই চমৎকার শয্যা বাহির হইত। সেই শয্যাগুলি পরিচ্ছন্ন ও কোমল আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাহার উপর কোমল উপাধান! কেহ কাহাকেও দেখিতে না পায় সেই জন্য আবার প্রত্যেক শয্যার সঙ্গেই পর্দ্দার ব্যবস্থাও ছিল। যে গাড়ীতে যতগুলি শয্যা, সেই গাড়ীতে তাহার অধিক যাত্রী থাকিবার রীতি ছিল না। এই শয্যা রচনা করিবার এবং রচিত শয্যা খুলিয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র

কর্ম্মচারীর বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা রাত্রি ৮টার সময় শয্যা খুলিয়া দিত এবং প্রভাতে বন্ধ করিয়া রাখিত!

সময় মত সেই কর্ম্মচারী আসিয়া শয্যা বাহির করিয়া দিল। যাত্রিগণ একে একে শয়ন কবিলেন। কালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণ-ভূমির উপর দিয়া ট্রেণ তখন হু হু করিয়া চলিতেছিল।



# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## আমেরিকানের দুঃসাহস



য়েক দিন ট্রেণ বেশ অবাধে চলিয়াছে। মিঃ ফগের যাত্রাপথে কোনরূপ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। আজ ৭ই ডিসেম্বর। ট্রেণ আসিয়া "গ্রীনরিভার" নামক ষ্টেশনে থামিল। পূর্ব্ব-রাত্রে অত্যন্ত তুষারপাত হইয়াছিল। আজিও দারুণ শীতল বাতাস বহিতেছে। জিয়েন ভাবিতেছিল, 'এমন সময়েও লোকে দেশ ভ্রমণে বাহির হয়! আর কিছু বেশী বরফ পড়িলেই ত ট্রেণ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত!'

ট্রেণ থামিবামাত্র অনেকে অবতরণ করিল। রাণী আউদা সভয়ে দেখিলেন কর্ণেল প্রক্টরও নামিলেন। আউদার সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর সেই কথা মনে পড়িল,—"আবার দেখা হ'বে।" মিঃ ফগ নিদ্রা গেলেই মিঃ ফিক্স ও জিয়েনকে কর্ণেল প্রক্টরের কথা কহিলেন। কর্ণেলকে দেখিয়াই ভবিষ্যতের একটা বিপদের আশঙ্কায় রাণী আউদার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে! তাঁহার হৃদয় এখন মিঃ ফগের বিপদে অতিমাত্র বিচলিত হইত, আবার তাঁহার সুখে হর্ষোৎফুল্ল হইত।

মিঃ ফিক্স কহিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই। মিঃ ফগের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষা করার পূর্ব্বেই কর্ণেলকে আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হ'বে। আমিই ত তাদের হাতে বেশী অপমানিত হয়েছি!"

জিয়েনও গম্ভীর হইয়া বলিল.—“তিনি যদিও একজন কর্ণেল, কিন্তু আমার সঙ্গেও তাঁর অল্প-বিস্তর হিসাব-নিকাশ আছে !”

রাণী আউদা শুধু এই কথায় তাঁহার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—“মিঃ ফিক্স, আপনি কি জানেন না যে মিঃ ফগ আর কা’কেও তাঁর কলহ ঘাড়ে নিতে দিবেন না। তিনি ত বলেছেন, যে তাঁকে অপমান করেছে তাকে খুঁজে নিতে যদি আবার আমেরিকায় আসতে হয়, তা’ হ’লেও তিনি আসবেন ! যদি তাঁর সঙ্গে কর্ণেলের এখানেই দেখা হয়, তা’ হ’লে না জানি কি একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে ! উভয়ের যাতে দেখা না হয়, আপনারা তাই করুন।”

মিঃ ফিক্স বলিলেন,—“আপনাব কথাই ঠিক ; দেখা হলেই সব পণ্ড হ’বে। মিঃ ফগ জয়ী হ’তে পারুন আর নাই পারুন, তাঁর দেরি হ’য়ে যাবে। তা হলেই——”

কটাক্ষপাত করিয়া জিয়েন কহিল, “তা’ হ’লেই সংস্কার-সমিতির একটা মস্ত সুবিধা জুটে গেল আর কি ! নিউইয়র্ক যেতে এখনো আমাদের ৪ দিন। যদি মিঃ ফগ এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে না নামেন, তা’ হ’লেই আর কর্ণেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না। যা হোক্, যেমন করে’ পারা যায়, তাঁদের দেখা সাক্ষাৎটা বন্ধ করতেই হ’বে।”

মিঃ ফগের নিদ্রাভঙ্গ হইল দেখিয়া তাঁহারা নীরব হইলেন।

নিতান্ত মৃদু কণ্ঠে জিয়েন গোয়েন্দা ফিক্সকে কহিল,—“আপনি কি সত্যই মিঃ ফগের জন্য অস্ত্র ধর্‌তে প্রস্তুত আছেন ?”

“তাঁ’কে জীবিত অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরে নিয়ে যেতে যা’ কিছু সম্ভব আমি তাই করবো।”

গোয়েন্দার কথা শুনিয়া জিয়েনের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মিঃ ফগের সাধুতার উপর তখনো তাহার অটল বিশ্বাস ছিল।

মিঃ ফগ যাহাতে গাড়ী হইতে না নামেন, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য গোয়েন্দা তাঁহাকে বলিলেন, "সময়টা যেন আর যাচ্ছে না।"

"একেবারে যে যাচ্ছে না, তা' নয়, যাচ্ছে বৈ কি।"

"কিন্তু বড় ধীরে ধীরে!"

"জাহাজে ত আপনি হুইষ্ট খেলে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন।"

"জাহাজে সে সুবিধা ছিল বটে। এখানে তাসও নাই, খেলার সঙ্গীও নাই।"

"তাস ত এখনই আনতে পারা যায়। ট্রেণেই কিনতে পাওয়া যাবে। আর খেলার সঙ্গী? যদি রাণী আউদা খেলেন—"

রাণী কহিলেন, "আমি অল্প অল্প জানি। হুইষ্ট খেলা ইংরাজি শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে' বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন।"

"আমিও একটু খেলতে পারি।"

আনন্দিত হইয়া মিঃ ফগ কহিলেন,—"বেশ ত।"

জিয়েন কাল বিলম্ব না করিয়া তাস ক্রয় করিয়া আনিল।

ট্রেণ নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। মিঃ ফগ নিশ্চিন্তে হুইষ্ট খেলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ট্রেণ থামিয়া গেল। মিঃ ফগের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তিনি হুইষ্ট খেলাতেই বেশী মন দিয়াছিলেন।

জিয়েনের বিশেষ কোনো কার্য্য ছিল না। ট্রেণ কেন থামিল, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সে নামিল। নামিয়াই দেখিল আরও অনেক যাত্রী ট্রেণের গার্ডকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে এবং নানা প্রশ্ন করিতেছে। কর্ণেল প্রক্টরই সেই প্রশ্নকর্ত্তাদিগের অগ্রণী ছিলেন।

মেডিসিন্ বো নামক ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার একটী লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছিলেন যে, সম্মুখের সেতু নিরাপদ্ নহে। উহার উপর দিয়া ট্রেণ চলিতে পারিবে না। এই সংবাদ পাইয়াই গার্ড গাড়ী থামাইয়া-

ছিলেন। যে স্থানে ট্রেণ থামিয়াছিল, তথা হইতে একমাইল দূরেই সেই সেতুটী অবস্থিত। সেতুর তলদেশ দিয়া একটী পার্ব্বত্য-তরঙ্গিণী ভীম বেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। জানা গেল সেতুর কয়েকটী নির্ভরস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

সংবাদ শুনিয়া জিয়েন হতবুদ্ধি হইল। এরূপ দুঃসংবাদ মিঃ ফগের নিকট নিবেদন করিতেও তাহার সাহস হইল না। সে প্রস্তরগঠিতবৎ থাকিয়া প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে আরোহীদিগের আলোচনা শুনিতে লাগিল।

কর্ণেল বলিলেন "এ ত ভারি মজার কথা দেখ্‌ছি। আমরা কি তবে এই বরফের মধ্যে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? ট্রেণ কি আর কিছুতেই যেতে পারবে না?" উত্তরে গার্ড কহিলেন, "না। আর একখানা ট্রেণের জন্য আমি ওমাহা ষ্টেশনে তারে খবর দিয়াছি। কিন্তু ছ' ঘণ্টার আগে সে গাড়ী মেডিসিন বো ষ্টেশনে আস্‌তে পারবে না।"

জিয়েন ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কহিল "ছয় ঘণ্টা!" গার্ড কহিলেন, "এখান থেকে হেঁটে মেডিসিন বো-তে যেতেও প্রায় ছ'ঘণ্টাই লাগবে।"

একজন যাত্রী কহিল, "অত সময় লাগবে কেন? এক মাইল পথ বৈ ত নয়!"

"এক মাইল বটে, কিন্তু নদীটা পার হ'তে হ'বে ত?" কর্ণেল কহিলেন, "কেন, নৌকায় পার হওয়া যাবে। নৌকা মিলিবে না?"

"নৌকায় পার হওয়া এখন অসম্ভব। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী এত ফুলে উঠেছে যে নৌকার সাধ্য নাই সাঁকোর কাছে পার হয়! পার হ'বার একটাই যায়গা আছে, সেও ১০ মাইল দূরে!"

যাত্রীদিগের মধ্যে তখন একটা বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। মিঃ ফগ যদি খেলায় মত্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেন।

ড্রাইভার কহিল, "একটা উপায় আছে—চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয়।"

সকলেই সমস্বরে কহিল "কি—কি ? সাঁকো পার হ'তে পারা যাবে ত ?"

"হাঁ।"

"ট্রেণ খানা সমেত না কি ?"

"হাঁ, তা' বৈ কি।"

গার্ড কহিলেন, "পাগলের কথা! সাঁকো যে ভেঙ্গে গেছে!"

"তা' ভাঙ্গলোই বা। ভেঙ্গেছে।—প'ড়ে ত যায়নি ?"

"না, তা যায়নি বটে, তবে গোটা দুই থাম্ ভেঙ্গে গেছে!"

"তাতে কি ? আমি যদি খুব বেগে গাড়ী চালিয়ে দি'—তা' হলে পলক ফেলতে না ফেলতে হয় ত ট্রেণ নিয়েই বেরিয়ে যেতে পার'বো।"

জিয়েন মনে মনে ভাবিল, "লোকটা বলে কি!" কিন্তু কথাটা কতকগুলি যাত্রীর মনে ধরিল। কর্ণেল প্রক্টর সিদ্ধান্ত করিলেন, 'এ আর একটা বেশী কথা কি। এ ত হতেই পারে।' ড্রাইভারকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি এইরূপ নানাবিধ দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এ ত তবুও সাঁকোটা দাঁড়িয়ে আছে—ভেঙ্গে পড়েনি। আমি একজন ড্রাইভারকে জানি, সে বিনা সাঁকোতেই একবার ছোট একটা নদী পার ক'রে ট্রেণ নিয়ে গিয়েছিল। সে যে তখন কি ভয়ানক বেগে গাড়ী চালিয়েছিল তা' আর বলা যায় না! সমস্ত ট্রেণখানা রেল থেকে যেন লাফিয়ে উঠে নদী পার হয়ে গেল! আমাদের ট্রেণ ত সাঁকোর উপর দিয়ে যাবে!"

যাহা হউক, কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর অনেকগুলি যাত্রী ড্রাইভারের পক্ষ অবলম্বন করিল। একজন বলিল, "আমরা যে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পারবো তার শতকরা ৫০ বার সম্ভাবনা।"

আর একজন অমনি বলিয়া উঠিল, "৫০ বার কি হে—৬০ বার।"

তৃতীয় ব্যক্তি উভয়কে সরাইয়া একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "হুঁ ৬০ বার! আরে ৮০ ৯০ বারই বল না।"

ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জিয়েনের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, 'এরা বলে কি!' অন্য একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ উপায় তাহার মনে আসিয়া উদয় হইল। সে একজন সহ-যাত্রীকে কহিল, "ড্রাইভারের ব্যবস্থাটা কিছু বিপজ্জনক ব'লে মনে হয়। কিন্তু—"

প্রত্যুত্তরে যাত্রীটী বলিল, "বিপজ্জনক কি? পার হবার ত শতকরা ৮০ বার সম্ভাবনা দেখাই গেল।" "তা আমি জানি, কিন্তু আমি একটা উপায়—" জিয়েনের মুখের কথা মুখেই থাকিল। তাহাকে বাধা দিয়া সেই আমেরিকান যাত্রী কহিল, "শুধু উপায় ঠাওরালেই ত কাজ হ'বে না। ড্রাইভার নিজেই বলছে যে যেতে পারবে -"

"তা' পারতে পারে। কিন্তু আমি যা' বলছিলাম সেইটেই বোধ হয় সমীচিন হ'তো—"

"সমীচিন! কি সমীচিন!" কর্ণেল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "সমীচিন আবার কি! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমরা পূরো দমে চালিয়ে যাব। শুনছো হে? পূরো দমে—পূরো দমে—"

জিয়েন কহিল "হাঁ শুনছি বই 'ক। যা হোক সমীচিন শব্দটায় যদি আপনাদের অমত থাকে, তা' হলে সেটা না ব'লে বরং স্বাভাবিক—"

চতুর্দ্দিক্ হইতে যাত্রীরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "লোকটা কে হে —ও বলে কি! স্বাভাবিকের ও কি জানে!"

উত্তেজিত আরোহিবৃন্দ জিয়েনকে আর কথাই কহিতে দিল না। কর্ণেল প্রক্টর বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "কি হে ছোকরা, ভয় পেয়েছ না কি?"

"ভয়! ভয় কাকে বলে জিয়েন তা' জানে না।"

গার্ড আদেশ দিলেন, "উঠুন—উঠুন—সকলে গাড়ীতে উঠুন। গাড়ী এখনই ছাড়বে।"

জিয়েন অনুচ্চস্বরে কহিল, "তা ওঠা যাচ্ছে, কিন্তু যাত্রীরা হেঁটে সাঁকো পার হ'লে পর গাড়ীখানা সাঁকোর উপর তুললে ভাল হ'তো।"

জিয়েনের যুক্তি কেহ শুনিল না। যদি কেহ শুনিত তাহা হইলেও উহা মানিতে চাহিত কি না সন্দেহ।

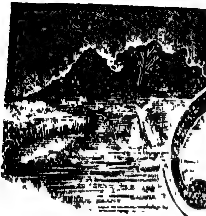
সকলে গাড়ীতে উঠিল। মিঃ ফগ তখনো নিবিষ্টচিত্তে হুইষ্ট খেলিতেছিলেন। ড্রাইভার বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণখানি এক মাইল পশ্চাতে লইয়া গেল এবং তথা হইতে ভীম বেগে সম্মুখে অগ্রসর হইল। সে বেগের পরিমাণ করিতে হইলে বলিতে হয় উহা ঘণ্টায় ১০০ মাইলের কম ছিল না। গাড়ীগুলি যেন রেললাইন স্পর্শ না করিয়াই ছুটিল!

বিদ্যুৎ যেমন এক নিমেষে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, ট্রেণখানিও তেমনি নিমেষ মধ্যে সেতু পার হইয়া গেল—যেন সেই পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর এক পার হইতে অপর পারে লম্ফ প্রদান করিল! পর মুহূর্ত্তেই একটা ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল সেতুটী সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে!



# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## সিয়োক্স দস্যু



ট্রেণে তিন দিন, তিন রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মিঃ ফগ ১৩৮২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ইভানস্ পাস্ নামক ষ্টেশনই সে পথের সর্ব্বোচ্চ রেল ষ্টেশন। সমুদ্র হইতে উহা ৮০৯১ ফিট উচ্চে। তাঁহারা সন্ধ্যার সময় ইভানস্ পাসে আসিয়া পৌছিলেন। এখন শৈলপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ট্রেণ ক্রমেই নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

প্রভাতে মিঃ ফগ হুইষ্ট খেলিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ ফিক্স এ পর্য্যন্ত অনেক বাজী জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে পরাজিত হইতে লাগিলেন। উভয়েই খেলিতে খেলিতে আত্মবিস্মৃত।

সেবার মিঃ ফগের পালা। তিনি যেই এক খানি চিড়াতন খেলিতে যাইবেন, অমনি শুনিলেন কে যেন পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল "আমি হ'লে হরতন খেলতেম।"

তাঁহারা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন পশ্চাতে কর্ণেল প্রক্টর! তিনিও মিঃ ফগকে চিনিলেন, মিঃ ফগও তাঁহাকে চিনিলেন। কর্ণেল কহিলেন "আপনি যে দেখছি সেই ইংরাজ—তাই ত আপনি চিড়াতন খেলতে যাচ্ছেন!"

"হাঁ তাই বটে। দেখুন না আমি খেলছিও তাই।" মিঃ ফগ তাস দিলেন।

নিক্ষিপ্ত তাস তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কর্ণেল একান্ত ধৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, "আমি হরতন খেলতে চাই। আপনি হুইষ্ট খেলার কিছুই জানেন না দেখছি!"

মিঃ ফগ আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অন্যেও যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি।"

কর্ণেল ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তাই না কি! একবার খেলেই দেখুন না!"

ব্যাপার দেখিয়া রাণী আউদার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মিঃ ফগের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বসাইলেন। জিয়েন যেরূপ ঘৃণাভরে কর্ণেলের দিকে চাহিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল সে মুহূর্ত্তে তাঁহার উপর নিপতিত হইবে। ফিক্স গোয়েন্দা মিঃ ফগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এঁর সঙ্গে আমাকেই আগে বোঝা-পড়া করতে হ'বে। ইনি যে আমাকে শুধু অপমানই করেছেন তা নয়— আমাকে প্রহারও করেছেন।"

ফিলিয়াস্ ফগ শান্ত চিত্তে কহিলেন, "মিঃ ফিক্স মার্জ্জনা করুন। বোঝা-পড়াটা কেবল আমার সঙ্গেই হ'বে। 'কেমন ক'রে, হুইষ্ট খেলতে হয় আমি তা জানি না' এই কথা ব'লে কর্ণেল আমাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছেন। তিনি অবশ্যই তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবেন।"

কর্ণেল তীব্রভাবে বলিলেন "কৈফিয়ৎ! যখন—যেখানে ইচ্ছা— যেমন করে চান তাই পাবেন!"

রাণী আউদা মিঃ ফগকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। গোয়েন্দা

ফিক্স কর্ণেলের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে যুঝিতে চাহিলেন। জিয়েন কহিল, "আদেশ মাত্রেই আমি গাড়ীর জানালা দিয়া কর্ণেলকে মাঠের মধ্যে ফেলে দিতে পারি।"

কিন্তু মিঃ ফগ কিছুতেই শুনিলেন না—কোন বাধাই মানিলেন না। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কর্ণেলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ট্রেণ তখন একটা ষ্টেশনের নিকট দাঁড়াইয়াছিল।

প্ল্যাটফরমের উপর নামিয়া মিঃ ফগ বিনীত ভাবে বলিলেন "দেখুন মহাশয়, তাড়াতাড়ি ইউরোপে ফিরে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। এখানে দেরি হ'লে আমার অত্যন্ত স্বার্থহানি হ'বার সম্ভাবনা।"

কর্ণেল কহিলেন, "তাতে আমার কি?"

মিঃ ফগ পূর্ব্ববৎ বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "সানফ্রান্সিস্কোতে আপনার সঙ্গে কলহ হ'বার পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার ইংলণ্ডের কাজ শেষ হ'লেই আমি আপনার সন্ধানে আবার আমেরিকায় আসবো।"

"বটে? তাই না কি?"

"আজ থেকে ছ'মাস পর আপনার সঙ্গে দেখা হ'বে কি?"

"ছ'মাসে আর কাজ কি! তবে ছ'বছরই বলুন না!"

"আমি ছ'মাসের কথাই বলছি। ছ'মাস পর আমি ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'ব।"

কর্ণেল চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এ কি বাতুলতা! হয় এখনই, না হয় বোঝা গেল আর কখনো হবে না।"

"তাই হ'বে। আপনি কি নিউইয়র্কে যাচ্ছেন?"

"না!"

"সিকাগোতে?"

"না।"

"ওমাহায় ?"

"আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কি ? আপনি প্লাম্‌ফ্রিক্‌ ষ্টেশন জানেন কি ?"

"না।"

"পরের ষ্টেশনই প্লাম্‌ফ্রিক্‌। গাড়ী সেখানে ১০ মিনিট দাঁড়াবে। গোটাকত বন্দুকের গুলি চালাতে সেখানে আর কতটুক সময় লাগবে ?"

"আচ্ছা তাই হ'লো। আমিও প্লাম্‌ফ্রিকেই নাম্‌বো।"

তখন অসাধারণ ঔদ্ধত্যের সহিত কর্ণেল কহিলেন,—

"সেখান থেকে আর উঠতে হবে না !"

মিঃ ফগ ধীরভাবে আপনার গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে উত্তর দিলেন, "কে জানে কি হ'বে !"

গাড়ী ছাড়িল। তিনি রাণী আউদাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "বাচালের কাছে আবার ভয় কি ? মিঃ ফিক্স এ যুদ্ধে আপনি বোধ হয় আমার দোসরের কাজ কর্‌বেন ?"

ফিক্স স্বীকৃত হইলেন।

আবার হুইষ্ট খেলা আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরই যে মিঃ ফগ প্রাণান্তকর দ্বৈরথ সমরে লিপ্ত হইবেন, সে চিন্তা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করিতে পারিল না।

বেলা ১১টার সময় ট্রেণের বংশীধ্বনি প্লাম্‌ফ্রিক ষ্টেশনে আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। মিঃ ফগ উঠিলেন। ফিয়েন ও মিঃ ফিক্স কয়েকটা রিভল্‌ভার লইয়া অনুগমন করিল। বিবর্ণমুখী রাণী আউদা মৃতের ন্যায় একাকিনী গাড়ীতেই রহিলেন। তাঁহার নিশ্বাস যেন এক একবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

পরমুহূর্ত্তেই পার্শ্বের গাড়ীর দ্বার খুলিয়া কর্ণেল প্রক্টর বাহির হইলেন। একজন আমেরিকান তাঁহার দোসর হইয়াছিল। তাঁহারা যখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করেন তখন গার্ড কহিলেন—

"নামবেন না মশায়।"

"কেন ?"

"গাড়ী ২০ মিনিট পিছিয়ে পড়েছে। আমি এখানে আর দাঁড়াব না।"

মিঃ ফগকে দেখাইয়া দিয়া কর্ণেল কহিলেন, "আমি এঁর সঙ্গে একটু দ্বৈরথ-যুদ্ধ করবো স্থির করেছি।" গার্ড কহিলেন, "কি করবো, বড় দুঃখিত হলেম। ওই শুনুন গাড়ীর ঘণ্টা হ'লো।"

ট্রেণ আর দাঁড়াইল না।

গার্ড বিনয়ের সহিত কহিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। অন্যদিন হ'লে আপনাদের জন্য আমি একটু অপেক্ষা করতে পারতেম। যদি আপনারা একান্তই যুদ্ধ করেন, গাড়ী চল্‌তে চল্‌তেও তা হ'তে পারে।"

মিঃ ফগকে একটু বিদ্রূপ করিয়া কর্ণেল বলিলেন, "বোধ হয় ওঁর তাতে সুবিধা হ'বে না!" ফিলিয়াস্ ফগ উত্তর করিলেন, "আমার কোন অসুবিধাই হ'বে না! আপনার সুবিধা হ'লেই হ'লো।" গার্ড তখন তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ট্রেণের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন। শেষ গাড়ীতে ১০।১২ জন মাত্র যাত্রী ছিল। গার্ড তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এই দু'জন ভদ্রলোকের একটু হিসাব-নিকাশ আছে। আপনারা যদি এঁদের একটু জায়গা দিতে পারেন তা' হলে ভাল হয়।"

তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য যাত্রীরা নামিয়া গেল।

গাড়ীখানি ৫০ ফিট দীর্ঘ, সুতরাং বন্দুক লইয়া দ্বৈরথ-সমর করিবার

অনুপযুক্ত ছিল না। ফিলিয়াস্ ফগ এবং কর্ণেল প্রক্টর গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের নিকটেই ছয়নালা রিভলভার ছিল। গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সহযোগিগণ অন্যত্র অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এঞ্জিনের বাঁশী শুনিলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং দুই মিনিট পর্য্যন্ত চলিবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

এত সহজে এবং এত সত্বর সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল যে জিয়েন এবং ফিক্স গোয়েন্দা নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন।

এঞ্জিনের বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় চতুর্দ্দিকে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। সেই কোলাহলের মধ্যে ট্রেণের নানা স্থান হইতে বন্দুকের শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছিল। যাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল।

কর্ণেল প্রক্টর এবং মিঃ ফগ বিভলভার হস্তে ত্বরিতপদে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং যেখানে গোলযোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্ত সিয়োক্স দস্যুগণ চলন্ত ট্রেণ আক্রমণ করিয়াছিল। আমেরিকার সেই নির্জ্জন পথে তাহারা অনেক সময়েই এইরূপ করিত তরবারি এবং বন্দুক লইয়া তাহারা ক্ষিপ্রগতিতে রেলগাড়ীর পা-দানের উপর লাফাইয়া উঠিত এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরোহীদিগের যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রথমে এঞ্জিনের উপর উঠিয়া ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানকে আহত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, ট্রেণ থামাইবে। কিন্তু কলের ব্যবহার না জানায় সে হঠাৎ বাষ্প-নলের মুখ খুলিয়া ফেলিল। ট্রেণ তখন না থামিয়া আরো ভীষণ বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার

সঙ্গিগণ ইতিপূর্ব্বেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রীদিগের সহিত তাহাদিগের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রিভলভার এবং বন্দুকের শব্দে কর্ণে তালা ধরিল। তরবারির আঘাতে হু হু করিয়া রুধির-স্রোত ছুটিল। কতজন সিয়োক্স যে সেই চলন্ত ট্রেণের নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইল তাহা কে বলিতে পারে! যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়া গাড়ীর ভিতর পড়িয়া রহিল। রাণী আউদাও বীর-নারীর ন্যায় আত্মরক্ষা করিলেন। তাঁহার রিভলভারের আঘাতে ২০।২৫ জন দস্যুর জীবলীলা ফুরাইল।

ট্রেণ যেন উল্কার মত ছুটিতেছিল। গার্ড বীরের ন্যায় যুঝিতে যুঝিতে মিঃ ফগকে কহিলেন, "যদি ট্রেণ না থামাইতে পারেন, তা' হ'লে একজনও বাঁচবে না। ফোর্টকিয়ার্ণি ষ্টেশন আর মাত্র ৫।৬ মাইল দূরে। গাড়ী যদি ষ্টেশন ছেড়ে যায়, তা' হ'লে দস্যুদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন উপায় থাকবে না। তারাই তা' হ'লে ট্রেণের কর্ত্তা হ'বে। পরের ষ্টেশন অনেক—"

গার্ড আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দস্যুর একটী গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষ ভেদ করিল। তিনি অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন!

মিঃ ফগ এতক্ষণ বীরদর্পে যুদ্ধ করিতেছিলেন। গার্ডের কথা শুনিয়াই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া ট্রেণ থামাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এঞ্জিনে গমনের পথ যে শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না। [illegible]বেন তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "আপনি যাবেন না—যাবেন না। এ একটা সামান্য কাজ— ভৃত্যেরই উপযুক্ত।"

মিঃ ফগ তাহাকে নিবারণ করিতে না করিতেই সে জানালা দিয়া

একখানি গাড়ীর নীচে নামিয়া গেল এবং অতি সুকৌশলে ঝুলিতে ঝুলিতে এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ী, তাহার পর আর এক গাড়ী এই রূপে ট্রেণের সম্মুখভাগে যাইয়া উপনীত হইল। লগেজ গাড়ী এবং এঞ্জিনের মধ্যস্থিত একটী লৌহদণ্ড এক হস্তে ধারণ করিয়া জিয়েন অপর হস্তে সংযোজন-শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল। যে লৌহদণ্ড দিয়া এঞ্জিনের সহিত লগেজ-গাড়ী আবদ্ধ ছিল, তাহা তখন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল! শূন্য এঞ্জিন বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখে ছুটিতে লাগিল—ট্রেণের গতি প্রতিমুহূর্ত্তেই কমিতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণখানি আসিয়া ফোর্টকিয়ার্ণি ষ্টেশনের অনতিদূরে একেবারে থামিয়া গেল। দস্যুগণ তখন পলায়ন করিয়াছিল।

ট্রেণ থামিলে যখন হতাহতের সংখ্যা করা হইল, তখন যাত্রীদিগের মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল না। ফরাসী জিয়েনের সন্ধানও কেহ দিতে পারিল না!



# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## কর্ত্তব্য-পালন



আরোহীদিগের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল। কিন্তু কাহারো আঘাত তত সাংঘাতিক ছিল না। মৃতের সংখ্যাও যে খুব অধিক ছিল তাহা নহে। কর্ণেল প্রক্টর একটু বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন। অন্যান্য আহত যাত্রীদিগের সহিত কর্ণেলকেও শুশ্রূষার জন্য ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল।

রাণী আউদা এবং ফিলিয়াস্ ফগ একেবারেই আহত হইয়াছিলেন না। ফিক্স গোয়েন্দার হস্তের মাংস খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল মাত্র। কিন্তু জিয়েনেকে পাওয়াই গেল না! রাণী আউদা তাহার জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ যেমন প্রস্তরগঠিতবৎ দণ্ডায়মান ছিলেন সেইরূপই রহিলেন। তাঁহার চক্ষে পলক পর্য্যন্ত পড়িতেছিল না।

তখনো দূরে দুই একজন পলায়মান সিয়োক্স দস্যু দেখা যাইতেছিল। তুষারস্পর্শে শুভ্র রেলপথের উভয় পার্শ্ব রক্তরঞ্জিত হইয়া সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল—গাড়ীর চাকাগুলির সঙ্গে তখনো খণ্ড খণ্ড নিষ্পিষ্ট নরমাংস ঝুলিতেছিল!

রাণী আউদা কাতর দৃষ্টিতে ফগের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে ফগের মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। তিনিও এতক্ষণ নিজ কর্ত্তব্যপথ স্থির করিতেছিলেন। রাণী আউদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "জীবিত হোক বা মৃত হোক আমি জিয়েনকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব।"

রাণী আউদার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আবেগ-ভরে মিঃ ফগের করমর্দ্দন করিলেন। তাঁহার বিন্দু বিন্দু নয়নবারি সুগোল মুক্তার ন্যায় মিঃ ফগের হস্তের উপর পতিত হইতে লাগিল।

ফিলিয়াস্ ফগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক ভৃত্যের সন্ধান না করিয়া যাইবেন না। তাহাতে যদি সর্ব্বস্বও যায়, তিনি তাহাও স্বীকার করিবেন। তিনি বেশ জানিতেন যে একদিন মাত্র বিলম্ব ঘটিলেই আর নিউইয়র্কে যাইয়া জাহাজ পাইবেন না। নিউইয়র্কে জাহাজ ধরিতে না পারিলে বাজীতে তাঁহার পরাজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু তিনি কখনো কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ভৃত্যের অনুসন্ধান তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন।

ফোর্টকিয়ার্ণি একটী ক্ষুদ্র দুর্গ। দুর্গের সৈন্যগণ বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল শুনিয়া ইতিপূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহাদিগের অধিনায়ককে সম্বোধন করিয়া মিঃ ফগ বলিলেন, "মহাশয় তিন জন যাত্রীর কোন সন্ধানই নাই!"

"তারা মরে গেছে না কি?"

"মরুক আর দস্যুর হস্তে বন্দীই হোক তাদের সন্ধান করতেই হ'বে। আপনি কি সৈন্য নিয়ে দস্যুদের অনুসরণ করতে চান?"

সেনাপতি কহিলেন, "সে বড় বিষম কথা! তারা যে পালাতে পালাতে কোথায় যাবে তার ঠিকানা কি? আমি কি আর দুর্গটী

অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারি। কে জানে যে সুবিধা পেলে দস্যুরা এসে দুর্গই আক্রমণ করবে না!"

মিঃ ফগ বলিলেন, "কিন্তু ম'শায় তিনটি লোকের যে প্রাণ যায়!"

"তা ঠিক কিন্তু তিন জনের জন্য কি আমি ৫০ জনের জীবন বিপদাপন্ন করিতে পারি! দস্যুর আক্রমণে অনেকেরই ত প্রাণ গিয়েছে। তার উপায় কি বলুন!"

"৫০ জনের জীবন বিপদাপন্ন করতে পারেন কি না তা জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, আপনার করাই উচিত।"

কাপ্তান তীব্রস্বরে কহিলেন, "আমায় আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারে এমন লোক ত আমি এখানে দেখি না!"

অনুত্তেজিত কণ্ঠে ফগ কহিলেন, "আচ্ছা বেশ। আমি তা' হ'লে একাই যাব!"

মিঃ ফিক্সের নিকট ফগের একা যাওয়ার প্রস্তাবটী ভালো লাগিল না। এতদূর অনুসরণ করিয়া কি তিনি শেষে দস্যুকে হারাইবেন! তিনি কহিলেন,—

"আপনি একাই দস্যুদের অনুসরণ করতে চান? না—না—তা হবে না।"

"আপনি কি বলতে চান, যার জন্য আমরা আজ প্রাণ পেয়েছি, সেই অনুগত অকুতোভয় জিয়েনকে শত্রুকবলে ফেলেই আমি চলে যাব? তা' কখনো হবে না। আমি নিশ্চয়ই তার খোঁজ করতে যাব।"

মিঃ ফগের কথা সেনাপতির হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, "আপনাকে আর একা যেতে হবে না। আপনি দেখছি বীরপুরুষ।"

তিনি তখন সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি ৩০ জন লোক চাই। কে কে যাবে এস।"

তাহারা সকলেই বীর—সকলেই নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেনাপতির সহিত মিঃ ফগের কথা শুনিতেছিল। আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় এবং একজন বীরের জীবনরক্ষা করিবার বীরোচিত আগ্রহে তাহাদিগের হৃদয় জ্বলিতেছিল। আহ্বান মাত্রেই তাহারা সকলেই অগ্রসর হইল। সেনাপতি তন্মধ্যে ৩০ জনকে যাত্রার জন্য আদেশ করিলেন। একজন স্থির ধীর বৃদ্ধ কর্ম্মচারী তাহাদিগের নায়ক-পদে বৃত হইলেন।

মিঃ ফগ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, "সেনাপতি মশায়, আপনাকে ধন্যবাদ।"

গোয়েন্দা ফিক্স অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমাকে কি সঙ্গে নেবেন না ?"

"আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি রাণী আউদার রক্ষার ভার নিতেন, তা'হ'লেই আমার বেশী উপকার হ'ত। কি জানি, যদি আমার কোনো বিপদই ঘটে—"

গোয়েন্দার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। এত শ্রমে এত বিপদের ভিতর দিয়া তিনি এতদিন যাহার অনুসরণ করিতেছেন, আজ কি না তাহাকে একা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে—নয়নের অন্তরাল করিতে হইতেছে! গোয়েন্দা তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ ফগের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন সে বদনে কুটিলতার চিহ্নমাত্রও নাই। মিঃ ফগের নিতান্ত সরল দৃষ্টির নিকটে পরাজয় মানিয়া ফিক্স গেয়েন্দা রাণী আউদার রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন।

ফিলিয়াস্ ফগ তাঁহার অর্থপূর্ণ ব্যাগটী রাণী আউদার হস্তে সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যাত্রাকালে সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! যদি আমরা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারি, তা'হ'লে

আমি আপনাদের ১৫০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করছি!”

যতক্ষণ দেখা গেল রাণী আউদা সেই ক্ষুদ্র বীরদলকে দেখিতে লাগিলেন। তাহারা নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলে পর তিনি বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক হতাশ হৃদয়ে উপবেশন করিলেন এবং মিঃ ফগের সাহস, মহত্ত্ব, দয়া প্রভৃতির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগ তাঁহার নিকট দেবতার পূজা পাইলেন

গোয়েন্দা ফিক্স তখন বাহিরে একখানি আসনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, ‘আমি কি গাধা! আমার পকেটে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাখানা থাকতে আমি দস্যুটাকে ছেড়ে দিলাম! আর কি সে ফিরে আসবে? বোধ হয় না। সে আমাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে।’

তিনি কখনো ভাবিতে লাগিলেন, ‘যাই, আমিও তার অনুসরণ করি। বরফের উপর পদচিহ্ন দেখেই পথ চিনে নিতে পারবো। কিন্তু যেতে যেতেই ত আরো বরফ পড়বে। পদচিহ্ন ত তা’হ’লে আর থাকবে না!’ গোয়েন্দা তাই অবশেষে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বৃশ্চিকদষ্টবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ৩ টা বাজিল। চারিদিক্ তখন তুষারসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তুষার তূলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ ট্রেণের বংশীধ্বনি শ্রুত হইল! সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল একটী অস্পষ্ট ছায়া যেন অগ্রসর হইতেছে। ছায়া ক্রমে কায়া লাভ করিল এবং অবশেষে ট্রেণের এঞ্জিনে পরিণত হইল।

জিয়েন যে এঞ্জিন ট্রেণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহা অনেক-দূর পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে গমন করিলে পর যখন বাষ্প ফুরাইয়া আসিল, কয়লার অভাবে অগ্নির উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইল, তখন ধীরে ধীরে

থামিয়া গেল। আহত ড্রাইভারের ইতিমধ্যে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল। সে তখন সকল অবস্থা বুঝিতে পারিল। বিপদ্ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সে পুনরায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিল এবং বিচ্ছিন্ন ট্রেণখানির সন্ধানলাভের আশায় পুনরায় বিপরীত দিকে আসিতে লাগিল। এত অধিক তুষার-পাত হইতেছিল যে, সামান্য কয়েক হস্ত মাত্র দূরেই আর কিছু দেখা যাইতেছিল না। ফোর্ট কিয়ার্ণি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যায় ড্রাইভার এইজন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি করিতেছিল।

এঞ্জিন আসিতে দেখিয়া যাত্রীরা পুলকিত হইল। যখন বিযুক্ত ট্রেণ পুনরায় এঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত হইল, তখন আউদা গার্ডকে বলিলেন ;—

"গাড়ী কখন্ ছাড়বে ?"

"এখনই।"

"কিন্তু বন্দীরা—আমার হতভাগ্য সঙ্গীরা—"

"তা বলে ত আমি বসে' থাকতে পারি না। আমি ৩ ঘণ্টা পিছিয়ে পড়েছি।"

"সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে আবার কখন্ গাড়ী আস্‌বে ?"

"কাল সন্ধ্যার সময়।"

"তা হলে ত বড় দেরি হবে দেখছি আপনি কি থাকতে পারবেন না ?"

"অসম্ভব। যদি যেতে হয় তবে আসুন, আর বিলম্ব করবেন না।"

"আমি যাব না !"

আহত আরোহিগণ সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বেই যখন ট্রেণ পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, মিঃ ফিক্স তখন দস্যুকে ধরিবার সকল আশা ত্যাগ করিয়া ট্রেণ পাইলেই চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই যখন যাইবার সুযোগ

ঘটিল তখন আর তিনি গেলেন না। ভাবিলেন, দেখা যাক্, আবার ত ট্রেণ পাওয়া যাইবে।

যেমন তুষারপাত হইতেছিল, তেমনি হইতে লাগিল। যেমন দারুণ শীতল বাতাস বহিতেছিল, তেমনি বহিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইল : সন্ধ্যা-সমাগমে সেই ভীষণ নীরবতা আরো অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল! রাণী আউদা কত রকম আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যেই বিশ্রাম-কক্ষের বাহিরে আসিয়া প্ল্যাটফরমের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সঙ্গীদিগের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই জন-হীন প্রান্তর নীরব—অবিরাম তুষারপাতের জন্য দৃষ্টিও অধিক দূর চলিতে-ছিল না। এইরূপে ঘর এবং বাহির করিতে করিতেই রাণী আউদার রজনী প্রভাত হইয়া গেল। প্রভাতে আকাশের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরি-বর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু মিঃ ফগের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। রাণী আউদা এবং মিঃ ফিক্স উভয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। সৈনিকদিগের জন্য সেনাপতি ক্রমশঃই চিন্তিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, তাহারা ত গিয়াছেই—তাহাদের রক্ষার জন্য আর সৈন্য প্রেরণ করা বাতুলতা মাত্র!

ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল। সেনাপতির চিন্তাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি দুর্গের অবশিষ্ট সৈন্য পাঠাইয়া দিতেই সঙ্কল্প করিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তুত হইল।

সহসা দূরে বন্দুকের শব্দ পাওয়া গেল। সৈন্যগণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্ষিপ্র পদে অগ্রসর হইল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই মিঃ ফগ, জিয়েন এবং অন্যান্য সকলে ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কিয়ার্ণি ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদিগের

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন, জিয়েন ও অপর দুই-জন বন্দী বিপুল বিক্রমে দস্যুদিগের উপর নিপতিত হইয়াছে এবং জিয়েনের সুপরিচালিত অব্যর্থ সবল মুষ্ট্যাঘাতে তিনজন দস্যু আহত হইয়া ধরা-শয্যা গ্রহণ করিয়াছে! এমন সময় মিঃ ফগ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগকে উদ্ধার করিলেন।

জিয়েন ষ্টেশনে আসিয়াই মিঃ ফিক্সকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেণ কোথায়?" তাহার ভরসা ছিল তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদের মধ্যে রাখিয়া ট্রেণ কখনই ছাড়া হইবে না।

মিঃ ফিক্স বিষণ্নভাবে কহিলেন, "ট্রেণ নাই—চলে গেছে।"

মিঃ ফগ নিতান্ত শান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কখন গাড়ী পাওয়া যাবে?"

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর নয়।"

ফিলিয়াস্ ফগ উত্তর শুনিয়া কেবল কহিলেন, "তাই ত!"



# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## স্লেজ বা স্থলের নৌকা



লিয়াস্ ফগের ২০ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল। জিয়েন নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, "আমিই প্রভুর সর্ব্বনাশ ঘটাইলাম।"

গোয়েন্দা ফিক্স মিঃ ফগের নিকট আসিয়া কহিলেন, "সত্য সত্যই কি আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন?"

"হাঁ।"

"তা হলে দেখছি ১১ই তারিখের আগেই আপনার নিউইয়র্কে পৌঁছা দরকার। ইংলণ্ডের ডাক-জাহাজ ধরতে চান বুঝি?"

"হাঁ। ডাক-জাহাজের উপরই আমার সর্ব্বস্ব নির্ভর করছে!"

"যদি এ সব বাধা বিপত্তি না ঘটতো তা হলে ত আপনি ১১ই প্রভাতেই নিউইয়র্ক যেতে পারতেন।"

"তা হ'তো বৈ কি। তা হলে ত আমার হাতেই বরং আরো ১২ ঘণ্টা সময় অতিরিক্ত থাকতো।"

"আপনার ত মোট ২০ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ২০এর মধ্যে ১২ বাদ দিলে থাকে ৮ ঘণ্টা। এই ৮ ঘণ্টার বিলম্বে যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয় তা কি আপনি করতে প্রস্তুত আছেন?"

"আছি বৈ কি। আপনি বোধ হয় হেঁটে যাওয়ার কথা বলছেন?"

"না না হেঁটে নয়। যখন বরফ পড়েছে তখন স্লেজ গাড়ী বেশ চলবে। হাওয়াও আছে, পাল তুলে' দিলে রেলের মত যাবে।

"এখানে কি স্লেজ পাওয়া যাবে?"

"একটা লোক তার স্লেজ ভাড়া দিতে পারে বলছিল।"

ষ্টেশনের নিকটে স্লেজওয়ালার কুটীর। মিঃ ফগ স্লেজ দেখিতে গেলেন। গাড়ীখানি মন্দ নহে। ৫।৬ জন লোক অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। গাড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে একটী উচ্চ গুণবৃক্ষ লৌহতারে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। সেই গুণবৃক্ষের সঙ্গে একটী সুবৃহৎ পাল ঝুলিতেছিল। গাড়ীর একটী হাইলও ছিল। শীতসমাগমে যখন তুষারপাতে রেলপথ ডুবিয়া যায়, তখন লোকে স্লেজে আরোহণ করিয়া এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে গমনাগমন করে।

স্লেজওয়ালা কহিল, "পশ্চিম থেকে বাতাসে বেশ জোর দিয়াছে। বরফও খুব শক্ত হয়ে জমে গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওমাহা ষ্টেশনে যেতে পারবো। ওমাহা থেকে নিউইয়র্ক এবং সিকাগো যাবার যথেষ্ট ট্রেণ পাওয়া যায়।"

তখন বেলা ৮টা। মিঃ ফগ অবিলম্বে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বাণী আউদা সেই দারুণ শীতে তাঁহার সহিত স্লেজে না যাইয়া ট্রেণে জিয়েনের সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু আউদা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সকলেই স্লেজে উঠিয়া বসিলেন।

স্লেজওয়ালা পাল টানিয়া দিল। প্রবল বাতাসে পাল ফুলিয়া উঠিল, স্লেজ চলিতে লাগিল। দেখিতে না দেখিতে তাঁহারা সেই মসৃণ অথচ কঠিন বরফরাশির উপর দিয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল স্লেজ ঘণ্টায় ৪০ মাইল যাইতেছে।

কিয়ার্ণি ষ্টেশন হইতে ওমাহা ষ্টেশন সরল ভাবে ২০০ মাইলের অধিক

নহে। কোন বিঘ্ন না ঘটিলে তাঁহারা বেলা ১টার মধ্যেই ওমাহা যাইতে পারিবেন বলিয়া অনুমান করিলেন।

নিদারুণ শীত। শীতে তাঁহাদিগের শোণিত পর্য্যন্ত যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। কাহারো বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সেই মুক্ত প্রান্তরমধ্যে সেই অনন্ত বিস্তৃত তুষাররাশির উপর দিয়া, সেই কলঙ্ক-হীন কঠিন শুভ্র তরঙ্গ-বিহীন দৃঢ় সাগরের উপর গড়াইতে গড়াইতে—নদীর মধ্যে যেমন পালের নৌকা চলে—স্লেজও তেমনি অনায়াসে চলিতে লাগিল। স্লেজওয়ালা সুদক্ষ ছিল। সে দৃঢ় মুষ্টিতে হাইল ধরিয়া সরল পথে স্লেজ চালাইয়া দিল। স্লেজ যেন উড়িয়া চলিল। যে সকল লৌহরজ্জু দ্বারা গুণবৃক্ষ আবদ্ধ ছিল, বাতাস লাগিয়া তাহারা কাঁপিতে লাগিল। সেই কম্পনে এক অশ্রান্ত করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়া নীরব শীতল শুভ্র কঠিন তুষার-প্রান্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

সমস্ত পৃথিবী যেন তুষারমগ্ন হইয়াছিল। যে সকল পার্ব্বত্যতরঙ্গিণী সেই প্রান্তর বিধৌত করিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া নৃত্য করিয়া চলিত, তাহারা এখন তুষার রাশিতে পরিণত হইয়াছিল। স্লেজ অনায়াসে সেই সকল নদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। কদাচিৎ কতকগুলি বন্য পক্ষী তাঁহাদের মস্তকের উপর দিয়া উড়িতে লাগিল। কোথাও বা কতকগুলি ক্ষুধিত নেকড়ে ব্যাঘ্র আহারের সন্ধানে স্লেজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছিল। জিয়েনের ইচ্ছা হইতেছিল অবিলম্বে গুলি করিবে। কিন্তু সে যখন শুনিল তাহাতেই বিপদের আশঙ্কা অধিক, ব্যাঘ্রগণ তাহা হইলে কিছুতেই আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, তখন সে বন্দুক রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহর কালে স্লেজওয়ালা পাল নামাইয়া কহিলেন, "ওই যে ওমাহা দেখা যায়।"

মিঃ ফগ দেখিলেন দূরে কতকগুলি তুষারমণ্ডিত গৃহচূড়া দেখা যাইতেছে। স্লেজ সেই স্থানে যাইয়া উপনীত হইবা মাত্রই তাঁহারা অবিলম্বে অবতরণ করিলেন এবং সিকাগোর একখানি ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। আর ৫ মিনিট বিলম্ব হইলেই সে ট্রেণ চলিয়া যাইত।

সমস্ত রজনী নির্ব্বিঘ্নে ট্রেণে কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪টার সময় সিকাগোতে পৌঁছিয়াই তাঁহারা শুনিলেন নিউইয়র্ক-গামী একখানি ট্রেণ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। মিঃ ফগ সঙ্গিগণ সহ তৎক্ষণাৎ নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। দ্রুতগামী ট্রেণ জল স্থল কম্পিত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইল।

পরদিন বেলা ১১টার সময় ট্রেণ আসিয়া নিউইয়র্কের জাহাজ-ঘাটে থামিল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা শুনিলেন লিভারপুলের জাহাজ "চায়না" ৭৫ মিনিট পূর্ব্বেই বন্দর ছাড়িয়াছে!

'চায়না'র সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ফগের সকল আশাই ভাসিয়া গেল। লিভারপুলে যাইবার আর কোনো জাহাজ ছিল না!

জিয়েন ক্ষোভে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। রাণী আউদা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মাত্র ৪৫ মিনিটের জন্যই শেষে সব গেল! এত পরিশ্রম এত অর্থব্যয় সমস্তই বৃথা হইল! জিয়েন আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে জানিত যে তাহার জন্যই এ সকল ঘটিল।

মিঃ ফগ তাহাকে তিরস্কার করিলেন না। তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইতে বসিয়াছিল দেখিয়াও বিরক্তি বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। বরাবর নিকোলাস্ হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সে রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় কাহারো নিদ্রা হইল না। কেবল মিঃ ফগের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না!

---



# নবম পরিচ্ছেদ

## বোর্ডোঁ যাত্রা

রবিদন ১২ই ডিসেম্বর। মিঃ ফগের তখন আর মোট নয় দিন তের ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় ছিল। তিনি যদি "চায়না" জাহাজ ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে লণ্ডনে পৌঁছিয়া বাজী জয় করিতেন! জিয়েন এই সকল চিন্তা করিয়া নিজের মস্তকের কেশ টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

মিঃ ফগ সঙ্গীদিগকে কহিলেন, "আমি যতক্ষণ না আসি, আপনারা এখানেই থাকবেন। ডাকা মাত্রই যা'তে রওনা হ'তে পারেন তার বন্দোবস্ত রাখবেন। যাবার কোনো উপায় হয় কি না আমি একবার দেখে আসি।"

ফগ হাড্‌সন্ নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন অনেক পোতই বন্দর ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিতেছে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই পালে চলে—কলে নহে। সুতরাং তাঁহার সুবিধা হইল না। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে হেন্‌রিয়েটা নামক এক খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্ণব পোত তাঁহার নয়নে পড়িল। জাহাজের নালামুখে তখন অনর্গল মসিবর্ণ

ধূম্র বিনির্গত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল। মিঃ ফগ একখানি তরণী যোগে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন।

কাপ্তান জাহাজেই ছিলেন। মিঃ ফগ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কি কাপ্তান ?"

"হাঁ—আমি কাপ্তান।"

"আমার নাম ফিলিয়াস্ ফগ। আমার বাড়ী লণ্ডনে।"

"আমার নাম আন্ড্রু সিপার্ডি। আমার বাড়ী কাডিফে।"

"আপনি বুঝি এখনই জাহাজ ছাড়ছেন ?"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়ব।"

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বোর্ডোতে।"

"কি বোঝাই নিয়েছেন ?"

"জাহাজ খালি।"

"কোন যাত্রী আছে কি ?"

"আমি যাত্রী লই না। তারা সর্ব্বদাই বিরক্ত করে !"

"আপনার জাহাজ কি বেশ দ্রুত চলে ?"

"ঘণ্টায় ১৩।১৪ মাইল যায়। হেন্‌রিয়েটা জাহাজের নাম এ অঞ্চলে সকলেই জানে।"

"আপনি কি অনুগ্রহ করে' আমাকে আর আমার তিনটী বন্ধুকে লিভারপুল নিয়ে যেতে পারবেন ?"

বিদ্রূপের সুরে কাপ্তান কহিলেন—

"লিভারপুল ! আমি যে যাচ্ছি বোর্ডো। বলুন না কেন একদম চীন দেশেই নিয়ে যাই !"

"চীন দেশে নয়—লিভারপুলে।"

"না।"

"পারবেন না ?"

"আমি ত বলছি পারব না। আমি বোর্ডোঁতে যাব স্থির করেছি, সেখানেই যাব।"

"যদি অনেক টাকা দি।"

"টাকায় কি হ'বে !"

"এ জাহাজ কার ?"

"আমার।"

"আমি যদি জাহাজখানা ভাড়া চাই ?"

"ভাড়া ! আমি ভাড়া দিব না।"

"যদি না দেন, বিক্রয় করুন।"

"তা'ও না !"

সম্মুখে দুস্তর বিপদ্‌সাগর দর্শন করিয়াও মিঃ ফগ তিলমাত্র হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি দেখিলেন, এতদিন অর্থের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এখন অর্থও যেন সে শক্তি হারাইয়াছে !

যেমন করিয়াই হউক আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া লিভারপুলে যাইতেই হইবে। মিঃ ফগ মনে মনে একটা মতলব স্থির করিয়া কাপ্তানকে পুনরায় কহিলেন,—"আপনি কি আমাকে বোর্ডোঁতে নিয়ে যাবেন ?"

"আপনি যদি আমাকে হাজার টাকাও দেন, তবুও আমি যাত্রী নিব না !"

"আমি যদি সাত হাজার দি ?"

"প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ?"

"হাঁ—প্রত্যেকের জন্য ?"

"আপনারা ৪ জন আছেন, কেমন না ?"

"হাঁ।"

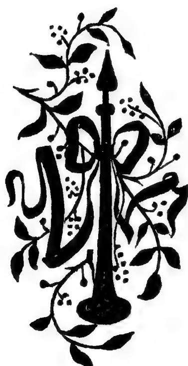
কাপ্তান সাহেব মাথা চুলকাইতে লাগিলেন! এক সঙ্গে ২৮ সহস্র মুদ্রা, অথচ তার জন্য একটী পয়সাও ব্যয় নাই! কাপ্তান কহিলেন—

"আমি ঠিক ন'টায় ছাড়ব। যদি সময় মত উপস্থিত হ'তে পারেন, জাহাজে স্থান হ'বে।"

"আমরা ঠিক সময় মতই আস্‌ছি।"

মিঃ ফগ সঙ্গীদিগকে লইয়া উপযুক্ত সময়েই জাহাজে আসিয়া উঠিলেন। জাহাজ বোর্ডো অভিমুখে যাত্রা করিল।

ফিক্স গোয়েন্দা ভাবিতে লাগিল, 'এ কি! যাব ইংলণ্ডে, চলেছি চীনে! কোথায় বোর্ডো, আর কোথায় লিভারপুল! এর রহস্য ত বুঝতে পারছিনে!'



# দশম পরিচ্ছেদ

## বোমা ফাটিল না



হেন্‌রিয়েটা জাহাজের নাবিকদিগের সহিত পোতাধ্যক্ষের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। মিঃ ফগ জাহাজে উঠিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহাদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিতরণ করিয়া ফগ দুই একদিন মধ্যেই নাবিকদিগকে বশ করিয়া ফেলিলেন।

যেমন করিয়াই হউক জাহাজখানি যাহাতে লিভারপুল যায় তাহা করিতেই হইবে। মিঃ ফগ নাবিকদিগের সাহায্যে পোতাধ্যক্ষকে তাঁহার কক্ষমধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং নিজেই লিভারপুলের দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন!

তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ফিক্স গোয়েন্দা হতজ্ঞান হইলেন। তিনি পরিতাপ করিতে লাগিলেন, 'হায়, কেন এই দস্যুর সঙ্গে আসিলাম! ফিলিয়াস্ ফগ কখনো লিভারপুলে যাইতেছে না। ফগ নিশ্চয়ই একজন জল-দস্যু—আপনার গুপ্ত আড্ডায় যাইতেছে! সেখানে না জানি কত বিপদই ঘটিবে!''

মিঃ ফগ যেরূপ ভাবে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল তিনি নৌবিদ্যায় অতিমাত্র দক্ষ। জিয়েন অবাক্ হইয়া গেল! নাবিকগণ

নূতন অধ্যক্ষের সদ্ব্যবহারে ও অর্থে এতই প্রীত হইয়াছিল যে প্রাণপণে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

জাহাজ অবাধে চলিতে লাগিল। হেন্‌রিয়েটা দ্রুতগামী বটে। ১৩ই পর্য্যন্ত কোনো বাধাবিঘ্ন ঘটিল না। সেই দিনই ঝড়ের লক্ষণ সকল দেখা গেল। রাত্রিতে এমন শীতল বাতাস বহিল যে, কাহার সাধ্য কক্ষের বাহিরে আইসে। কিন্তু নাবিকগণ তখনো কর্ত্তব্যপালন করিতেছিল—নূতন অধ্যক্ষ অম্লানবদনে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া জাহাজ চালাইতেছিলেন।

ঝড় উঠিল। আটলান্টিক মহাসাগরের ঝড় অতি প্রবল। মিঃ ফগ পাল নামাইলেন। হেন্‌রিয়েটা কাঁপিতে কাঁপিতে দুলিতে দুলিতে তরঙ্গের উপর গড়াইতে গড়াইতে নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। তিনি জাহাজের গতি শিথিল করিলেন না। এক এক সময় মনে হইতে লাগিল, হেনরিয়েটা আর থাকিবে না! এই ডুবিল—এইবার নিশ্চয় ডুবিল!

"চালাও চালাও—বাষ্পনলের মুখ যেমন খোলা আছে, তেমনি থাকুক —জাহাজের গতি যেন মন্দ না হয়।" নবীন অধ্যক্ষের নির্ভীক আদেশ ধ্বনিত হইল।

মিঃ ফগ কিছুতেই জাহাজের গতি মন্দ করিলেন না। ভীমকায় শৈলপ্রমাণ তরঙ্গগুলি জাহাজের ডেকের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। ডেক বিধৌত করিয়া নাবিকদিগকে সিক্ত করিয়া ডেকে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তৎসমুদায় ভাসাইয়া লইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ এক দিক্ হইতে অপর দিকে গড়াইয়া যাইতে লাগিল। নূতন পোতাধ্যক্ষের আদেশ, "চালাও—চালাও—জাহাজ যেন কোন মতে শিথিলগতি না হয়!"

অদ্য ১৬ই ডিসেম্বর। অদ্য ৭৫ দিন পূর্ণ হইল। এখনো আটলান্টিক মহাসাগরের পথে অনেক দূর যাইতে হইবে। ফিয়েন ভাবিতে লাগিল, যদি জাহাজের বাষ্প কমিয়া না যায়,তাহা হইলে হয়ত হেন্‌রিয়েটা

আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে পারিবে। দুর্ভাগ্য মিঃ ফগের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। হেন্‌রিয়েটার কলের অধ্যক্ষ আসিয়া সংবাদ দিল,—"কয়লা ফুরাইয়া আসিয়াছে!"

মিঃ ফগ কহিলেন, "তুমি ঠিক জান?"

"হাঁ, ঠিক জানি। যেদিন থেকে আমরা জাহাজ ছেড়েছি, সেইদিন থেকেই সমানে আগুন রেখেছি। লিভারপুলে যাবার মত অত কয়লাও জাহাজে ছিল না। আমরা বোর্ডো যাবার মত কয়লা নিয়েছিলাম।" ফগ নিশ্চিন্তভাবে আদেশ দিলেন, "আচ্ছা যাও—যতক্ষণ কয়লা চলে, পূরা দমে চালাও। আমি ভেবে দেখি কি করা যেতে পারে।"

এঞ্জিনিয়ার প্রস্থান করিল।

জিয়েন এই আকস্মিক বিপদের সংবাদে একান্ত বিচলিত হইল এবং সহানুভূতি-লাভের প্রত্যাশায় মিঃ ফিক্সের নিকট এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। ফিক্স কহিলেন, "জাহাজ যে লিভারপুল যাচ্ছে এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"তুমি একটা মস্ত বোকা দেখছি!"

১৮ই তারিখে এঞ্জিনিয়ার পুনরায় আসিয়া কহিল, "কয়লায় আর চলে না!" মিঃ ফগ তখনো একান্ত অবিচলিত। তিনি জিয়েনকে আদেশ করিলেন, "হেন্‌রিয়েটার বন্দী অধ্যক্ষকে এখানে আন।"

জিয়েন পোতাধ্যক্ষকে লইয়া আসিল। তিনি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত মিঃ ফগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেন একটা ভীষণ বোমা সহসা তথায় পতিত হইল, এখনই ফাটিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইবে!

নিকটে আসিয়াই অধ্যক্ষ বজ্র-গম্ভীর স্বরে মিঃ ফগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমরা এখন কোথায় আছি ?"

"লিভারপুল থেকে ৭৭০ মাইল দূরে।"

উত্তর শুনিয়াই অধ্যক্ষের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"তবে রে জলদস্যু !"

"মশায়, আমি ত আগেই বলেছিলাম লিভারপুল চলুন।"

অধ্যক্ষ আরো ভীষণ কণ্ঠে কহিল,—

"দস্যু কোথাকার !"

মিঃ ফগ শান্তভাবে বলিলেন,—

"আপনার জাহাজখানা আমার কাছে বিক্রয় করুন।"

"কথনো না।"

"যদি বিক্রয় না করেন তা' হ'লে আমি বাধ্য হয়েই জাহাজখানা পুড়িয়ে ফেলবো !"

"কি ! আমার জাহাজ পোড়াবেন ?"

"পোড়াব বই কি ? অন্ততঃ উপরকার যা' কিছু কাঠের জিনিষ আছে সবই পোড়াতে হ'বে। জাহাজের কয়লা ফুরিয়েছে ! আমার ত যাওয়া চাই !"

অধ্যক্ষ পরুষকণ্ঠে কহিলেন, "আমার জাহাজ পোড়াবেন ! জাহাজের দাম কত জানেন ? নগদ একলাথ টাকা !

"এই নিন, আমি দেড় লাথ দিচ্ছি !" মিঃ ফগ অবিলম্বে কতকগুলি ব্যাঙ্কনোট কুপিত অধ্যক্ষের পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

নগদ দেড় লক্ষ মুদ্রা ! অধ্যক্ষের হৃদয়মধ্যে তরঙ্গ উঠিল। রোষ, ক্ষোভ, অসন্তোষ সমস্তই মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, হেন্‌রিয়েটার বয়স প্রায় বিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে যদি

এত অর্থ হস্তগত হয় তবে আর চিন্তা কি। অধ্যক্ষ সম্মত হইলেন কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—

"খোলটা বোধ হয় আমারই থাকবে?"

"হাঁ। খোল এবং এঞ্জিন আপনার। কেমন রাজি ত?"

"রাজি।"

জিয়েন ও ফিক্স গোয়েন্দা অবাক্! কি ভয়ানক কথা! চক্ষের নিমেষে দেড় লক্ষ মুদ্রা উড়িয়া গেল—অথচ জাহাজের খোল এবং কল অধ্যক্ষেরই রহিল! গোয়েন্দার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে নিশ্চয়ই সাড়ে আটলক্ষ টাকা চুরি হইয়াছে। মিঃ ফগই সেই দস্যু!

অধ্যক্ষ নোটগুলি গণনা করিয়া পকেটে রাখিলে পর মিঃ ফগ কহিলেন, "কাপ্তান! আমার কার্য্যে বিস্মিত হবেন না। যদি আমি ২১শে ডিসেম্বর লণ্ডনে পৌঁছিতে না পারি, তা হ'লে তিন লক্ষ মুদ্রার বাজি হারব। আপনি ত জানেন আমি নিউইয়র্কে লিভারপুলের জাহাজ ধরতে পারি নাই। আপনিও প্রথমে আমাকে লিভারপুল নিয়ে যেতে সম্মত হলেন না—"

বাধা দিয়া কাপ্তান বলিলেন, "আমি ত ভালই করেছিলাম। যদি বাধা না দিতাম তা হ'লে কি আর আজ দেড় লাখ টাকা পাই! তবে কি জানেন কাপ্তান—"

"আমার নাম ফগ। তবে জাহাজখানা এখন আমার?"

"নিশ্চয়ই আপনার। ওর যত কাঠ-পাট আছে সবই আপনার।"

"উত্তম। অনুগ্রহ করে' কাঠ গুলো সব কাটতে আরম্ভ করুন।"

জাহাজের শুষ্ক কাষ্ঠগুলি তখন কয়লার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সেই দিনই হেন্‌রিয়েটার কামরাগুলি, ডেকের কতকাংশ এবং পশ্চাতের ডেক প্রভৃতি পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল!

পরদিন ১৯শে ডিসেম্বর। সে দিন জাহাজের মাস্তুল এবং দীর্ঘকাঠগুলি সমস্তই দগ্ধ করা হইল! নাবিকগণ প্রাণপণে জাহাজ চালাইতে লাগিল। জিয়েন বিপুল উৎসাহে একাই দশজনের কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। মিঃ ফগ আদেশ দিলেন,—

"চালাও—চালাও—জাহাজ চালাও!"

পরদিন হেন্‌রিয়েটার উপরাংশের যাহা কিছু কাঠ সমস্তই নিঃশেষিত হইল—কেবল খোলটি মাত্র অবশিষ্ট রহিল! আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিভারপুলে যাওয়াই চাই! নাবিকগণ যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরে কুইন্‌স্ টাউনের আলোক দেখিয়া কাপ্তেন কহিলেন, "মিঃ ফগ, আমি ত আর কোনো ভরসা দেখি না? এই সবে আমরা কুইন্‌স্ টাউন ছাড়ছি। এখনো অনেক দূর যেতে হ'বে। আপনার গ্রহ অপ্রসন্ন—কি করবো বলুন!"

মিঃ ফগ বলিলেন, "ওই যে আলোকমালা দেখা যাচ্ছে, ওই কি কুইন্‌স্ টাউনের আলোক?"

"হাঁ।"

"আমরা কতক্ষণে বন্দরে যেতে পারবো?"

"তিনটার আগে নয়। জোয়ার চাই।"

কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া মিঃ ফগ কহিলেন, "তবে এখন অপেক্ষা করা যাক্‌।"

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## বিনা মেঘে বজ্রাঘাত



ইন্‌স্‌ টাউন বন্দরে আমেরিকার ডাক নামিত। একখানা অতি দ্রুতগামী ট্রেণে সেই ডাক ডব্‌লিন নগরে প্রেরিত হইত। ডব্‌লিনে ডাক লইবার জন্য লিভারপুলের ষ্টীমার প্রস্তুতই থাকিত। মিঃ ফগ হিসাব করিয়া দেখিলেন, সেই পথে গেলে তিনি নির্দ্দিষ্ট কালের দ্বাদশ ঘণ্টা পূর্ব্বেই লিভারপুলে যাইতে পারিবেন, এবং অনায়াসে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় লণ্ডনে পৌঁছিবেন।

রাত্রি একটার সময় হেন্‌রিয়েটা কুইন্‌স্‌টাউন বন্দরে নোঙ্গর করিল। মিঃ ফগ কাল বিলম্ব না করিয়া ট্রেণে উঠিলেন এবং পরদিন বেলা এগারটা চল্লিশ মিনিটের সময় লিভারপুলে উপনীত হইলেন।

লিভারপুল হইতে লণ্ডন ছয় ঘণ্টার পথ। ট্রেণেরও অভাব ছিল না। মিঃ ফগ বুঝিলেন, বিজয় সুনিশ্চিত। জিয়েন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। গোয়েন্দা ফিক্স সেই সময়ে মিঃ ফগের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন—

"সত্যই কি আপনার নাম ফিলিয়াস্‌ ফগ?"

"হাঁ।"

"তবে রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলেম!"

ফিলিয়াস্ ফগ বন্দী হইলেন। তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! গোয়েন্দা ফিক্স তাঁহাকে কাষ্টম্‌স্ গৃহের কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন!

যদি পুলিশে বাধা না দিত তাহা হইলে জিয়েন নিশ্চয়ই তন্মুহূর্ত্তে গোয়েন্দাকে আক্রমণ করিত। তাহার হৃদয় ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায় হায়! সে যদি পূর্ব্বেই মিঃ ফগকে গোয়েন্দার পরিচয় দিত, তাহা হইলে ত এমন ঘটিত না! জিয়েন ভাবিতে লাগিল, মৃত্যুই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। রাণী আউদাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তিনি যেন এইমাত্র শ্মশান-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিলেন।

যখন নিশ্চিন্তে বাজি জিতিয়া মিঃ ফগ গৌরবের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল! ধন, সম্পদ্, যশঃ সমস্তই এক নিমিষে ভাসিয়া গেল! ফিলিয়াস্ ফগ ভিখারী হইলেন! হায় হায়! তখনো ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় ছিল। লণ্ডনে পৌছিতে ছয় ঘণ্টার অধিক লাগিত না! বিনামেঘে নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল!

মিঃ ফগ তাঁহার কারাকক্ষের মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে তরঙ্গ খেলিতেছিল তাহা বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করিল না। সঙ্গীরা দেখিলেন, মিঃ ফগ যেমন শান্ত, যেমন অবিচলিত, যেমন দৃঢ়, ঠিক তেমনই আছেন। এই ভীষণ দুর্ঘটনাতেও কেহ তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না! তবে কি তখনো তিনি ভাবিতেছিলেন যে বাজি জয় করিবেন!

সকলেই দেখিল তিনি তাঁহার ঘড়িটী সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর রাখিয়া একদৃষ্টে উহার দিকে চাহিয়া আছেন। যেন একমনে সেকেণ্ড,

মিনিট প্রভৃতি গণনা করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সে নয়নে কি যে একটী ভাব প্রকাশিত হইতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে তাহা অস্বাভাবিক এবং ভীষণ! তিনি কি তবে পলায়ন করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন? তাহা হইতে পারে। নতুবা আসন পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ উঠিবেন কেন? তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে, সে কক্ষের দ্বার—সে গৃহের গবাক্ষ ভগ্ন করিয়া পলায়ন মনুষ্য-সাধ্যাতীত!

ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া ফিলিয়াস্ ফগ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং পকেট হইতে রোজ-নামচার খাতাখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন—"২১শে ডিসেম্বর, শনিবার—লিভারপুল।"

মিঃ ফগ তন্নিম্নে লিখিলেন—

"৮০ দিনের দিন বেলা ১১টা ৪০ মিনিট।"

ফিলিয়াস্ ফগ নির্ব্বাক্ হইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাষ্টম্‌স্ গৃহের ঘড়িতে টং করিয়া বেলা ১টা বাজিল। মিঃ ফগ দেখিলেন তাঁহার নিজের ঘড়ী ২ মিনিট অগ্রগামী।

দুইটা বাজিল। যদি তখনো তিনি মুক্তি পাইতেন এবং একখানি দ্রুত-গামী এক্সপ্রেস ট্রেণ ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জয় হইত!

পনের মিনিট গেল—কুড়ি মিনিট গেল—অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল! আর ভরসা নাই!

অকস্মাৎ ও কিসের শব্দ হইল! ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ! কারাকক্ষের রুদ্ধ-দ্বার সহসা মুক্ত হইল। রাণী আউদা, গোয়েন্দা ফিক্স ও জিয়েন দৌড়াইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোয়েন্দা ব্যগ্র ভাবে কহিলেন "মিঃ ফগ, ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন। ভুলে আপনাকে ধরা হয়েছিল! আসল চোর ধরা পড়েছে! আপনার

চেহারার সঙ্গে তার চেহারার মিল ছিল বলেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে ! আপনি মুক্ত—আপনি মুক্ত !”

ফিলিয়াস্ ফগ কারামুক্ত হইলেন। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে মিঃ ফিক্সের দিকে অগ্রসর হইয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার একটী ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে গোয়েন্দা ফিক্স কক্ষতলে পতিত হইলেন !

বাক্য বিনিময় না করিয়া মিঃ ফগ সঙ্গিগণ সহ একখানি গাড়ীতে উঠিলেন এবং অবিলম্বে রেলষ্টেশনে উপনীত হইলেন।

মিঃ ফগের দুর্ভাগ্য ! ষ্টেশনে পৌছিয়াই শুনিলেন লণ্ডনের ট্রেণ ২টা ৫ মিনিটের সময় চলিয়া গিয়াছে ! তখন আর কোনো ট্রেণও ছিল না !

ফিলিয়াস্ ফগ অবিলম্বে একখানি স্পেশাল্ ট্রেণের বন্দোবস্ত করিলেন। ট্রেণ প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। ফগ ড্রাইভারকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

ড্রাইভার চেষ্টার ত্রুটি করিল না। কিন্তু ট্রেণ যখন লণ্ডনে আসিয়া পৌছিল তখন ষ্টেশনের ঘড়ীতে ৮টা বাজিয়া ৫০ মিনিট হইয়া গিয়াছে !

সমস্ত পৃথ্বী পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ফিলিয়াস্ ফগের অবশেষে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল !

তাঁহার পরাজয় ঘটিল !



# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## রাণী আউদা



লণ্ডনে পৌঁছিয়া ফিলিয়াস্ ফগ আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন, ক্লাবে গেলেন না।

এই সুদীর্ঘ পর্য্যটন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া, শতবাধা শতবিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করিয়া শেষ মুহূর্ত্তে অপরের দোষে পরাজয় যে কি ভীষণ মর্ম্মচ্ছেদী তাহা অন্যে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু মিঃ ফগ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তখন বারিংএর গদিতে গচ্ছিত ছিল। সে অর্থ তখন আর তাঁহার নহে, উহা তখন সংস্কার-সমিতির সদস্যদিগের। খরচ-পত্র বাদে তাঁহার হস্তে যাহা কিছু সামান্য অর্থ ছিল, মিঃ ফগ দেখিলেন তাহা লইয়াই কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতে হইবে।

তিনি তাঁহার গৃহের একটী কক্ষ রাণী আউদার জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

জিয়েন শুনিয়াছিল অনেক সময় এরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইলে নিরাশ মানব আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। পাছে মিঃ ফগ তেমন একটা কিছু করিয়া বসেন এই জন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে লাগিল।

তাহার কক্ষের গ্যাসের আলোক তখনো জ্বলিতেছিল, সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাতিটা নির্ব্বাপিত করিল।

ক্রমে রাত্রি আসিল। রজনী গভীরা হইল। সকলেই শয়ন করিলেন। মিঃ ফগ নিদ্রা গিয়াছিলেন কি না কেহ বলিতে পারে না। রাণী আউদা সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। আর জিয়েন? সে অনুরক্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর দ্বারদেশে বিনিদ্র-নয়নে বসিয়া ছিল।

পরদিন প্রভাতে মিঃ ফগ ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন; "রাণী আউদার প্রাতরাশের বন্দোবস্ত কর। বলে এসো আজ সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

জিয়েনের হৃদয় তখনো বেদনায় মথিত হইতেছিল। তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাকে কেবলই বলিতে লাগিল 'রে হতভাগ্য! তোর দোষেই ত সোনার সংসার শ্মশান হ'লো! মিঃ ফগকে আগে একটু সতর্ক করলেই ত এমন ঘটিত না।' জিয়েন আর নীরব থাকিতে পারিল না। বাষ্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "প্রভু, আপনার দুর্দ্দশার জন্য আপনি আমাকে অভিসম্পাত করুন। আমার দোষেই ত—"

গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে মিঃ ফগ উত্তর করিলেন, "আমার দুর্দ্দশার জন্য আমি কাহাকেও দোষী করি না। তুমি আপনার কাজে যাও।"

জিয়েন প্রস্থান করিল এবং রাণী আউদার নিকট যাইয়া সকল কথা নিবেদন করিতে করিতে দুঃখে বালকের মত রোদন করিতে লাগিল। কহিল, "আমি কিছুতেই প্রভুর মন শান্ত করতে পারলেম না। আপনি একটু বুঝিয়ে বল্‌লে তিনি হয়ত শুনবেন।"

"তুমি বল্লে না, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন?"

• "হাঁ তাই ত তিনি বলেছেন। বোধ হয় আপনার ইংলণ্ডে থাকা সম্বন্ধেই কথা হবে।"

"তা হ'তেও পারে।"

জিয়েন কার্য্যান্তরে বিদায় হইল। রাণী আউদা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিজের ও মিঃ ফগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মিঃ ফগের পরাজয়ের সকল দোষ নিজের উপর আরোপ করিয়া তিনি আরো বেদনা-পীড়িতা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন মিঃ ফগের উপর একটা বোঝার মত না থাকিলে, ফগ হয়ত অবলীলাক্রমে বাজি জয় করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্যই ত বোম্বাইয়ের পথে দুই দিন বিলম্ব হইয়াছিল!

মিঃ ফগ সেদিন আর সংস্কার-সমিতিতে গেলেন না। কেনই বা যাইবেন? তিনি সমস্ত দিন কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিলেন। জিয়েন মুহূর্ত্তের জন্যও সে রুদ্ধদ্বার ত্যাগ করিল না। কক্ষমধ্যে সামান্য একটু শব্দ হইবা মাত্রই সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল—বুঝি বা কোন দুর্ঘটনা ঘটিল। দ্বারসংলগ্ন তালার ছিদ্রপথে সে মধ্যে মধ্যে গৃহের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিঃ ফগকে দেখিয়া লইতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সাড়ে সাতটার সময় মিঃ ফগ রাণী আউদার কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। যে দিন তিনি আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, কত আশা কত উৎসাহ হৃদয়ে লইয়া পৃথিবী-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন, সে দিনও তিনি যেমন ছিলেন—পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত ভগ্নহৃদয় বিনষ্টসর্ব্বস্ব মিঃ ফগ আজিও ঠিক তেমনিই দেখাইতেছিলেন। তেমনি ধীর—তেমনি স্থির—তেমনি শান্ত—শৈলসদৃশ তেমনি অটল!

কিছুক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া তিনি রাণী আউদাকে কহিলেন—"আপনাকে ইংলণ্ডে এনে বড় অপরাধ করেছি। সে জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি।"

আউদার হৃদয় অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ ফগের মুখে—তাঁহার জীবনদাতা রক্ষাকর্ত্তার মুখে—মার্জ্জনা ভিক্ষা? তিনি কোন প্রকারে হৃদয়বেগ রুদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কে ক্ষমা ক'রবে? আমাকে বল্‌ছেন?"

"আমার আর একটু বলতে বাকি আছে—অনুগ্রহ করে' শুনুন। আমি যখন আপনাকে এখানে আসতে বলি, তখন আমার অর্থের অভাব ছিল না। আমি ভেবেছিলাম সেই অর্থের একাংশ আপনার জন্য ব্যয় করবো। আপনি তা' হ'লে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। আপনি ত জানেন এখন আমার সব গেছে!"

"মিঃ ফগ, আমি সবই জানি। আপনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি বোঝার মত আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে! আমিই সে জন্য আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমিই ত আপনার ক্ষিপ্রগতির অন্যতম বাধা ছিলাম। পথে আপনার কত বিলম্বই না ঘটিয়েছি। তা না হ'লে আজ কি এমন দুর্দ্দশা হয়! আমি তপ্ত অনলে পুড়ে মরছিলেম—সেই ছিল ভাল!"

"আপনার জন্য আমার একদিনও বিলম্ব ঘটে নাই। সে জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি ভারতবর্ষে নির্ব্বিঘ্নে থাকতে পারতেন না। একবার যারা আপনাকে জীবন্তে দগ্ধ করতে চেয়েছিল, তারাই আবার আপনাকে খুঁজে বাহির করতো!"

"আপনি পরম দয়ালু, তাই সেই বিপদ্ থেকে আমাকে উদ্ধার ত করেইছিলেন, অপরিচিত দেশে এসে আমি যাতে স্বাধীনভাবে সুখে

স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারি, তারও আবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন !”

“চেয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমার অদৃষ্ট সব ওলট-পালট করে’ দিলে ! যা হোক্ আমার যা কিছু এখনো আছে তাই আমি আপনার হাতে দিতে চাই ।”

“তা হলে আপনার কি করে’ চলবে ?”

“আমার জন্য ভাববেন না। আমার অভাব কিসের ?”

“আপনি বোধ হয় আপনার ভবিষ্যতের দিকে তেমন করে তাকাচ্ছেন না ?”

“আমি সকল অবস্থাকেই যে চক্ষে দেখতে অভ্যস্ত, আমার ভবিষ্যৎকেও সেই চক্ষেই দেখছি।”

“আপনার কোন অসুবিধা বা অভাব হয়, আপনার বন্ধু-বান্ধবেরা তেমন কিছু আপনাকে করতে দিবেন কেন ?”

“আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নাই ।”

“না থাকতে পারে। আত্মীয়-স্বজন ?”

“এখন আর আমার কোন আত্মীয়-স্বজনও নাই ।”

“মিঃ ফগ, আপনার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। জীবনে একা—এ বড় কষ্টের কথা ! দুঃখের অশ্রুটী মুছিয়ে দিতে পারে এমন কি আপনার কেউ নাই ?”

“না।”

“লোকে কথায় বলে, দুঃখের বোঝা নেবার যদি অংশীদার থাকে তা হ’লে, সে বোঝা যতই কেন ভার হোক্ না, অনায়াসে ঘাড়ে নিতে পারা যায়।”

“আমিও সে কথা শুনেছি।”

রাণী আউদা সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং আপন দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "মিঃ ফগ, একাধারে আত্মীয় এবং বন্ধু পেতে কি আপনার সাধ হয়? আপনি কি আমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করবেন?"

মিঃ ফগও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল—নয়নদ্বয় অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য লাভ করিল। আউদা তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টির ভিতর দিয়া রমণীর প্রেম, বাঞ্ছিতের জন্য সর্ব্বস্ব-দানের সুদৃঢ় পণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে দৃষ্টি কত কোমল কত সুন্দর কত সরল।

মিঃ ফগ আর আউদার দিকে চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। তাঁহার কণ্ঠ বাক্য বিস্মৃত হইল। কিছুক্ষণ পরে ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "রাণী আউদা, ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলতে পারি, আমি আপনাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। জীবনে মরণে আমি আপনার।"

* * * *

মিঃ ফগ ডাকিলেন, "জিয়েন!"

জিয়েন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিল। তখনো মিঃ ফগ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে আপন করমধ্যে রাণী আউদার সুকোমল কর রক্ষা করিতেছিলেন। ফিলিয়াস্ ফগ ডাকিলেন, "জিয়েন!"

"আজ্ঞা।"

"মেরিলি বোন্ গির্জ্জার পুরোহিতকে এখনই বিবাহের সংবাদটা দিতে হবে। এখনো বেশী রাত হয় নি।"

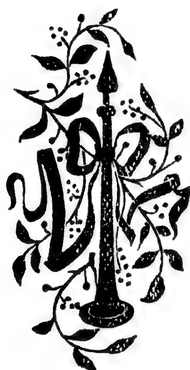
হৃষ্টচিত্তে জিয়েন কহিল, "এ সংবাদের কি আর সময় অসময় আছে!

এই ত সবে ৮টা বেজে পাঁচ মিনিট। কাল সোমবার। কালই কি বিবাহ হবে?"

মিঃ ফগ আউদার দিকে চাহিলেন।

ব্রীড়া-বিনম্র ভাবে রাণী উত্তর দিলেন, "তাই হোক্।"

জিয়েন মুক্ত মৃগের ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে পুরোহিতের নিকট গমন করিল।





# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## “আমি এসেছি”

তেরই ডিসেম্বর যখন এডিনবরা নগরে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কদস্যু ধৃত হইল, তখন পুনরায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তিন দিন পূর্ব্বেই মিঃ ফগের নাম কলঙ্কমলিন হইয়াছিল। তিনি একজন সাধারণ দস্যু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তে সে কলঙ্ক-লেখা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন আবার ফিলিয়াসের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। ফিলিয়াসের পৃথিবী-পর্য্যটনের উপর পুনরায় বাজি ধরা আরম্ভ হইল। সকল সংবাদপত্রেই নিয়মিতরূপে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল।

সংস্কার-সমিতির সদস্যগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। মিঃ ফগ কি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? কৈ তাঁহার ত কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। তাঁহার যাত্রাপথের সকল স্থানেই ত টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই ত তারে সংবাদ দিতে পারিতেন। তবে বুঝি তিনি ৮০ দিনে পৃথিবী-পর্য্যটনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া থাকিবেন! এমন অসম্ভব ব্যাপার কখনও সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি হয় ত সাধারণ পর্য্যটকের ন্যায় ধীরে ধীরে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন!

আমেরিকা, এসিয়া, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রতিদিন টেলিগ্রাম প্রেরিত হইতে লাগিল, কিন্তু মিঃ ফগের কোন সন্ধান হইল না। পুলিশ-বিভাগ হইতে গোয়েন্দা ফিক্সের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল—কিন্তু তাঁহার কথাও কেহ বলিতে পারিল না।

ফগ এবং ফিক্স তবে কোথায় গেলেন! ইংলণ্ডের প্রতি ভোজনাগারে, পানাগারে, প্রতি সংবাদপত্রে, চা-পানের কক্ষে এই একই কথাই আলোচিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যেথানেই থাকুন, মিঃ ফগের উপর বাজি ধরা বন্ধ হইল না। বাজির পণ অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

শনিবার। ২১শে ডিসেম্বর। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই শত সহস্র লোক পল্‌মলে সমবেত হইল। কত লোক সংস্কার-সমিতির গৃহ ঘিরিয়া ধরিল। সকলেরই মুখে এক কথা, "আজ মিঃ ফগের আসিবার দিন।" রাজপথে এমন জনতা হইল যে, গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল! তখনো লোকে বিবাদ, বিচার, বিতর্ক করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিল না। তখনো বাজি ধরা সমানেই চলিতেছিল! রাজপথে কাহার কোন্ বিপদ্ ঘটে, সেই জন্য পুলিশ হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল। লোকের উপর লোক—তাহার উপর আবার লোক! চারিদিকে গণ্ডগোল, কোলাহল এবং ছুটাছুটি! তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল।

সংস্কার-সমিতির সদস্যগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সমিতির কক্ষমধ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। আটটা বাজিয়া কুড়ি মিনিটের সময় এঞ্জিনিয়ার আন্দ্রু ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! আর ২৫ মিনিট পরেই ত নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবে। কৈ মিঃ ফগ ত এখনো আসিলেন না?"

ফ্ল্যানাগেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিভারপুলের শেষ ট্রেণ ক'টায় লণ্ডনে আসে?"

র‍্যাল্‌ফ কহিলেন, "সাতটা তেইশ মিনিটে। তার পরের ট্রেণ দ্বিপ্রহর রজনীর পূর্ব্বে আসে না।" মিঃ ষ্টুয়ার্ট তখন বলিতে লাগিলেন,—

"তা হলেই দেখুন, মিঃ ফগ যদি সেই ৭টা ২৩ মিনিটের ট্রেণেই আসতেন, তা হলে এতক্ষণ আমরা তাঁকে নিশ্চয়ই এখানে পেতাম। কাজেই বাজিটা আমারই জিত।"

ফলেন্‌টিন্‌ কহিলেন, "অত ব্যস্ত হবেন না। মিঃ ফগের রীতি-নীতি ত আপনাদের জানাই আছে। তাঁর মাথাটা তেমন ঠিক থাকে না বটে, কিন্তু তিনি যে সকল কাজই ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে করেন সেটা ত আমাদের জানাই আছে। তিনি যদি ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেও এসে হাজির হ'ন, আমি ত আদৌ বিস্মিত হ'ব না।"

মিঃ ষ্টুয়ার্ট বলিলেন, "যদি তাঁকে দেখিও, তা'হলেও আমার বিশ্বাস করতে সাহস হবে না যে সত্যই মিঃ ফগ এসেছেন।"

ফ্ল্যানাগেল কহিলেন, "মিঃ ফগের প্রস্তাবটাই একটা পাগলামী। যতই কেন তিনি ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় কাজ করুন না, পথে বার হলেই, কোন রকমে না কোন রকমে দুই একদিন বিলম্ব হবেই হবে। একদিন দু'দিন দেরি হলেই ত ফগের সকল বন্দোবস্ত উল্‌টে যাবে।"

সলিভান বলিলেন "আরো দেখুন, পৃথিবীর সকল স্থানেই টেলিগ্রাফ আছে। আজ পর্য্যন্ত কি মিঃ ফগের কাছ থেকে আপনারা এক খানা টেলিগ্রামও পেয়েছেন?"

প্রত্যুত্তরে সকলেই কহিল, "না।" আন্দ্রু ষ্টুয়ার্ট বিদ্রূপের ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমার বোধ হয় মিঃ ফগ এই বিপুলা পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে গেছেন! যে ষ্টীমারে তাঁর আসার সম্ভাবনা ছিল, সে ত হ'লো 'চায়না'। চায়না ত কালই এসেছে। এই দেখুন চায়নার আরোহীদের তালিকা। এতে ত মিঃ ফগের নাম নাই! আর

যে সব জাহাজ আছে তার একখানাও ঠিক সময়ে আসে নাই। খুব বেশী কাছে এসে থাকলেও মিঃ ফগ নিশ্চয়ই এখনো আমেরিকা ছাড়াতে পারেন নি। এখনো তাঁর আসতে আরো ২০ দিন লাগবে!"

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মিঃ রাল্‌ফ বলিলেন, "তবে আর কি! কালই বারিংএর গদী থেকে মিঃ ফগের টাকাগুলো আনা যাক্।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া মিঃ ষ্টুয়ার্ট কহিলেন, "আর পাঁচ মিনিট!"

বন্ধুগণ তখন পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনি যেন বাহির হইতে শ্রুত হইতে লাগিল।

উঃ পাঁচ মিনিট এত দীর্ঘ—যেন আর যায় না!

মিঃ ফলেন্‌টিন্ কহিলেন,—"আর কেন? জয় ত আমাদেরই হ'লো, আসুন এখন খেলা যাক্। ওই দেখুন, পাঁচ মিনিটের দুই মিনিট গেল!"

তাঁহারা খেলিবার জন্ত তাস তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কক্ষপ্রাচীর-সংলগ্ন ঘড়ী হইতে চক্ষু কিছুতেই ফিরিতে চাহিল না! তাঁহারা মনে মনে বুঝিয়াইছিলেন যে বাজিতে তাঁহাদিগেরই জয় সুনিশ্চিত, তবুও সময় যেন আর যাইতেছিল না! তিন মিনিট ত নয়—যেন তিন বৎসর!

তাস কাটিতে কাটিতে রাল্‌ফ কহিলেন, "আর দু'মিনিট!"

সহসা গৃহের বাহিরে—যেখানে বিশাল লোকসমাগম হইয়াছিল, তথা হইতে একটা হল্‌হলা রব সমুত্থিত হইল। সকলে মোহিত হইলেন। সদস্যগণ তখন সেকেণ্ডের টক্ টক্ শব্দ পর্য্যন্ত গণনা করিতেছিলেন।

কম্পিত কণ্ঠে সলিভান কহিলেন, "আর এক মিনিট!" ফ্ল্যানাগেন হস্তস্থিত তাস টেবিলের উপর রাখিয়া গণিতে লাগিলেন,—

"এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ"—

ত্রিশ সেকেণ্ড গেল! মিঃ ফগ আসিলেন না। চল্লিশ গেল—পঞ্চাশ গেল—তখনো মিঃ ফগ আসিলেন না! আর দশ সেকেণ্ড মাত্র। ফ্ল্যানাগেন পুনরায় গণিতে লাগিলেন—

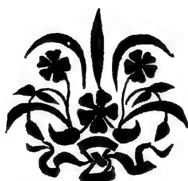
"এক—দুই—তিন—চার—" ও কি! বাহিরে অত কোলাহল হইতেছে কেন? মিলিত জনসঙ্ঘের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও কিসের জন্য!

মিঃ ফ্ল্যানাগেন পুনরায় গণিতে লাগিলেন।

"পাঁচ—ছয়—সা—ত!"

তাঁহার মুখের কথা মুখের মধ্যেই মিলাইল। কক্ষদ্বার অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল। উত্তেজিত উন্মত্ত হর্ষোৎফুল্ল জনসঙ্ঘের অগ্রে অগ্রে মিঃ ফগ বিজয়গর্ব্বে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"বন্ধুগণ! আমি এসেছি।"





# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## "আউদা—প্রাণাধিকে—"

বে কি সত্যই মিঃ ফগ আসিলেন? সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই ফিলিয়াস্ ফগ আসিয়াছেন!

পাঠকদিগের বোধ হয় স্মরণ আছে যে সেইদিন রাত্রি ৮টা ৫ মিনিটের সময়—অর্থাৎ মিঃ ফগের লণ্ডনে আসিবার প্রায় ২৫ ঘণ্টা পর—জিয়েন বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

পুরোহিতের বাটীতে যাইয়া জিয়েন শুনিল, তিনি বাহিরে গিয়াছেন। সে তাঁহার অপেক্ষায় প্রায় ২০ মিনিট বসিয়া রহিল।

৮টা ৩৫ মিনিটের সময় জিয়েন উন্মত্তের ন্যায় পুরোহিতের গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার টুপী পথিমধ্যে কোথায় পড়িয়া গেল! তাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া কয়েকজন পথিক রাজপথে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং চিৎকার করিয়া তাহার উদ্দেশে গালাগালি দিতে লাগিল! জিয়েনের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। দৌড়—দৌড়—দৌড়! সে প্রাণপণে দৌড়াইতেছিল,—

তিন মিনিটের মধ্যে জিয়েন গৃহে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিরুদ্ধ নিশ্বাসে মিঃ ফগকে কহিল,—

"বিবাহ হ'তে পারে না।"

"হ'তে পারে না—কেন ?"

"কাল হ'তে পারে না"

"কেন ?"

"কাল রবিবার।"

"না—সোমবার।"

"আজ শনিবার।"

"শনিবার ? হ'তেই পারে না !"

"আজ শনিবার—শনিবার। আপনার ভুল হয়েছে। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বেই এসেছি ! আর ১০ মিনিট মাত্র সময় আছে। আপনি উঠুন !

জিয়েন মিঃ ফগকে আর কথা কহিতে দিল না। সবলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মিঃ ফগ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। রাজপথে আসিয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া চালককে কহিলেন,—

"জলদি চালাও পল্‌মল্‌—হাজার টাকা বখশিস্‌ !"

নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিল। দুইটা কুকুর গাড়ীর নীচে পড়িয়া মরিয়া গেল—পাঁচ খানা বিপরীত গামী গাড়ী ধাক্কা লাগিয়া উল্টাইয়া পড়িল ! মিঃ ফগ বলিতে লাগিলেন, "চালাও—চালাও—হাজার টাকা বখশিস্‌ !"

৮টা ৪৫ মিনিটের সময় গাড়ী আসিয়া সংস্কার-সমিতির দ্বারদেশে থামিল। মিঃ ফগ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

ফিলিয়াস ফগের ন্যায় সুদক্ষ হিসাবী পর্য্যটকের কেন এরূপ ভুল হইল ? তিনি কি দিবস গণনা করিতেই ভুল করিয়াছিলেন ? ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ। তিনি অজ্ঞাতে অল্পে অল্পে মোটের উপর ২৪ঘণ্টা

সময় অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। লণ্ডন হইতে যাত্রা করা অবধি বরাবর তিনি পূর্ব্বমুখেই আসিতেছিলেন, কাজেই মোটের উপর একদিন বাড়িয়াছিল। তিনি যদি পশ্চিমাবর্ত্তনে পৃথ্বী পর্য্যটন করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে একদিন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইত।

বরাবর পূর্ব্বমুখে যাইতে যাইতে তিনি ক্রমেই দক্ষিণ মেরুর নিকট-বর্ত্তী হইতেছিলেন। কাজেই দিনগুলি প্রত্যেক ডিগ্রীতে ৪ মিনিট করিয়া ছোট হইতেছিল। সুতরাং ৩৬০ ডিগ্রীতে মোটের উপর ২৪ ঘণ্টা ছোট হইয়াছিল। মিঃ ফগ সেই জন্যই ২৪ ঘণ্টা কাল অগ্রবর্ত্তী হইয়া-ছিলেন।

অন্যভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, মিঃ ফগ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে মোটের উপর সূর্য্যদেবকে ৮০ বার মধ্যাহ্ন গগনে দর্শন করিয়া-ছিলেন। অথচ সেই কালের মধ্যে তাঁহার বন্ধুগণ লণ্ডনে বসিয়া ৭৯ বার দেখিয়াছিলেন! ইহাতেই একদিনের গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে ফিলিয়াস্ ফগের কণ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। তিনি বাজি জয় করিয়া তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত পর্য্যটন ব্যাপারে তাঁহার প্রায় সমুদয় অর্থই ব্যয়িত হইয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল, মিঃ ফগ তাহা ফিক্স গোয়েন্দা ও জিয়েনকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। গোয়েন্দার উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষভাব ছিল না।

জিয়েনের অংশ হইতে মিঃ ফগ গ্যাসের দাম কাটিয়া লইতে বিস্মৃত হইলেন না। কারণ তাহার অনবধানতাবশতঃ গ্যাস ১৯২০ ঘণ্টা অনর্থক জ্বলিয়াছিল!

বাজি জয় করিবার পর মিঃ ফগ রাণী আউদাকে কহিলেন, "আমাদের বিবাহের প্রস্তাবে কি আপনি এখনো সম্মত আছেন?"

“এ কথা আমারই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। প্রথম যখন বিবাহের কথা হয় তখন আপনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন, এখন আপনি ধন-সম্পদে বিজয়গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।”

“এ ধন-সম্পদ সমস্তই আপনার। আপনি যদি বিবাহের প্রস্তাব না কর্‌তেন তা হ’লে জিয়েনও পুরোহিতের কাছে যেত না, আমার ভ্রমও ধরা পড়ত না।”

রাণী আউদা আবেগভরে কহিলেন, “মিঃ ফগ—প্রিয়তম”—প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ফিলিয়াস্ ফগ ডাকিলেন, “আউদা—প্রাণাধিকে।”

ইহার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুভোদ্বাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জিয়েন কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইল।

